ষষ্ঠ বর্ষ

নবম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

· সম্পাদক ·

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই
সংখ্যার মূল্য
।৹

বার্ষিক
মূল্য সডাক
৬।৹

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

ষষ্ঠ বর্ষ—নবম সংখ্যা

১৩৭৫ হিঃ ; চৈত্র বাং ১৩৬২ সাল।

বিষয়সূচী

	বিষয় ঃ—	লেখক ঃ—	পৃষ্ঠা :—
১।	ছুরত আলফাতিহার তফছীর ...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ...	৩৭২
২।	মুছলিম রাজ্যসমূহের প্রচলিত আইন...	মূল—আল্লামা শহীদ আওদা অনুবাদ—আলকোরায়শী	৩৭৯
৩।	নিজামুল-মুল্ক ...	সগীর এম, এ, ...	৩৮৩
৪।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী ...	(অনুবাদ) আহমদ আলী	৩৮৯
৫।	সংগীত চর্চা (বিচার ও আলোচন) ..	... ...	৩৯৩
৬।	মহাপ্রলয় বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ...	(সংকলন)	৩৯৭
৭।	পরপারের যাত্রী (শোক সংবাদ) ...	... ...	৪০১
৮।	জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার ...	... ...	৪০১
৯।	আহলেহাদীছ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের আবেদন	... ...	৪০৩
১০।	মানুষের অপমান (কবিতা) ...	আতাউল হক	৪১৪
১১।	সাময়িক প্রসংগ ...	সম্পাদক ...	৪১৫

শাহির হইয়াছে—

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের দীর্ঘদিনের বিরামহীন সাধনার অমৃতময় ফল—

নবী মোস্তফার (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীনতা ও চরমত্ব সম্বন্ধে বাঙলা ভাষাভাষীগণের বেদমতে অনুপম উপহার

সাড়ে তিন শত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ—

নবুওতে-মোহাম্মদী

(১ম খণ্ড)

মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—আলহাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

ষষ্ঠ বর্ষ—নবম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত আল-ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৩৮)

হিদায়তের প্রাথমিক ত্রিবিধ স্তর

প্রাণী জগতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে আমরা হিদায়তের বিভিন্ন স্তরের সন্ধানলাভ করিতে পারি।

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র খাদ্যের জন্য রোদন করিতে থাকে এবং বাহিরের কোন নির্দেশ ও পরামর্শ ব্যতিরেকেই সে মাতৃস্তন্য মুখে ধারণ করিয়া চুষিতে লাগিয়া যায় এবং এই ভাবে সে স্বীয় খাদ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। স্বভাবদত্ত এই হিদায়তকে আমরা অনুপ্রাণনা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। অনুপ্রাণনার পরবর্তী স্তর হইতেছে ইন্দ্রিয়লব্ধ হিদায়ত, ইহা অধিকতর উন্নত শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। ইহার সাহায্যে আমরা দর্শন, শ্রবণ ও আস্বাদন এবং আঘ্রাণ ও স্পর্শানুভূতির শক্তি অর্জন করিয়া থাকি। অন্তরজগতের বহির্ভূত সমুদয় জ্ঞান ইহারই সাহায্যে আমরা লাভ করি।

স্বভাবদত্ত এই দ্বিবিধ হিদায়ত মানুষের সংগে সংগে অন্যান্য পশু ও প্রাণীর মধ্যেও বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু মানুষের বেলায় আর একটি তৃতীয় শ্রেণীর হিদায়ত আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি, ইহা মানুষের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার হিদায়ত। মানুষের সম্মুখে সীমাহীন অগ্রগতির পথ এই

হর্ম্যের বিশাল গুম্বজ রূপে দৃশ্যমান হইয়া উঠে। আমরা রোগ শয্যায় মধুর ন্যায় সুমিষ্ট বস্তুর আস্বাদন করি কিন্তু আমাদের আস্বাদেন্দ্রিয় আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য করে যে, উক্ত মধু তিক্ত বিষ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। আমরা পুষ্করিণীতে ঋজু ও সরল বংশ দণ্ডকে উহার ছায়ায় বক্র, দ্বিভূজ এবং অসরল দেখিতে পাই। কখনও কখনও বিশেষ কোন রোগের জন্য কর্ণ কুহরে বাঁশী বাজিতে থাকে আর আমরা এরূপ ধরণের উদ্ভট শব্দ শুনিয়া থাকি, যাহার অস্তিত্ব বহির্জগতে বিদ্যমান নাই।

ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের উর্ধতন কোন হিদায়তের অস্তিত্ব না থাকিলে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের এই সকল ভ্রান্তি ও অক্ষমতার সন্ধান লাভ করা আমাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর হইতনা, কিন্তু এইরূপ অবস্থায় পতিত হইলে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার হিদায়ত আবির্ভূত হয় এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অক্ষমতা ও অসহায় অবস্থার আমাদের দিকদিশারী হইয়া থাকে। এই বুদ্ধির হিদায়তই আমাদিগকে অভিহিত করে যে, আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় সূর্যকে একটি সুবর্ণ থালা অপেক্ষা বৃহত্তর বস্তুরূপে দর্শন না করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উহা একটি বিরাট ও বৃহদায়তন গ্রহ। বুদ্ধির হিদায়তই আমাদিগকে শিখাইয়া দেয় যে, মধুর আস্বাদ সকল সময়েই সুমিষ্ট আর উহাকে তিক্ত অনুভব করার কারণ আমাদের জিহ্বার আস্বাদন শক্তির বিকৃতি মাত্র। বুদ্ধির প্রভাবেই আমরা অবগত হইতে পারি যে, রুক্ষতা বাড়িয়া গেলে অনেক সময় কান বাজিতে থাকে আর এই অবস্থায় যে সকল শব্দ শ্রুতিগোচর হয় সেগুলি বাহিরের কোন শব্দ নয়। দূরবর্তী ধুম্র শিখা দর্শন করিয়া আমরা বুদ্ধির প্রভাবে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করি এবং যেস্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে সেস্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী মানুষের অস্তিত্বও কল্পনা করিয়া লই অর্থাৎ দূর হইতে ধুঁয়া মাত্র দর্শন করিয়া আমরা লোকালয়ের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

স্বভাবসিদ্ধ হিদায়তের চতুর্থ স্তর

অনুপ্রাণনার হিদায়ত তাহার গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করিতে পারেনা বলিয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানের হিদায়ত আবির্ভূত হইয়াছে। অনুরূপ কারণেই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পর বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার হিদায়ত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই ভাবে আমরা অনুভব করিতে পারি যে, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার পরও হিদায়তের আর একটি উন্নততর ও মহত্তর স্তরেরও আবশ্যক রহিয়াছে। কারণ বুদ্ধির হিদায়তও তাহার নির্ধারিত গণ্ডীকে অতিক্রম করিতে সমর্থ নয়, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার শক্তি ও তৎপরতা বোধগম্য জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা আহরণ করিতে সমর্থ, বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার প্রভাব ও শক্তিও ততদূর পর্যন্তই সীমাবদ্ধ কিন্তু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানরাজ্যের সীমা যেস্থানে শেষ হইয়াছে তাহার পর কি আছে? যে যবনিকা পর্যন্ত পৌঁছিয়া আমাদের চক্ষু স্থবির ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই যবনিকার অন্তরালে আরো কিছু আছে কি? বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা এই জিজ্ঞাসার উত্তরে হতবাক রহিয়াছে, পরবর্তী মনযিলের কোন সন্ধানই বুদ্ধির হিদায়ত দান করিতে পারেনা।

তারপর কার্যতঃ মানুষের জীবনে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার হিদায়ত সকল অবস্থায় যেরূপ যথেষ্ট হয়না, সেইরূপ উহা প্রতিক্রিয়াশীলও হইতে পারেনা। নানারূপ প্রবৃত্তি ও অনুভূতির দ্বারা মানুষ এরূপভাবে পরিবেষ্টিত ও পরাস্ত হইয়া রহিয়াছে যে, বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির মধ্যে সংঘাত ঘটিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিই জয়যুক্ত হইয়া থাকে। অনেক সময় বুদ্ধিবৃত্তি আমাদের প্রতীতি জন্মায় যে, অমুক কার্যটি ক্ষতিকারক ও সাংঘাতিক কিন্তু প্রবৃত্তি আমাদিগকে অবিরত প্ররোচিত করিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত উক্ত সাংঘাতিক কার্য হইতে আমরা নিরস্ত থাকিতে পারিনা। বুদ্ধির যত বড়ই বড়াই থাকুকনা কেন, ক্রোধের সময় আত্মসম্বরণ করা এবং ক্ষুধার সময় অপকারী খাদ্য হইতে বিরত থাকার কোন সম্ভাবনা উহা সৃষ্টি করিতে পারেনা।

ইহা লক্ষ করা উচিত যে, অনুপ্রাণনা শক্তির সংগে সংগে আমাদিগকে আল্লাহর রবুবীয়তের কল্যাণে ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রদান করা এই জন্যই যদি আবশ্যক

বিবেচিত হইয়া থাকে যে, অনুপ্রাণনার হিদায়ত আমাদিগকে তাহার গণ্ডীর বাহিরে পরিচালিত করিতে সমর্থ হয়না আর ইন্দ্রিয়জ্ঞানের হিদায়তও তাহার নির্ধারিত সীমারেখা ভেদ করিতে সক্ষম হয়না বলিয়াই যদি বিশ্বপতির করুণা-ইংগিত আমাদিগকে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার হিদায়ত প্রদান করিয়া থাকে তাহা-হইলে বুদ্ধি বৃত্তি ও প্রজ্ঞার সংগে সংগে সেই মহিমা-ন্বিত প্রভুর পক্ষে আমাদিগকে আরো কিছু প্রদান করা আবশ্যক নয় কি? কারণ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার হিদা-য়তের পক্ষেও তাহার নির্দিষ্ট সীমারেখা লংঘন করিয়া যাওয়া সম্ভবপর নয় এবং এই বুদ্ধি বৃত্তি আমাদের আচরণকে সুনিয়ন্ত্রিত ও তাহাকে সঠিক পথে পরি-চালিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অতএব অনুপ্রাণনার সংশোধন ও উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইন্দ্রিয়জ্ঞান যেরূপ আমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সংগে সংগে উহার ভ্রম প্রমাদগুলির সংশো-ধক ও বিচারক রূপে যেরূপ বুদ্ধি বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, সেইরূপ বুদ্ধি বৃত্তি ও প্রজ্ঞার বিভ্রান্তি ও অক্ষমতার প্রতিকারকল্পে বিশ্বপতি পরম প্রভু আমাদিগকে চতুর্থ স্তরের সর্বোন্নত আর একটি হিদায়তও প্রদান করিয়াছেন।

কোরআনের বিভিন্ন স্থলে হিদায়তের উল্লিখিত স্তর এবং শ্রেণী সমূহের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে এবং এগুলিকে আল্লাহর রবুবীয়তের মহত্তম অবদান ও নিদর্শন রূপে গণ্য করা হইয়াছে। ছুরত আদ্‌দহরে আদেশ করা হইয়াছে, আমরা মনুষ্য সমাজকে সংমিশ্রিত শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, উহাকে আমরা পর্যায়ক্রমে বি-ভিন্ন অবস্থায় বিবর্তিত করি। অতঃপর উহা-কে শ্রবণশীল ও দৃষ্টি সম্পন্ন বানাইয়া দেই। আমরা তাহার জন্য পথের সন্ধান—হিদায়ত প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হইবে না অকৃতজ্ঞ হইবে, তাহা নির্ণয় করা তাহারই কার্য—২ আয়ত।

انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا -

আল্লাহ আরো বলিয়াছেন, আমরা কি মানুষকে দুই দুইটি চক্ষু এবং জিহ্বা এবং ওষ্ঠপুট প্রদান করি নাই? এবং আমরা কি উহাকে কল্যাণ ও অকল্যাণের হিদায়তও প্রদর্শন করি নাই? আল-বলদ, ৮, ৯ ও ১০ আয়ত।

الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين -

আরো কোরআনের নির্দেশ এইযে, সেই বিশ্ব-পতি আল্লাহ তোমাদের জন্য শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয় এবং চিন্তার জন্য মন অর্থাৎ বুদ্ধি বৃত্তি দান করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হইতে পার—আন্‌নহল, ৭৮ আয়ত।

وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون !

এই সকল আয়তে এবং ইহার অনুরূপ অর্থ-বোধক আয়ত সমূহে ইন্দ্রিয়, অনুভূতি এবং বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির হিদায়তের দিকে ইংগিত দেওয়া হইয়াছে কিন্তু কোরআনের যেসকল স্থানে মানুষের অধ্যাত্ম কল্যাণ এবং বদবখ্‌তীর আলোচনা রহিয়াছে, সে-গুলি ওয়াহী ও নবুওতের হিদায়তের সহিত সম্পর্কিত। যথা, ছুরত আল্‌লাইলে উক্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, হিদায়ত দান করা শুধু আমাদেরই কার্য এবং ইহাও সুনিশ্চিত যে, পরলোক এবং ইহলোকের অধিকার শুধু আমাদের জন্যই নির্দিষ্ট—১৩ আয়ত।

ان علينا للهدى وان لنا للاخرة والاولى !

ছুরত হা-মীম-আছ্‌ছিজ্‌দায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, ছমুদের জাতিকেও আমরা সঠিক পথের হিদায়ত করিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা হিদায়তকে পরিহার করিয়া অন্ধত্বকে বরণ করিয়া লইয়াছিল—১৬ আয়ত।

واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى

ছুরত আলআনকবুতে উক্ত হইয়াছে যে, আল্লাহ আদেশ করি-য়াছেন, এবং যাহারা আমাদের পথে সাধ্য সাধনা করিয়াছে অবশ্যই আমরাও তাহাদের জন্য আমাদের নৈকট্যের পথ-সমূহ মুক্ত করিয়া দিব—শেষ আয়ত।

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا !

আলহুদা

এই প্রসংগে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে একটি বিশিষ্ট হিদায়তের কথা উল্লিখিত আছে, কোরআনী পরিভাষায় ইহাকে 'আলহুদা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ছুরত-আল্‌আন্‌আমে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, হে রছুল (দঃ), আপনি বলুন—বস্তুতঃ قل ان هدى الله هوالهدى আল্লাহর হিদায়ত যাহা, وامرنا لنسلم لرب العالمين তাহাই 'আলহুদা' এবং আমরা বিশ্বপতির সম্মুখে নতশির হইতে আদিষ্ট হইয়াছি—৭১ আয়ত।

ছুরত আল বাকারার ১২০ আয়তে আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, আপনি একথা কদাচ বিস্মৃত হইবেন না যে, ইয়াহুদী ও খৃস্টানরা যতক্ষণ না আপনি তাহাদের পন্থার অনুসরণ করিতেছেন, তাহারা কিছুতেই আপনার প্রতি তুষ্ট হইবেনা। হে রছুল (দঃ), আপনি বলুন— আল্লাহর হিদায়তের যাহা সঠিক পথ তাহাই হইতেছে আলহুদা।

ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى حتى تتبع ملتهم' قل ان هدى الله هوالهدى !

হিদায়তের এই নির্ধারিত ও প্রকৃত পথটি কি? পৃথিবীর সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আল্লাহর যে বিশ্বজনীন ওয়াহীর হিদায়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, কোরআনের ঘোষণা মত তাহাই হইতেছে সেই নিশ্চিত হিদায়ত। ইহা সমগ্র মানব গোষ্ঠির জন্য তুল্য ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। অনুপ্রাণনা, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান এবং বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার হিদায়ত সম্পর্কে যেরূপ কোন জাতি বা গোষ্ঠিকে বৈশিষ্ট দান করা হয় নাই, সময় ও স্থানের কোন ভেদাভেদ রক্ষিত হয় নাই, সেইরূপ আল্লাহর ওয়াহীর হিদায়তও ভেদ বৈষম্য বিবর্জিত—এই হিদায়ত সকলের জন্যই এবং সকলের উদ্দেশেই পরিবেশিত হইয়াছে। যে সকল বিভিন্ন পন্থাকে মানুষেরা হিদায়ত রূপে কল্পনা করিয়া লইয়াছে সেগুলি তাহাদের মনগড়া কৃত্রিম হিদায়ত ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। আল্লাহ কর্তৃক অবধারিত নিশ্চিত হিদায়তের পথ একটি মাত্র!

কোরআন হিদায়তের সমুদয় কৃত্রিমপন্থা ও আকৃতি প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছে। মানুষেরা ধর্মের নামে পরস্পরের বিরুদ্ধে অসংখ্য দল ও ফির্কা গঠন করিয়া লইয়াছে এবং মুক্তি ও কল্যাণকে নির্দিষ্ট বংশ ও গোত্র এবং ধর্মীয় গোঠের উত্তরাধিকারে পরিণত করিয়াছে। কোরআন এই সমুদয় দাবীকে অলীক ও অসত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছে। কোরআনের ঘোষণা যে, মানুষের কপোলকল্পিত ভিন্ন ভিন্ন পথগুলি কোনক্রমেই হিদায়ত হইতে পারেনা। যে হিদায়ত বিশ্বব্যাপী ও সার্বজনীন তাহাই প্রকৃত হিদায়ত। এই বিশ্বজনীন ওয়াহীর হিদায়তকে কোরআন 'আদ্‌দ্বীন' বলিয়া আখ্যাত করিয়া নিখিল মানব সন্তানের জন্য ইহাকেই একমাত্র অনুসরণীয় বলিয়া অবধারিত করিয়াছে। কোরআনী পরিভাষায় এই দ্বীনের নাম 'আল-ইছলাম'।

ওয়াহীর হিদায়তের সূচনা

আদিতে মনুষ্য সমাজ প্রাকৃতিক জীবন যাপন করিত, তাহাদের মধ্যে কোন বৈষম্য ও ভেদাভেদ এবং কলহ বিবাদ ছিলনা। জীবনধারণ পদ্ধতি সকলেরই অভিন্নরূপী ছিল আর সকলেই স্বভাবদত্ত ঐক্যে ও সাম্যে তুষ্ট থাকিত কিন্তু উত্তরকালে মানব গোষ্ঠির সংখ্যার আধিক্য এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনের মাত্রা বাড়িয়া যাওয়ায় নানারূপ বিরোধের উদ্ভব ঘটে। কালক্রমে এই বিরোধগুলি মানব সমাজের বিচ্ছিন্নতা ও অত্যাচার এবং অশান্তির কারণে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি দল অপর দলের সহিত হিংসা ও ঘৃণার ভাব পোষণ করিতে থাকে, সবল দুর্বলের উপর পীড়ন চালাইতে এবং তাহার ন্যায্য অধিকার গ্রাস করিতে লাগিয়া যায় মানব সমাজের এইরূপ দুর্গতির মুহূর্তে তাহাদের মধ্যে হিদায়ত এবং ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠাকল্পে আল্লাহর ওয়াহীর হিদায়তের উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হয় এবং রছুলগণের দা'ওয়াত ও প্রচারণার কার্য আরম্ভ হইয়া যায়। যে সকল মহামানবের নেতৃত্বে হিদায়তের এই রীতি বিশৃংখল, বিচ্ছিন্ন ও পাপদগ্ধ মানব সমাজে প্রবর্তিত

হইয়াছিল, কোরআনে তাঁহারাই রছুল ও নবী নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। রছুলের অর্থ হইতেছে সংবাদবাহক আর তাঁহারা আল্লাহর নির্ধারিত সত্যের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা রছুল নামে কথিত হইয়াছেন। কোরআনের ঘোষণা এইযে, সূচনায় সমুদয় মানব সমাজ একই অভিন্ন দলের অন্তরভুক্ত ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল—ইউনুছ ১৯ আয়ত।

وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا -

ছুরত আলবাকারায় এই কথাই স্পষ্টতর ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে, আল্লাহ বলিয়াছেন, আদিতে সমগ্র মানব সন্তান একই অভিন্ন সমাজের অন্তরভুক্ত ছিল (কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায়) আল্লাহ পর্যায়ক্রমে নবীগণকে উত্থিত করিলেন, তাঁহারা সদাচরণের শুভ পরিণতির সুসংবাদ এবং পাপাচরণের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ককারী ছিলেন। আল্লাহ তাঁহাদের সংগে সত্যসহকারে আলকিতাবও অবতীর্ণ করিয়াছিলেন, যাহাতে মনুষ্যসমাজের কলহ সমূহের উক্ত গ্রন্থ মীমাংসাকারী হইতে পারে—২১৩ আয়ত।

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه -

হিদায়তের সার্বজনীনতা

রছুলগণের এই হিদায়ত ভূভাগের কোন অংশ বিশেষ বা নির্দিষ্ট যুগের জন্য সীমাবদ্ধ ছিলনা, প্রত্যেক যুগে ভূখণ্ডের প্রতি প্রান্তেই এই হিদায়তের বিকাশ ঘটিয়াছিল। পৃথিবীর বুকে মানব-অধ্যুষিত এমন কোন স্থানই নাই যেখানে আল্লাহর কোন না কোন রছুল বা নবীর আবির্ভাব ঘটে নাই।

ছুরত ফাতিরে এই প্রসংগে কথিত হইয়াছে, দুনিয়ায় এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে তাহাদের দুষ্ক্রিয়ার অশুভ ফল সম্পর্কে সতর্ককারীর আবির্ভাব ঘটে নাই—২৩ আয়ত।

وان من امة الا خلا فيها نذير -

ছুরত আর্‌রঅদে উক্ত হইয়াছে, হে রছুল (দঃ), ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, আপনি মানব সমাজের জন্য সতর্ককারী এবং সমুদয় জাতির নিকটেই হিদায়তকারীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে—১৯ আয়ত।

انما انت منذر ولكل قوم هاد !

ছুরত ইউনুছে ইহাও আদিষ্ট হইয়াছে যে, প্রত্যেক জাতির নিকট রছুলের (দঃ) আগমন ঘটিয়াছে এবং যখন তাহাদের রছুল আগমন করেন, তখন তাহাদের সমুদয় ব্যাপার ন্যায় পরায়ণতার সহিত মীমাংসা করিয়া দেওয়া হয়—৪৮ আয়ত।

ولكل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط -

কোরআনের ইহাও ঘোষণা যে, মানবগোষ্ঠির প্রাথমিক যুগ সমূহে বহু রছুল ও নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, ইঁহারা পর্যায়ক্রমে উত্থিত হইয়াছিলেন এবং স্ব স্ব জাতিকে সত্যের বাণী পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। ছুরত আয্‌যুখরুফে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, আমরা প্রাথমিক যুগের জাতিবর্গের নিকট কতই না নবী প্রেরণ করিয়াছিলাম—৫ আয়ত।

وكم ارسلنا من نبي في الاولين !

নবী ও রছুলগণের আবির্ভাব সম্বন্ধে কোরআনে এই বিধানও উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোন জাতির নিকট তাহাদের সংশোধন ও হিদায়তের জন্য রছুল প্রেরণ না করা পর্যন্ত তাহাদিগকে তাহাদের দুষ্কৃতির শাস্তি প্রদান করা আল্লাহর ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। ছুরত বনী-ইছ্‌রাঈলে এই মহাসত্য নিম্ন ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে, আল্লাহ বলেন, আমার বিধান এইযে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রছুলকে আবির্ভূত করিয়া জনগণকে হিদায়তের পথ প্রদর্শন না করি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোন জাতিকে তাহাদের দুষ্কৃতির দণ্ড প্রদান করিনা—১৬ আয়ত। এই কথাই ছুরত আল কছছে স্পষ্টতর আকারে উল্লেখ করা হইয়াছে।

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا !

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى امها رسولا يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلكى القرى الا واهلها ظالمون -

রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বলা হইয়াছে, আপনার প্রভুর বিধান এইযে, তিনি কখনো কোন জনপদকে বিধ্বস্ত করেন- না, যতক্ষণ না উক্ত জনপদের কেন্দ্রস্থলে রছুলকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, উক্ত রছুল তাহাদিগকে আমাদের আয়তগুলি পাঠ করিয়া শুনান এবং আমরা কখনই কোন জনপদকে বিধ্বস্ত করিনা, যতক্ষণ না উহার অধিবাসীবৃন্দ সীমা লংঘনকারী হয়—৫৯ আয়ত।

কোরআনে আল্লাহর যে সকল সংবাদবাহীর নাম উল্লিখিত রহিয়াছে, প্রেরিত মহাপুরুষগণের সংখ্যা তাঁহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এরূপ অনেক ভাববাদী ও সংবাদবাহীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে, যাঁহাদের নাম কোরআনে উল্লিখিত হয় নাই। এবিষয়ে আল্লাহর সাক্ষ্য কোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সন্নিবেশিত রহিয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে,—

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك !

আপনার পূর্বে কতই না রছুল আমি উত্থিত করিয়াছি, তাঁহাদের—মধ্যে কতিপয় এরূপ, যাঁহাদের বিবরণ আমি আপনাকে শুনাইয়াছি এবং আরো কতিপয় এরূপ রছুলও রহিয়াছেন, যাঁহাদের বিবরণ আমি আপনাকে প্রদান করি নাই—আল মু'মিন ৭৮ আয়ত।

আরো আল্লাহ বলিয়াছেন, তোমাদের পূর্বে বহু জাতি অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ কি তোমরা অবগত হও নাই? নূহ এবং আ'দ এবং ছমুদ এবং তাহাদের পরবর্তী জাতি সমূহ!

الم ياتكم نبؤا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله ! جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم فى افواههم -

তাহাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেহই অবগত নয়, তাহাদের সকলের কাছেই তাহাদের রছুলগণ স্পষ্ট নিদর্শন সহকারে আগমন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইয়াছিল—ইবরাহীম ৯ আয়ত।

বিশ্বজনীন হিদায়ত শাশ্বত, চিরন্তন ও অদ্বিতীয়

বিরাজমান জগতের প্রতিপ্রান্তে আল্লাহর প্রাকৃতিক পথ শুধু একটি মাত্র। উহা যেরূপ একাধিক নয়, সেইরূপ উহা কদাচ পরস্পর বিরোধীও নয়। সুতরাং চিরন্তনী হিদায়তও সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত হইতে এক ও অভিন্ন। সুর এবং ভাষা যতই বিভিন্ন হউকনা কেন ইহার আবাহন সকল সময়েই এক ও অভিন্ন। কোরআনের ঘোষণা অনুসারে আমরা জানিতে পারি, আল্লাহর সংবাদবাহী মহাপুরুষগণ, তাঁহাদের সংখ্যা যতই হউকনা কেন, তাঁহাদের আবির্ভাব যেকোন যুগেই ঘটিয়া থাকুক না কেন, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে তাঁহারা উত্থিত হইয়া থাকুননা কেন, তাঁহাদের সকলেরই পথ এক ও অভিন্ন এবং তাঁহারা সকলেই একই বিশ্বজনীন সৌভাগ্য-বিধানের শিক্ষাদাতা ছিলেন। এই বিশ্বজনীন সৌভাগ্য-বিধান কি, কোরআনের বাচনিকই তাহা শ্রবণ করা হউক।

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت -

ছুরত আন্‌নহলে আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন—

এবং বস্তুতঃ আমরা পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যে রছুল আবির্ভূত করিয়াছি, তাঁহাদের সর্বসম্মত আহ্বান বাণী এই ছিল যে, হে মানব সমাজ, তোমরা আল্লাহরই দাসত্ব স্বীকার কর এবং বিদ্রোহী ও দুষ্ট শক্তি সমূহের প্রভাবকে এড়াইয়া চল—৩৮ আয়ত।

ছুরত আল আম্বিয়ায় 'তাগুতকে পরিহার এবং আল্লাহর দাসত্বের ব্যাখ্যাস্বরূপ কথিত হইয়াছে যে,

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون !

হে রছুল (দঃ), আমি আপনার পূর্বে পৃথিবীতে এমন কোন রছুল প্রেরণ করি নাই যাঁহার নিকট আমরা এই বাণী প্রত্যাদিষ্ট করিনাই যে—বস্তুতঃ আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই। অতএব তোমরা শুধু আমারই ইবাদত কর—২৪ আয়ত।

ধরণীর ধূলা আল্লাহর দ্বীনের যতগুলি আহ্বায়কের পদস্পর্শে ধন্য হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই

মানবসমাজকে একই ধর্মকেন্দ্রে সমবেত হইবার এবং দলাদলি ও ভেদনীতি পরিহার করার শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের শিক্ষার সারৎসার ও নির্যাস ছিল এইযে, বিচ্ছিন্ন মানব সমাজকে সম্মিলিত ও একীভূত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহর দ্বীন অর্থাৎ জীবন-ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজের হাতে সমর্পিত হইয়াছে। মানবসমাজকে যূথভ্রষ্ট ও পৃথক পৃথক করার জন্য ধর্মের পবিত্র আমানত তাহাদিগকে প্রদান করা হয় নাই। অতএব রছুলগণের দা'ওয়াত এইযে, তোমরা এক ও অদ্বিতীয় বিশ্বপতির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই দাসত্ব ও ইবাদতে সকলেই সমবেত হও এবং কলহ ও ভেদনীতির পরিবর্তে সম্প্রীতি ও মিলনের পথ অবলম্বন কর। আল্লাহ বলেন, দেখ হে মনুষ্য-সমাজ, প্রকৃত পক্ষে ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون ! তোমরা সকলে একই জাতির অন্তরভুক্ত আর আমি তোমাদের সকলেরই উপাস্য প্রভু—রব্ব! অতএব তোমরা আমাকে সমীহ করিয়া চল—আলমু'মিনুন, ৫২ আয়ত।

কোরআন ঘোষণা করিয়াছে, বিশ্বপতি আল্লাহ সকল মানব সন্তানকে মানবত্বের এক ও অভিন্ন আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা রকমারী বেশভূষা এবং নাম পরিগ্রহ করিয়া মানবত্বের অভিন্ন সম্পর্ক ও ঐক্যকে শত সহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা গোত্র ও বংশের নামে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহারা স্বাদেশিকতা ও ও বাসভূমির নামে পরস্পরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। তাহারা জাতীয়তাকে উপলক্ষ করিয়া একজাতি অপর জাতির বক্ষে আঘাত হানিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা গাত্রবর্ণের পার্থক্যকে উপলক্ষ করিয়া পরস্পরকে ঘৃণা ও বিদ্বেষ করিতে শিখিয়াছে, তাহারা ভাষার বিভিন্নতাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উপলক্ষে পরিণত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ধনী ও নিঃস্ব, প্রভু ও ভৃত্য, ভদ্র ও সাধারণ, দুর্বল ও শক্তিমান আর শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টের অগণিত ও অসংখ্য প্রভেদ প্রস্তুত করিয়া লওয়া হইয়াছে, এ সমস্তের উদ্দেশ্য অভিন্ন ও অখণ্ড মানব গোষ্ঠিকে বিচ্ছিন্ন করা এবং পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণার ভাব জাগ্রত করা ছাড়া আর কিছুই নয়! এরূপ সংকটজনক অবস্থার এত বিভিন্নরূপী অনৈক্য ও অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন মানবসমাজকে পরস্পরের সহিত মিলিত করার এবং মানুষের কলহমান সংসারে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার এবং বিধ্বস্ত জনপদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করার উপায় কি? কোরআনের বক্তব্য এইযে, একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের সম্পর্ক দ্বারাই বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মানব সন্তানের গোষ্ঠিকে পুনরায় একসূত্রে গ্রথিত করা যাইতে পারে। মানুষ যতই বিভিন্ন হউক না কেন, তাহাদের উপাস্য ও প্রতিপালক প্রভু ভিন্ন ভিন্ন নহেন। সকলেই সেই এক ও অভিন্ন বিশ্বপতির দাসানুদাস মাত্র। একই উপাস্য প্রভুর দুয়ার বিচ্ছিন্ন মানব-জাতির মহামিলন কেন্দ্র।

মানুষ যে কোন গোত্রের ও যে কোন জাতীয়-তার অন্তরভুক্ত হউক না কেন, তাহার বাসভূমি ও স্বদেশ পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে ও প্রান্তে অবস্থিত থাকুক কেন, তাহার সামাজিকতার আসন যতই উচ্চ বা নিম্ন হউক না কেন, সে যে কোন ভাষার মাধ্যমে তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করুক না কেন, তাহার গাত্রের বর্ণ যেরূপই হউক না কেন, কিন্তু যখনই মানুষ এক ও অদ্বিতীয় পরম প্রতিপালকের সম্মুখে তাহার মস্তক অবনত করিয়া দিবে, তখনই এই ঐশীবন্ধন মাটির দুনিয়ার সমুদয় কলহ ও ভেদাভেদকে মিটাইয়া ফেলিতে সক্ষম হইবে। মানুষের বিচ্ছিন্ন অন্তঃকরণ-গুলি আবার পরস্পরের সহিত বিজড়িত হইয়া পড়িবে। মানুষ নূতন করিয়া অনুভব করিতে পারিবে যে, সমগ্র পৃথিবীই তাহার স্বদেশ, সমুদয় মানবীয় গোত্র তাহার আত্মীয় পরিজন আর সকলেই এক বিশ্বপতিরই পরিবারভুক্ত। এই বাণীই ছুরত আশ্‌শুরায় অতি মনোরম ভাষায় ব্যক্ত করা হই-য়াছে। আল্লাহ বলিয়াছেন আর দেখ, আল্লাহ তোমাদের জন্য ধর্মের সেই সংবি-ধানই ব্যবস্থিত করিয়া-ছেন, যাহা প্রতিপালন করার জন্য হযরত নূহকে ওছীয়ৎ করা হইয়াছিল এবং হে রছুল (দঃ), আমরা সেই পয়গামই আপনার নিকট প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছি এবং ইহারই জন্য আমরা ইবরাহীম, মূছা ও ঈছাকে ওছীয়ৎ করিয়াছিলাম—এই বিষয়টি হইতেছে যে, তোমরা এক ও অভিন্ন দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এই পথে ভিন্ন ভিন্ন হইওনা —১৩ আয়ত।

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه !

Contents

মুছলিম
রাজ্য সমূহের প্রচলিত আইন

মূল :—আল্লামা শহীদ আওদা অনুবাদ :—আলকোরায়শী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মিছরের অবস্থা

দৃষ্টান্ত স্বরূপ মিছর দেশের ব্যাপারই গ্রহণ করা হউক। ইছলামের সমুদয় সামাজিক বিভাগে এই দেশটি মুছলিম রাজ্যসমূহের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইছলাম সম্পর্কে যখন আমরা আলোচনা করিতে বসি, তখন অনিবার্য ভাবে আমাদের পক্ষে জীবনের প্রতি প্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। জীবনের প্রত্যেকটি ছোট বড় ব্যাপারেই ইছলাম আমাদের গতিপথ নির্ণয় করিয়া থাকে এবং পরপারের সফল ও সমৃদ্ধ জীবনের আমাদিগকে অধিকারী করিয়া তোলে। আমাদের শাসন ব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজ ব্যবস্থা ইছলামী বিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইলে এই ব্যাপারগুলি নমায, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাতের ন্যায় ইবাদতেরই পর্যায়ভুক্ত হইবে।

একদিক দিয়া মিছর ইছলাম জগতের মন ও মস্তিষ্ক স্বরূপ। ইছলাম ধর্ম তাহার প্রাথমিক যুগেই এই দেশের মাটিতে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছিল। তেরশত বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত হইল, রছুলুল্লাহর (দঃ) সহচরগণের হস্তে মিছর ইছলামে দীক্ষিত হইবার গৌরব অর্জন করিয়াছিল। এই দেশের অধিবাসীবৃন্দ ইছলামের ডাকে যে ভাবে সাড়া দিয়াছিল তাহার পরিণতি স্বরূপ এক্ষণে এই দেশের মোট অধিবাসীবৃন্দের শতকরা ৫ জনের বেশী অমুছলমান নাই। মিছরেই ইছলাম জগতের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম শিক্ষায়তন 'আয্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়' বিরাজমান রহিয়াছে, ইছলামী শিক্ষার পঠন ও পাঠনের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সুনির্দিষ্ট, পৃথিবীর সমুদয় প্রান্ত হইতে বিদ্যার্থীগণ এই বিদ্যায়তনে সমবেত হইয়া তাঁহাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করেন এবং স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডারের সাহায্যে আপনাপন দেশের অধিবাসীবর্গকে উপকৃত ও ধন্য করিয়া থাকেন।

দীর্ঘকাল হইতে মিছর ইছলামের চূড়া (কুব্বা) রূপে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। এই দেশের অধিবাসীরাই ইউরোপীয় ক্রুসেডার ও তাতারীদের দর্প খর্ব করিয়াছে। চিরদিন ইহারাই ইয়াহুদী অপপ্রচারণা এবং পুঁজিবাদের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছে। এই দেশই আল্লাহ এবং তদীয় ধর্মের শত্রুদের সমুদয় ষড়যন্ত্র ও চালবাজি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। সকল যুগে এই দেশ ইছলামের পীঠস্থান, বিদ্বান ও সাধু-সজ্জনগণের কেন্দ্রভূমি ও নিপীড়িত মুজাহিদগণের আশ্রয়স্থলে পরিণত রহিয়াছে।

পূর্বকালেও ইছলামের পুনরুজ্জীবনকল্পে এই দেশ হইতেই নানারূপ আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল আর বর্তমান সময়েও এই দেশ হইতে এমন একটি ইছলামী আন্দোলন উত্থিত হইয়াছে, যাহা ধর্মীয় সংস্কারের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিশালী বিপ্লবাত্মক আন্দোলন! মিছর হইতেই ইহার সূত্রপাত হইয়াছে এবং সমগ্র ইছলাম জগতে উহা বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন দেশের ইছলামপন্থীদিগকে এই আন্দোলন এক অভিন্ন মাল্যে গ্রথিত করিয়াছে। মুছলমানগণের এমন একটি নূতন গোত্র এই আন্দোলন গঠন করিয়াছে যাহার লক্ষ ও কার্যক্রম অভিন্ন এবং যাহা একই লক্ষকেন্দ্রের দিকে কদম বাড়াইয়া চলিয়াছে। কোরআন এই দলের সংবিধান এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) এই দলের সেনাপতি আর আল্লাহর পথে শাহাদত লাভ এই দলের হৃদয়ের দুর্বার আকাংখা! আল্লাহর শপথ! মু'মিনগণের মধ্যে একদল এরূপও আছেন যাঁহারা আল্লাহর সহিত তাঁহাদের আবদ্ধ চুক্তিকে সত্য প্রমাণিত করিয়াছেন আর কতক তাঁহাদের স্ব স্ব প্রাণের উপঢৌকন আল্লাহর কাছে সমর্পণ করিয়াছেন এবং আর একটি দল অপেক্ষমান রহিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের চুক্তিতে কোনরদবদল করেন নাই—আল আহ্‌যাব, ২৩ আয়ত। *

من المؤمنين رجال صدقوا
ما عاهدوا الله عليه فمنهم
من قضى نحبه و منهم
من ينتظر وما بدلوا
تبديلا -

* শহীদ আওদা যে দলের ইংগিত করিয়াছেন তাহা হইতেছে, মিছরের স্বনামধন্য "আল ইখ্‌ওয়ানুল মুছলিমুন"। শহীদ আল্লামা হাছান আলবান্না নামক জনৈক আহ্‌লেহাদীছ বিদ্বান যুবক এই পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও সর্ব প্রথম নেতা ছিলেন। মিছরের বৈদেশিক শক্তি সমূহের ইংগিতক্রমে রাজা ফারূকের গুপ্ত ঘাতক দল ইঁহাকে প্রকাশ্য রাজ পথে হত্যা করে। আল্লামা আওদা শহীদ এই দলেরই অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য ও নেতা ছিলেন। তাঁহার লেখনী নিঃসৃত প্রত্যেকটি শব্দ যেরূপ সঠিক ভাবে তাঁহার ও তদীয় সহচরবর্গের উপর প্রযোজ্য হইয়াছে, তাহা লক্ষ করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় এবং হৃদয় আল্লাহর প্রেম রসে আপ্লুত হইয়া পড়ে। উপরি-উক্ত পংক্তিগুলি লিখিবার সময় তিনি অপেক্ষমান দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়া তিনি আল্লাহর নিকট সর্বস্ব উপঢৌকন সমর্পণকারী দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, রহমতুল্লাহে আলায়হে—সম্পাদক।

অতীতে ও বর্তমানে মিছর ইছলামকে যে সকল সেবা দান করিয়া আসিয়াছে এবং এই দেশে যে ইছলামী পরিবেশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার ফলে এই দেশটি ইছলাম জগতের ধর্মীয় আশা ভরসার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ইছলামের আত্মরক্ষা ও বিশ্বের প্রতি প্রান্তে ইছলামের প্রচার কার্য ইহা চির দিন চালাইয়া আসিয়াছে। আজও এই দেশের লোকেরা আল্লাহর কলেমার উন্নয়ন সাধনকল্পে মস্তক দান করিতে পশ্চাদবর্তী নহেন।

ছবির উল্টা পিঠ

এক্ষণে অবস্থার অপর দিকটিও পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখা হউক। যে মিছর ইছলামের সেবা ও সংরক্ষণের দাবীদার, ইউরোপীয় আইন সমূহকে বলবৎ করিয়া বর্তমানে ইছলামের সহিত সে কিরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে? নূতন আইনগুলি হয় সে ফ্রান্সের নিকট হইতে ধার লইয়াছে অথবা ইংল্যাণ্ড কিংবা ইটালীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। ফ্রান্সকে নিরীশ্বরবাদ ও নির্লজ্জতার দুর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না আর ইংল্যাণ্ড যে অহর্নিশ ইছলামের বিরুদ্ধাচরণে ষড়যন্ত্র করিতে ব্যস্ত থাকে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। ইটালীর সমস্ত ইতিহাস ইছলামের বিরুদ্ধে নিষ্ফল সংগ্রামের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। যাহাদের নিকট হইতে আইনগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহারা খৃস্টান ধর্মের দাবীদার হইলেও হযরত ঈছার নীতি ও শিক্ষার সহিত তাহাদের কোন সম্পর্কই নাই। যীশুখৃস্টের নবুওতে আস্থাশীল হইবার গলাবাজী করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা তাহাদের সামাজিক জীবনকে সামগ্রিক ভাবে শিরক, কুফর ও বিদ্রোহের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিয়াছে। মিছর মুছলমানগণের দেশ এবং ইহার প্রধান শাসনকর্তাও একজন মুছলমান! রাষ্ট্রের সরকারী ধর্মও ইছলাম! ইছলামী আচার অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করা রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। উপাসনালয় ও ওয়াক্‌ফ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ইছলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঞ্জীবন সাধন রাষ্ট্রিক কর্তব্য সমূহের অন্তরগত। জাতির রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা এবং নীতি নৈতিকতার মানকে ইছলামী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে, এগুলি সমস্তই ইছলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্টের মধ্যে গণ্য। পুনঃপুনঃ এই নীতি ও উহার প্রতিশ্রুতি বিঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও মিছর সরকার প্রচলিত আইন সমূহের দোহাই দিয়া—ইছলামী শরীঅতকে সম্পূর্ণ ভাবে বাতিল করিয়া রাখিয়াছেন এবং ইছলামের হালালকে হারাম এবং উহার প্রবর্তিত হারামকে হালাল বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন।

দেশে শর্‌য়ী আইনের পরিবর্তে মিছর সরকার ফিরিংগী আইন চালু রাখিয়াছেন, অথচ এই আইনগুলি ইছলামী বিধানের পরিপন্থী। বৈজ্ঞানিকতা ও আইনগত বৈশিষ্টের দিক দিয়াও এই সংবিধানগুলি কোন প্রকারেই ইছলামী আইনের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ নয়। ইছলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পুনর্জীবিত করার পরিবর্তে উহার জন্য কবর খনন করা হইতেছে কিন্তু ইছলাম-প্রতিষ্ঠার এই বিরূপ ও অনবদ্য পদ্ধতির জন্য সরকার কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জা অনুভব করেননা। কোরআনে স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে যে, অতঃপর আমরা আপনাকে, হে রছুল (দঃ), আদেশ ও নিষেধের একটি সুনির্দিষ্ট আইন প্রদান করিয়াছি। অতএব আপনি উহারই অনুসরণ করিতে থাকুন এবং যাহারা অজ্ঞ আপনি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুগামী হইবেননা—আলজাছিয়া, ১৮ আয়ত।

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لايعلمون -

আরো কোরআনে বলা হইয়াছে, হে মুছলিম সমাজ, তোমাদের রব্বের নিকট হইতে তোমাদের কাছে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তোমরা তাহারই অনুসরণ করিয়া চল, তাঁহাকে ছাড়া অন্য ওলীগণের অনুসরণ করিওনা, কিন্তু তোমরা সামান্য মাত্রই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক—আলআ'রাফ, ৩ আয়ত।

اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون -

ছুরত আননিছায় কথিত হইয়াছে, হে রছুল (দঃ), কিছুতেই নয়! আপনার রব্বের শপথ! তাহারা কিছুতেই ঈমানদার হইবেনা, যতক্ষণ না তাহারা তাহাদের সমুদয় কলহ বিবাদে আপনাকে বিচারক মান্য করিতেছে, অতঃপর আপনার মীমাংসায় কোনরূপ ক্ষুব্ধচিত্ত না হইয়া মস্তক অবনত করিয়া না লইতেছে—৩৫ আয়ত।

فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما -

আল্লাহ আরো আদেশ করিয়াছেন, যাহারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুসারে বিচার করিবেনা তাহারাই কাফির—আলমায়েদা ৪৪ আয়ত।

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك هم الكافرون -

আল্লাহর আদেশের এই পরিপ্রেক্ষিতে যেসকল ইছলামী রাষ্ট্র আল্লাহর বিধানকে বাতিল করিয়া রাখে, তাহাদের সহিত কিরূপ সম্পর্ক মুছলমানদের থাকিতে পারে তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে বুঝিয়া লওয়া কষ্টকর নয়। কোন মুছলমান একথা বলিতে মুহূর্তের জন্যও দ্বিধাগ্রস্ত হইবেনা যে, এই সকল নামকেওয়াস্তে ইছলামী রাষ্ট্র মুছলমানদিগকে কুফরের পথে আহ্বান এবং কুফরের অনুসরণ কার্যে প্ররোচিত করিয়া থাকে।

এই রাষ্ট্রের আইনে হারামগুলিকে হালাল করা হইয়াছে

ইছলাম মিছরের রাষ্ট্র ধর্ম হইলেও সুদী লেন দেনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি উহা হালাল করিয়া লইয়াছে, বরং ব্যাপক ভাবে সুদের সাহায্যে অর্থোপার্জনের জন্যও জনগণকে উৎসাহিত করা হয়, অথচ মিছর সরকারের ইহা অবিদিত নাই যে, ইছলামে সুদের সর্ববিধ লেনদেনই হারাম সাব্যস্ত হইয়াছে। কোরআনের ঘোষণা যে, যাহারা সুদ খায়, তাহারা "পারলৌকিক জীবনে" ভূতগ্রস্ত দিশাহারার মতই দণ্ডায়মানিত হইবে এবং ইহার কারণ এই যে, তাহারা বলে, ক্রয়বিক্রয়ওতো সুদেরই মত! অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহ ব্যবসার ক্রয়বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন—আলবাকারা ৩৭৫ আয়ত।

الذين ياكلون الربوا لا يقومون الا كما يتخبطه الشيطان من المس' ذالك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا' واحل الله البيع وحرم الربوا -

আরও আল্লাহ বলিয়াছেন, হে বিশ্বাসপরায়ণ সমাজ, আল্লাহকে সমীহ করিয়া চল এবং তোমাদের সুদী কারবারের যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে, অবিলম্বে তাহা পরিহার কর, যদি তোমরা মু'মিন হও! তোমরা যদি এই আদেশের অন্যথাচরণ কর, তাহাহইলে আল্লাহ এবং তদীয় রছুলের (দঃ) সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তোমরা চরম ঘোষণা (*ultimatum*) গ্রহণ কর আর যদি তোমরা তওবা কর, তাহাহইলে তোমরা তোমাদের মূলধনের অধিকারী হইবে, তোমরাও যুলম করিতে পারিবেনা এবং তোমাদিগকেও যুলম করা হইবেনা— আলবাকারা, ২৭৮ আয়ত।

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين' فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون -

এই রাষ্ট্রে শরাব, জুয়া আর শূকর মাংসও হালাল করা হইয়াছে আর শাসনকর্তৃপক্ষ নরনারীদিগকে এরূপ অবাধ অনুমতি প্রদান করিয়াছেন যে, এই সকল হারাম বস্তু ব্যবহার করার এবং হারাম কার্যে লিপ্ত হইবার জন্য তাহারা প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ্য মার্কেটে দোকান পাট সুসজ্জিত করা হয় অথচ কোরআনের— এই নির্দেশ আমাদের শাসক গোষ্ঠির অবিদিত নাই যে, হে মুছলিম সমাজ, তোমাদের জন্য মরা, রক্ত এবং শূকরের মাংস হারাম করা হইয়াছে। আলবাকারা, ১৭৩ আয়ত। আরও কথিত হইয়াছে যে, প্রত্যুত শরাব ও জুয়া, মুশরিকদের থান ও লটারী অপবিত্র এবং শয়তানী কার্যের অন্তর্ভুক্ত, অতএব ইহা হইতে তোমরা বিরত হও—আলমায়েদা, ৯ আয়ত।

انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير -

انما الخمر والميسر و الانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, সমুদয় নেশা-উৎপাদক বস্তু 'খমরে'র অন্তরভুক্ত আর সমুদয় মাদক দ্রব্য হারাম, যে বস্তু অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে মাদকতা সৃষ্টি করে, তাহার অল্প মাত্রাও হারাম। আরও রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ অভিসম্পাত করিয়াছেন

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام' ما اسكر كثيره فقليله حرام -

শরাবকে, উহার পানকারীকে, উহার সাকীকে, উহার নিষ্পেষণকারীকে, উহার প্রস্তুতকারীকে, উহার ক্রয়কারীকে, উহার বিক্রয়কারীকে, উহার বাহককে এবং যাহার জন্য বাহিত হয় তাহাকে এবং উহার মূল্য গ্রহণকারীকে।

لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها و معصرها وبائعها و مبتاعها وحاملها ومحمولة اليه وآكل ثمنها -

আমাদের সরকার স্বয়ং শরাব ক্রয় করিয়া সরকারী ও বেসরকারী অনুষ্ঠান সমূহে পরিবেশন করার কার্যে লজ্জা অনুভব করেননা এবং এইভাবে যে অভিসম্পাতের কথা উল্লিখিত হইল, আমাদের শাসকগোষ্ঠি তাহার অধিকারী হইয়া থাকেন। মিছরের এই ইছলামী সরকার নাচগানের মহ্‌ফিল আহ্বান করিয়া নিঃসম্পর্ক নরনারীদের আলিংগন পাশে আবদ্ধ হওয়াকেও 'জায়েয' করিয়াছেন, শরাবের নেশায় চুর হইয়া অর্ধ নগ্ন অবস্থায় তাহাদিগকে—নাচিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই নির্লজ্জ আচরণ খোলাখুলি ব্যভিচার ও হারামকারীর প্রোপাগাণ্ডা নয় কি? সরকার এই কোরআনী নির্দেশ কি অবগত নহেন যে, আল্লাহ বলিয়াছেন, ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইওনা, ইহা নির্লজ্জ এবং অতি জঘন্য পথ—বনী-ইছরাঈল, ৩২ আয়ত।

ولاتقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا -

আল্লাহ আরও বলিয়াছেন, নির্লজ্জতাকে মুছলিম সমাজের মধ্যে সম্প্রসারিত করার কার্য যে সকল ব্যক্তির মনঃপুত, তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এই মরলোকে এবং পারলৌকিক জীবনে নির্দিষ্ট রহিয়াছে। ইছলামী নীতি নৈতিকতার কঠোরতা এ বিষয়ে এত উগ্র যে, ব্যভিচারী পুরুষের বিবাহ সচ্চরিত্রা নারীর সহিত এবং ব্যভিচারিণী নারীর বিবাহ সচ্চরিত্র পুরুষের সহিত নিষিদ্ধ হইয়াছে। ছুরত আন্‌নূরের তৃতীয় আয়তে কথিত হইয়াছে যে, ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক ব্যতীত অন্যকে বিবাহ করেনা এবং ব্যভিচারিণী নারীকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ বিবাহ করেনা। মু'মিনদের জন্য এরূপ বিবাহ হারাম করা হইয়াছে।

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم فى الدنيا والاخرة -

الزانى لاينكح الا زانية اومشركة والزنية لاينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين -

ধর্মীয় শিক্ষার বিপর্যয়

মিছরের রাষ্ট্রধর্ম ইছলাম হইলেও এই রাষ্ট্রে ইংরেজ, ফরাসী ও ইটালীয় মিশনারীদিগকে খৃষ্টানধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচার করার এবং এতদুদ্দেশ্যে মিশনারী কেন্দ্র স্থাপন করার ও মুছলিম শিশুদিগকে ধর্মান্তরিত করার অবাধ অধিকার প্রদান করা হইয়াছে কিন্তু সরকারী বিদ্যায়তনগুলিতে ইছলামের ধর্মীয় শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই। আমাদের বালক বালিকাদিগকে ইছলাম ও মুছলিম জাতির ইতিহাসের সহিত পরিচিত করা হয়না, অথচ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সমূহের ইতিহাস বিশেষ আড়ম্বরের সহিত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, পাঁচটি বিষয়ের উপর ইছলামের ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। যথা, শাহাদত-মন্ত্র, নমাযের প্রতিষ্ঠা, যাকাত প্রদান করা, রামাযানের ছিয়াম পালন করা এবং আল্লাহর গৃহের হজ্জ সম্পাদন করা।

আমাদের সরকার কি ইহা অবগত নহেন যে, ইছলামের এই বুনিয়াদী বিষয়গুলি প্রত্যেক মুছলমানকে শিক্ষা দেওয়া তাহার অবশ্য কর্তব্য? আল্লাহর গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, মুছলমানগণের সমুদয় দল হইতে এরূপ একটি জামা'আত কেন গঠিত হয়না, যাঁহারা ধর্মীয় ব্যাপার সমূহে বিশেষজ্ঞের আসন অধিকার করিতেন এবং বিদ্যার্জনের পর তাঁহাদের গোত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহাদিগকে সতর্কতার বাণী শুনাইতেন? আত্‌তওবা, ১২২।

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين وليندروا قومهم اذا رجعوا اليهم -

(৩৮৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

Contents

"নিজামুল-মুল্ক"

সগির (এম-এ,)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাজীরাও কর্তৃক দিল্লীর উপকণ্ঠ লুণ্ঠন

এর পর মারাঠারা উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে লুটপাট আরম্ভ করার সুযোগ পাইল। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে তাহারা একটুকুও কার্পণ্য বা বিলম্ব করে নাই। বৎসরের পর বৎসর তাহাদের সাহস ক্রমশঃ বড়িয়াই চলিয়াছিল। শেষে তাহারা আগ্রার উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত লুটপাট করিয়াছিল। সেকেন্দ্রা, মাদলপুর, এটাওয়া প্রভৃতি নগরীও তাহারা লুটপাট করিয়াছিল। অথচ উহাদের গতিরোধ করার জন্য সেরূপ কোন প্রচেষ্টাই হইতে ছিলনা।

আর প্রচেষ্টা করিবে কে? যাহারা রক্ষক তাহারাই যদি ভক্ষক হয়, তাহা হইলে উহার প্রতিকার কি? আগ্রার সুবার সুবাদার ছিলেন এই কুখ্যাত রাজা জয়সিংহ। প্রায় দিল্লীর উপকণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া নর্ম্মদা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁহার শাসনাধীনে ছিল। তাঁহার অধীনে তখন ৩০০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং সংখ্যায় উহার চেয়েও অধিক বন্দুকধারী পদাতিক সৈন্য ছিল। কিন্তু আমীরুল উমরা খান দওরান সামসাম উদ্দৌলার অকুণ্ঠ সমর্থন পাইয়া তিনি মারাঠাদিগকে দমন করার জন্য অঙ্গুলি পর্য্যন্ত হেলন করিতেন না। তিনি আরামে তাঁহার জয়পুরের প্রাসাদে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেন। মারাঠাদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রায় ২০।৩০ লক্ষ টাকা তাহাদিগকে প্রদান করার জন্য জয়সিংহের হস্তে সমর্পণ করা হইত। জয়সিংহ উক্ত অর্থের অর্দ্ধেক নিজে আত্মসাৎ করিয়া বাকী অর্দ্ধেক মারাঠাদিগকে প্রদান করিতেন। এইভাবে বৎসরের পর বৎসর অর্থ পাইয়া তাহাদের উদগ্র লোভ বাড়িয়াই চলিল। এবং তাহাদের দাবীও ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। কাপুরুষ মোহাম্মদ শাহ সব কিছু জানিয়াও খানদওরানের ভয়ে মহারাজাকে আগ্রার সুবাদারের পদ হইতে অপসারিত করিতে পারেননাই।

তাহা ছাড়া প্রকৃত ব্যাপার বাদশাহ ও উজীরের গোচর হইতে লুক্কায়িত রাখার জন্যও একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। মারাঠাদের লুটপাট ও জুলুমবাজীর সংবাদ আসিয়া পৌঁছিলে, বাদশাহকে চক্রান্ত করিয়া মৃগয়ায় পাঠাইয়া দেওয়া হইত। আর তৎকালীন উজীর কামারউদ্দিন খানও একেবারেই অপদার্থ ছিলেন। তিনি মদ্যে ও ব্যাভিচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিতেন। বাদশাহ মৃগয়ায় গেলে তিনি দিল্লী হইতে কয়েক মাইল দূরে গিয়া মৎস্য-শিকারে কালহরণ করিতেন। ফলে দরবারের কাজকর্ম্ম একরূপ বন্ধই থাকিত। দেশে যে কোন গবর্ণমেণ্ট আছে তাহার চিহ্নও কিছুকালের জন্য একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল। ধার্ম্মিক মুসলমানেরা নিরুপায় হইয়া করুণাময়ের দয়া ভিক্ষা করা ছাড়া উপায়ন্তর দেখিতনা। এই কালের এই শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ একটি প্রবাদ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"খাক-এ-খুশ্‌ক ওয়া আবর বেনম,
ওয়ায় বর্ মুশ্‌তে গয়াহ—"

"ভূমি শুষ্ক, মেঘমালাও নীরদহীন
হায়! দরিদ্রের জন্য শুধু একমুষ্টি তৃণই সম্বল।"

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে মারাঠারা যমুনা অতিক্রম করিয়া জনপদগুলি বেদম লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। প্রজাসাধারণের হাহাকারে আকাশ-বাতাস ভরিয়া গেল। অবশেষে বাধ্য হইয়া উহাদের প্রতিরোধার্থে উজীর ও খানদওরান উভয়েই সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। দিল্লী একরূপ অরক্ষিত অবস্থাতে রহিল। গোপনে এই সংবাদ পাইয়া বাজীরাও, উজীর ও খানদওরানের

দৃষ্টি এড়াইয়া একেবারে দিল্লীর উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইলেন।

সেরূপ কোন উপযুক্ত সেনাপতি না থাকায় প্রথমে স্থির হইল যে, দুর্গমধ্যস্থ সৈন্যদিগকে লইয়া নগরী রক্ষা করাই উচিত হইবে। কিন্তু মীর হাসান খান কোকা নামক জনৈক তরুণ বয়স্ক অপরিণামদর্শী আমীরের নেতৃত্বে অকালপক্ক তরুণেরা নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শনের আস্ফালনে নগরী হইতে বহির্গত হইয়া বাজীরাওকে আক্রমণ করে। বাজীরাও অতি সহজেই এই অর্ব্বাচীনের দলকে পর্যুদস্ত করেন। এই পরাজয়ে দিল্লীতে ভয়ানক আতঙ্কের সঞ্চার হয়। নগরের অধিবাসীরা পলায়নের উদ্যোগ করিতে থাকে। কিন্তু সংবাদ পাওয়া গেল যে, বাজীরাও দিল্লীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পরিবর্ত্তে খুব ব্যস্ততা সহকারে শিবির উঠাইয়া অন্যদিকে প্রস্থান করিতেছেন।

বাজীরাওয়ের পরাজয় বরণ ও প্রস্থান

বাজীরাওএর এই ভাবে ব্যস্ত-সমস্ত অবস্থায় প্রস্থান করা খুব রহস্যাবৃত বলিয়াই প্রথম দৃষ্টিতে ধারণা জন্মে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা সেরূপ নয়। গুপ্তচর মুখে সংবাদ পাইয়া উজির সসৈন্যে দিল্লীর দিকে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। বাজীরাও তাঁহার গুপ্তচরমুখে উজিরের আগমন সংবাদ পাইয়া অন্যত্র তাড়াতাড়ি সরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দিল্লী হইতে ২০ মাইল দূরে বাদশাপুর নামক স্থানে উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইল। সে সময় দিবা অবসান প্রায়। তাহা ছাড়া উজিরের প্রায় অর্দ্ধেক সৈন্য তখনও আসিয়া পৌছায় নাই। বৃহৎ কামানগুলি তখনও পথিমধ্যে। যে সব সৈন্য আসিয়া পৌছিয়াছে তাহারাও ক্রমাগত ৮০ মাইল পথ অতিক্রম করার দরুণ একেবারে ক্লান্ত ও অবসন্ন। তাই উজির সেই সময় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দলভুক্ত জহীরউদ্দৌলাহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি যেখানেই মারাঠাদিগকে দেখিবেন সেই খানেই আক্রমণ করিবেন। তিনি অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া উজিরের দলবল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি উজিরের কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাজীরাওকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। বাজীরাও রণবাদ্য বাজাইয়া জহিরউদ্দৌলার সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। উজীর বাধ্য হইয়া আগাইয়া আসিয়া জহিরউদ্দৌলার সহিত যোগ দিলেন। উভয়ের মিলিত আক্রমণ প্রতিরোধ করা বাজীরাও এর পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাই রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া রাজপুতানার দিকে পলায়ন করিলেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে বাদশাপুর হইতে ৭৩ মাইল দূরে কোটপাতিলী নামক স্থানে উপনীত হইলেন। সমস্ত দিন চলিয়া তিনি নারনোল নামক স্থানে পৌছিলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত সৈন্যদল লইয়া এইরূপ দ্রুতগতিতে পলায়নপর শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন বৃথা মনে করিয়া উজির তথায় বসিয়া রহিলেন। ঐ দিন মধ্যাহ্নে সামসামউদ্দৌলা আসিয়া উজিরের সহিত যোগ দিলেন। তার পর উজিরের সহিত দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অন্যদিকে বাজীরাও কঙ্কণ প্রদেশে চলিয়া গেলেন। কিন্তু শীঘ্রই গুপ্তচরের মধ্যস্থতায় সামসামউদ্দৌলার সহিত আবার আলাপ আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল।

নিজামুল-মুল্কের দিল্লীতে আমন্ত্রণ ও উপস্থিতি

এই সব ঘটনার পর দরবারে ক্রমশঃ এই ধারণাই দৃঢ়ীভূত হইল যে, এই প্রকার দুঃসময়ে এক নিজামুল-মুল্ক ছাড়া অন্য কোন আমীর দিল্লী সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে অপারগ। নিজামুল-মুল্ককে দিল্লীতে আহ্বান করার প্রধান বিরোধী ছিলেন খান দওরান সামসামউদ্দৌলাহ। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়িয়া তিনিও এক্ষণে উহাতে সম্মতি দিলেন। কাজে কাজেই বাদশাহকে মতানুবর্ত্তি করিতে বেগ পাইতে হইলনা। শীঘ্রই দিল্লীতে আহ্বান জানাইয়া নিজামুল-মুল্কের নিকট দরবার হইতে আমন্ত্রণলিপি প্রেরিত হইল।

দাক্ষিণাত্যের রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত বন্দোবস্ত

করিয়া তিনি ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল বুরহানপুর হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিল্লী হইতে ৫৫ মাইল দূরে হোদল নামক স্থানে উজির কামার উদ্দিন খান সসৈন্যে আসিয়া নিজামুল-মুল্ককে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। নিজামুল-মুল্কের জ্যেষ্ঠপুত্র গাজী উদ্দিন খান তাঁহার পিতার নিকট হইতে ১৩। ১৪ বৎসর বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তিনি তাঁহার নবপরিণীতা পত্নী কামারুন্নেছা বেগমের সহিতও তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই বেগম সাহেবা উজির কামারউদ্দিন খানের জ্যেষ্ঠা কন্যা। বেগম সাহেবা, তুর্কি কালমাক্ ও কিরগিজ জাতীয় ৫০। ৬০টি তরুণী অপূর্ব্বসুন্দরী বাঁদী দ্বারা পরিবৃতা ছিলেন। সাচ্চাজরির কাজকরা ও মণিমুক্তাখচিত অতি মূল্যবান রেশমীবস্ত্রে তাহাদের দেহ আবৃতছিল। তাহাদের মস্তকাবরণ ছিল স্বর্ণখচিত রেশমী রুমাল। বহু খণ্ড মুক্তা একত্র গ্রথিত করিয়া তাহাদের মুখের নেকাব প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই নেকাব ধারণ করার ফলে তাহাদের মুখমণ্ডল আবরিত হয় নাই বরং মুক্তা হইতে বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা তাহাদের মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হওয়ায় মুখের সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত আসাসোটা লইয়া সকলেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিল। আর তাহাদের পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত ছিল বাণপূর্ণ তূণ ও ধনুক। দেশের এহেন দুর্দ্দিনে আমীর ওমরারা কি প্রকার বিলাসজীবন যাপন করিতেন, এই চিত্র হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায় এবং সেই জন্যই ইহা এখানে বর্ণিত হইল।

বাদশার আদেশ অনুযায়ী নওবত বাজাইতে বাজাইতে নিজামুলমুল্ক দিল্লী নগরীর রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে অগণিত লোকের ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। অবশেষে তিনি দরবারে উপনীত হইলেন। বাদশার নিকট যথাযোগ্য নজর ও নেয়াজ অর্পণ করিলেন। প্রতিদানে বাদশাহ তাঁহাকে বহু মূল্য খেলাত প্রদান করিলেন। তাহা ছাড়া "চারকার" নামক যে অলঙ্কার পরিধান করা কেবল মাত্র তৈমুর শাহী রাজবংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহাও নিজামুলমুল্ককে প্রদান করিয়া বাদশাহ তাঁহাকে—সম্মানিত করিলেন। এতদ্ব্যতীত এত দিন পর্য্যন্ত দিল্লীর কোন উজীর যে উপাধি পাইবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, সেই "আসফ জাহ" উপাধি দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করা হইল।

বাজীরাও কর্ত্তৃক নিজামুল মুল্ক ভূপাল দুর্গে অবরুদ্ধ এবং হীন সন্ধি শর্ত্তে আবদ্ধ

এই ভাবে নিজামুলমুল্ক পুনরায় দিল্লী সাম্রাজ্যের উজীরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উহার ১ মাস পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গাজী উদ্দিন খান ফিরোজজঙ্গকে আগ্রা ও মালওয়া প্রদেশদ্বয়ের সুবাদার নিযুক্ত করা হইল। এই নিয়োগের প্রধান শর্ত্ত হইল এই যে, নিজামুলমুল্ক স্বয়ং মালওয়াতে উপস্থিত থাকিয়া মারাঠাদের গতিরোধ করিবেন।

তদনুযায়ী নিজামুলমুল্ক সসৈন্যে আগ্রা ও এটাওয়া হইয়া মালওয়ায় উপনীত হইলেন এবং ভূপালের সান্নিধ্যে শিবির স্থাপিত করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মীর আহমদ খান নাসীর জঙ্গের নিকট সংবাদ পাঠান হইল যে, তিনি যেন বাজীরাও এর মালওয়া আগমনের পথ দাক্ষিণাত্যেই বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু বাজীরাও এর আগমন পথ রুদ্ধ করা সম্ভবপর হইল না। বাজীরাও প্রায় ৮০ সহস্র সৈন্যের বিরাট বাহিনী লইয়া নর্ম্মদা নদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উভয় বাহিনী ভূপালের নিকটে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে নিজামুলমুল্ক সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত না হইয়া ভূপাল দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই অতি সাবধানী নীতিই তাঁহার পক্ষে কাল হইল। তাঁহাকে এই আত্মরক্ষা মূলক নীতি অবলম্বন করিতে দেখিয়া মারাঠারা আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইল; এবং অবিলম্বে ভূপাল দুর্গের উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিল। দুর্গের বাহিরে আগমন করা

অসম্ভব হইয়া উঠিল। ফলে অচিরে এই বিরাট সৈন্য দল অনাহারের সম্মুখীন হইল।

নিজামুলমুল্ক উপায়ন্তর না দেখিয়া সাহায্যের জন্য দিল্লী ও দাক্ষিণাত্যে জরুরী সংবাদ পাঠাইলেন। অবশ্য দিল্লী হইতে সাহায্য পাওয়ার কোন আশা ভরসাই ছিল না। নিজামুলমুল্কের এই প্রকার সঙ্কটজনক অবস্থার সংবাদ শুনিয়া খানদওরান সামসামউদ্দৌলাহ মনে মনে প্রীতিই লাভ করিলেন।—দাক্ষিণাত্য হইতে সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে তিনি বিশেষ আশান্বিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র নাসীর জঙ্গ তাড়াতাড়ি সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া 'ফুলমারী' পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এদিকে বাজীরাও এর আমন্ত্রণে তদীয় ভ্রাতা চিমনাজী আপ্পাও নাসীর জঙ্গের সৈন্যের মোকাবিলা করার জন্য তাপ্তী নদী তীরে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। এই উভয় সৈন্য দল পরস্পর হানাহানিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই সংবাদ আসিল যে, নিজামুলমুল্ক বাজীরাও এর সহিত সন্ধি করিয়াছেন।

নিজামুলমুল্ক দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া মারাঠাদের ব্যূহ ভেদ করার আপ্রাণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মারাঠাদের তীব্র বাধাদানের ফলে দৈনিক ৩ মাইলের বেশী অগ্রসর হওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। খাদ্যাভাবে সৈন্য দল ক্ষুধায় অবসন্ন। ২৫শে জানুয়ারী (১৭৩৭ খৃঃ) দেখা গেল যে, কামান টানিবার বলিবর্দ্দগুলিকে জবেহ করিয়া মুসলমান সৈন্যরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করার প্রচেষ্টায় রত; আর রাজপুত সৈন্যরা একেবারে অনাহারে রহিয়াছে।

এই ঘোর সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হইয়া তিনি বাজীরাও এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে সুযোগ—সন্ধানী বাজীরাও খুবই তৎপরতা দেখাইলেন। বাজীরাও এর ইচ্ছা মতই সন্ধির শর্ত্ত রচিত হইল। উহার দ্বারা নিজামুলমুল্ক স্বীকার করিলেন যে, (১) সমগ্র মালওয়া বাজীরাওকে প্রদান করা হইবে,—(২) নর্ম্মদা ও চম্বল এর মধ্যবর্ত্তী বিরাট অঞ্চলও বাজীরাও এর অধীনে যাইবে; ৩) এই দুই শর্ত্ত যাহাতে বাদশাহ কর্ত্তৃক মঞ্জুর হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। এই ভাবে এই হীন সন্ধি শর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া নিজামুলমুল্ক এপ্রিল মাসে (১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ) দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ভারতের পশ্চিম সীমান্তে এক নব বল দৃপ্ত অদ্ভুত—প্রতিভাশালী শত্রুর সৈন্য সমাবেশ হইয়াগিয়াছিল। এক্ষণে উহারই চমকপ্রদ বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

নাদির শাহ ভারত আক্রমণ

এই রূপে মোগল সাম্রাজ্য যখন আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, বিদ্রোহ, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে ক্ষতবিক্ষত, সেই সময় ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণোদ্যত মূর্ত্তিতে ইরাণের তৎকালীন একচ্ছত্র অধিপতি নাদির শাহ বিশাল সৈন্য দল লইয়া উপনীত হইলেন। স্বর্ণপ্রসূ ভারতের ধন ভাণ্ডার লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্য লইয়া নাদির শাহ যে এই অভিযান আরম্ভ করেন, তাহা বলা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। নাদির শার নেতৃত্বে ইরানীদের এই ভারত আক্রমণের মূল কারণ হইতেছে, মোহাম্মদ শাহের গভর্ণমেণ্টের সহিত ইরাণের কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছেদ ও তার ফলে শত্রুজনোচিত মনোভাবের উদ্ভব। বাদশাহ মোহাম্মদ শাহ ও তাঁহার পারিষদবর্গ দেশ শাসনে কি রূপ অক্ষম ছিলেন, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। এ হেন দুর্ব্বল ও অক্ষম শাসকরা যে পররাষ্ট্র নীতিতে আরও অধিকতর ব্যর্থতার পরিচয় দিবেন তাহা বলাই বাহুল্য।

"সাফাভী" রাজবংশের পতনের সময় আফগানরা সমগ্র ইরান দখল করিয়া বসে। কিন্তু তাহাদের রাজ্য দখল বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। খোরাসানবাসী তুর্কোমান জাতীয় নাদির কুলীর নেতৃত্বে ইরানীরা অভ্যুত্থান করিয়া আফগানদিগকে ইরান হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়। তিনি আর্ম্মেনীয়া এবং জর্জিয়া তুর্কীদের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া ইরান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। অবশেষে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ৮০০০০ সৈন্যসহ অভিযান করিয়া ইরান দখলকারী আফগানদের রাজধানী

কান্দাহারও জয় করেন। কান্দাহার বিজয়ের পূর্ব্বেই নাদির শাহ দিল্লীর দরবারে আলী মর্দ্দান খান শামলুকে দূত রূপে পাঠাইয়া এই বার্ত্তা জ্ঞাপন করেন যে, অবিলম্বে কান্দাহারী আফগানদের সহিত তাঁহার সংগ্রাম আরম্ভ হইবে; এবং এই প্রসঙ্গে এই অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়, যেন দিল্লীর সম্রাট তাঁহার কাবুলস্থ সুবাদারের উপর এই মর্ম্মে আদেশ জারী করেন যেন পলায়িত আফগানরা কাবুল সুবার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করার সুযোগ না পায়। দিল্লী দরবার হইতে উত্তর দেওয়া হয় যে, ঐ অনুরোধ মতই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। ইরাণ হইতে দ্বিতীয় দফা আর একজন দূত আসিয়া ঐ একই অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। এবং দিল্লী দরবার হইতে সেই মামুলী উত্তর দেওয়া হয়। কিন্তু ইরাণীরা কান্দাহার জয় করার পর তথাকার আফগানরা দলে দলে গজনী ও কাবুল অঞ্চলে মোগল শাসনাধীন প্রদেশে প্রবেশ করে। সীমান্ত অঞ্চলে কোন মোগল সৈন্য তাহাদের এই আগমন রুদ্ধ করে নাই। কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করার কোন নির্দ্দেশ না থাকায় ইরাণী সৈন্যাধ্যক্ষরা তথায় আসিয়া তাঁহাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করেন এবং রাজধানী ইস্পাহানে নাদিরশাহের নিকট ঐ সংবাদ জ্ঞাপন করেন।

মোহাম্মদ খান তুর্কোমান নামক জনৈক প্রধানকে ৩য় দূতরূপে নাদিরশাহ দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। দিল্লীর সম্রাটের প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কারণ জানিবার জন্যই এই দূত প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহার উপর কড়া হুকুম ছিল যে, তিনি যেন কোনক্রমেই হিন্দুস্থানে ৪০ দিনের অধিক সময় ব্যয় না করেন আর তিনি যেন ঐ সময়ের মধ্যে উত্তর লইয়া ফিরিয়া আসেন। কিন্তু তিনি দিল্লী দরবারে উপনীত হইলে, তাঁহাকে কোন উত্তরও দেওয়া হইলনা, কিংবা ইরাণে প্রত্যাবর্ত্তন করার অনুমতিও দেওয়া হইল না। দিল্লীর দরবার দীর্ঘসূত্রতার নীতি অবলম্বন করাই বুদ্ধিমত্তার কার্য্য বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, আফগানরা নাদিরশাহকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দিতে সমর্থ হইবে। এইরূপে ১ বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে কান্দাহার বিজয়ের পর নাদিরশাহ দিল্লীস্থ দূতকে দেশে ফিরিবার জন্য আদেশ পাঠাইলেন। কূটনৈতিক উপায়ে বিবাদমান বিষয়টির মীমাংসা না হওয়ায় তিনি এক্ষণে ভারত আক্রমণ করিয়া তরবারি দ্বারা উহার নিষ্পত্তি সাধনের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

১০ই মে, (১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ) নাদিরশাহ আফগান শত্রুদিগকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে উত্তর আফগানিস্তানে অভিযান আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কাবুল সুবার শাসন ব্যবস্থা একেবারে শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। সৈন্যদল বহুদিন ধরিয়া বেতন না পাওয়ায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন; কর্ম্মচারীরা স্ব স্ব প্রধান। রাস্তাঘাট, সীমান্ত, ঘাঁটি, দুর্গ সমস্তই অরক্ষিত। কাজেকাজেই মোগল অধিকৃত কাবুল সুবা জয় করিতে তাঁহার বেগ পাইতে হইল না।

কাবুল জয় করার পর বিশেষ পত্রবাহক মারফত তিনি একখানা পত্র দিল্লীতে মোহাম্মদ শাহের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন। মোহাম্মদ শাহ তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। উহাতে এই অভিযোগ করা হইয়াছিল এবং বিদ্রোহী আফগানদিগকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যেই তিনি যে কাবুলে আসিয়াছেন, তাহাও খুব জোরের সহিত উহাতে বিবৃত করা হইয়াছিল। সুতরাং তিনি দাবী করেন যে, ঐ সব বিদ্রোহী আফগানদিগকে দমন করিয়া তিনি দিল্লী সম্রাটেরই উপকার সাধন করিতেছেন। দুঃখের বিষয় পথিমধ্যে এই পত্রবাহক নিহত হইল। এই ব্যাপার নাদিরশাহের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতিবৎ কার্য্য করিল।

ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের দ্বারস্বরূপ পাঞ্জাব প্রদেশের রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। উহার তৎকালীন সুবাদার জাকারিয়া খান খুব উপযুক্ত শাসক ও সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন তুরাণী। নাদিরশাহের কাবুল প্রবেশের সংবাদ পাইয়া তিনি পাঞ্জাবের সীমান্ত ঘাঁটিগুলিকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সাহায্য পাঠাইবার জন্য দিল্লীতে আবেদন জানাইলেন। কিন্তু তিনি তুরাণী হওয়ায়, তাঁহার এই আবেদনের কদর্থ করিয়া দরবারের

হিন্দুস্থানী পার্টির নেতা খানদওরান বাদশাহের মন বিষাক্ত করিয়া দিলেন। কাজেকাজেই বিপদের এই পরম সন্ধিক্ষণে ক্ষুদ্র স্বার্থের বশীভূত হইয়া নাদিরশার অগ্রগতি রোধের একমাত্র উপায় স্বরূপ সীমান্ত ঘাঁটিগুলিরও প্রকৃত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হইল না।

দিল্লী হইতে কোন সাহায্য না আসিলেও জাকারিয়া খান তাঁহার সামর্থ অনুযায়ী আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ক্ষুদ্র সৈন্যদল লইয়া তিনি নাদিরশাহের বিরুদ্ধে কি করিতে পারেন? তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল।

লাহোর জয় করিয়া নাদিরশাহ তথায় ১৬ দিন অবস্থান করেন। এইখানেই তিনি সংবাদ পান যে মোহাম্মদ শাহ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য সামন্ত সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি পুনরায় একখানা পত্র দিল্লী দরবারে প্রেরণ করিয়া ঐ প্রকার সমর প্রস্তুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং তুর্কম্যান বংশোদ্ভব বলিয়া তৈমুরশাহী বংশকে তাঁহার আত্মীয় বলিয়া ধারণা করেন। তারপর তিনি এই কথাই বলেন যে, তিনি কোন কু-উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেন নাই, তিনি বন্ধুত্বের হস্ত সম্প্রসারণ করার জন্যই আসিয়াছেন। সর্বশেষে তিনি হুশিয়ার করিয়া দিলেন যে, তাঁহার বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া যদি মোহাম্মদ শাহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে উহার পরিণাম ফল মোহাম্মদ শাহের পক্ষে ভয়ঙ্কর শোচনীয় হইবে।

লাহোর হইতে সরহিন্দে আসিয়া তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মোহাম্মদ শাহ কর্ণাল নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নাদির শাহও তথা হইতে দ্রুতগতিতে আগাইয়া আসিয়া শীঘ্রই কর্ণালের সান্নিধ্যে শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বকালীন দিল্লী দরবারের অবস্থা

নাদিরশাহ লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হইলে, তাঁহার অভিভাষণের গুরুত্ব সম্বন্ধে দিল্লী দরবারের চেতনা হইল। ঐ অবস্থায় ইতিকর্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সকলেই অপারগ হইলেন। সেই অবস্থায় সকলের নজর নিজামুল মুল্কের উপর আপতিত হইল। তিনি সম্রাট আলমগীরের দরবারে শিক্ষাপ্রাপ্ত; জীবনে বহু সংগ্রাম করিয়াছেন। সুতরাং সত্যিকার অভিজ্ঞ ও ভূয়দর্শী সৈন্যাধ্যক্ষ বলিয়া তাঁহাকে পরিগণিত করা যায়। তাহা ছাড়া কূটনীতিতেও তিনি অতীব দক্ষ ও পারদর্শী। কিন্তু এহেন সঙ্কট কালে সর্বাধিনায়করূপে বরণ করিয়া যদি তাঁহার উপরই যুদ্ধ পরিচালনার চরম ও পরম ক্ষমতা অর্পণ করা হইত, তাহাহইলে তাহার পরিণাম ফল হয়ত শুভ হইত। কিন্তু তাহা করা হইল না। তাঁহার বিরোধী হিন্দুস্থান পার্টির নেতা খান দওরান রাজপুতদের বীরত্ব সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি সম্রাটকে দিয়া ফরমান জারী করাইয়া রাজপুত রাজাদিগকে ভারতের আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। কিন্তু রাজপুত রাজারা কেহই অগ্রসর হইলেননা। দিল্লী সাম্রাজ্যের প্রতি তাঁহাদের মনোভাব যে কিরূপ তাহার প্রমাণ জয়সিংহ ও অভয়সিংহের ব্যবহারে পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহারা তৎকালে নিজেদের রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। দিল্লী সাম্রাজ্যকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য মারাঠাদিগকে সাহায্য করিতেছিলেন। এই সঙ্কটকালে সাহায্যের জন্য এমন কি বাজীরাওএর নিকটও মোহাম্মদশাহ আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

ভোগবিলাসে মগ্ন, ব্যাভিচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত বাদশাহ বা তাঁহার পারিষদবর্গ এহেন বিপদকালে তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করিতে পারিলেন না। তুচ্ছ অজুহাতে বহু মূল্যবান সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। অবশেষে যখন সংবাদ আসিল যে লাহোর নগরীর পতন হইয়াছে, তখন বেশী দূর অগ্রসর হইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া কর্ণালকে সুরক্ষিত করিয়া তথায় শক্তিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

(২)

অনুবাদ—আহ্মদ আলী
মেছাঘোনা, খুলনা।

ইহা হইতেছে স্বযত্নে সংগৃহীত এবং তালিম প্রাপ্ত সেই রংরুটের কাহিনী, যেব্যক্তি ছাতিয়ানার ক্যাম্প হইতে ফিরিয়া আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে বিবৃতি উপস্থিত করিয়াছে। (মোহাম্মদ আব্বাস নামক রংরুটটী দানাপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ১৮৭০ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে যে বর্ণনা উপস্থিত করিয়াছিল ইহা তাহারই সংক্ষিপ্তসার। আমি সাক্ষীর প্রকৃত নাম প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া একটি কাল্পনিক নাম উপস্থিত করিয়াছি।) কিন্তু এই দলের যে সমস্ত হতভাগ্যদিগকে পথিমধ্যে অনাহার, শীতাতপ অথবা রোগে জীবনাহুতি দিতে হইয়াছে, কিম্বা যাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণাহুতি দিয়া শোকাশ্রু দ্বারা পিতামাতার বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে হইয়াছে, তাহাদের বেদনাকর কাহিনী লইয়া আমি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহিনা। বাংলার মুসলমান সাধারণের অন্তরে যে বিদ্রোহভাব জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে উহার মূলোৎপাটনের পক্ষে রাজনৈতিক মোকদ্দমা সমূহের ভীতিপ্রদ বিবরণ অপেক্ষাও এই শ্রেণীর প্রত্যাবর্তিত লোকের বিবরণ অধিকতর কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া এই শ্রেণীর বর্ণনা ব্যাপক আকারে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। এই শ্রেণীর প্রত্যাবর্তিত লোকেরা গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া মুজাহিদ দলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এইভাবে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে মুজাহিদ বাহিনীতে যোগদানে ইচ্ছুক ও উৎসাহিত বাংলার মুসলমান যুবকদের চক্ষু উন্মীলিত হইবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই শুভক্ষণের সূচনাও পরিলক্ষিত হইতেছে। এখন কিছু সংখ্যক মুসলমান এরূপ ধর্মীয় ব্যবস্থার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন, যে ব্যবস্থা তাহাদিগের স্কন্ধ হইতে জেহাদের দায়িত্ব অপসারিত করিতে পারে।

এই সকল কারণে এবং ওহাবী প্রচারকগণ মুসলমান সাধারণের স্কন্ধে ধন ও জীবনোৎসর্গের যে গুরুতর বোঝা চাপাইয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য অনেকেই উপায় অনুসন্ধানে তৎপর দেখা যাইতেছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এইযে, জেহাদের অনুকূলে ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত ফতোয়া প্রচারিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত ফতোয়া অবলম্বন করিয়া দেশময় যে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাতে ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ নির্বিশেষে সকল মুসলমানেরই এরূপ ধারণা হইয়াছে যে, যিনি কোন না কোন প্রকারে জেহাদে অংশ গ্রহণ করিবেন তিনি আর মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেননা, তাঁহাকে কাফের পর্যায়ভুক্ত হইতে হইবে। এই ধারণা বশতঃ সাধারণ মুসলমানের প্রায় সকলেই জেহাদ ফাণ্ডে অর্থ যোগাইয়াছে এবং তাহাদের অনেকে ধনের সঙ্গে জীবন লইয়াও প্রত্যক্ষভাবে জেহাদে যোগদান

(৩৮২ পৃষ্ঠার পর)

রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন, যাহার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন তাহাকে তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ করিয়া তোলেন। আরো রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ধর্মীয় জ্ঞানার্জন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন বস্তুর সাহায্যে আল্লাহর ইবাদত সম্ভাব্য নয়। শয়তানের কাছে সহস্র আবিদ অপেক্ষা একজন ফকীহ অধিকতর ভারী। প্রত্যেক বিষয়েরই একটি করিয়া অবলম্বনীয় খুঁটি থাকে আর ইছলাম ধর্মের সেই খুঁটি হইতেছে উহার শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ। যে ধর্ম সরল ও সহজ তাহাই তাহাদের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম এবং সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইবাদত হইতেছে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা।

من يرداللہ بہ خیرا یفقهہ
فی الدین -

ماعبداللہ تعالی بشئی افضل
من فقہ فی الدین ولفقیہ
واحد اشد علی الشیطان
من الف عابد ولکل شئی
عماد و عماد ھذا الدین
الفقہ - خیردینکم الایسرو
وخیرالعبادۃ الفقہ -

(ক্রমশঃ)

করিয়া ধর্মীয় দায় মুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছে আর ধনিক শ্রেণীর মুসলমানের প্রায় সকলেই জেহাদ ফাণ্ডে চাঁদা যোগাইয়া দায়িত্ব মুক্ত হইতে চেষ্টা পাইয়াছে। বলাবাহুল্য এতাবৎকাল এই প্রকার চাঁদা কাহারও পক্ষে কোন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার প্রশ্ন সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু বিদ্রোহ দমনার্থে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ক্ষমতার আশ্রয় গ্রহণ করার পর হইতে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত লোক প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য যোগাইতেছে আইনের দৃষ্টিতে তাহারাও যেরূপ অপরাধী, যাহারা পরোক্ষভাবে সাহায্য করিতেছে তাহারাও সেইরূপ অপরাধী। সুতরাং চতুর্দিকে ধর-পাকড় আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় এবং কয়েকটি মোকদ্দমার আসামীদিগকে গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে দেখিয়া অনেকেরই চৈতন্য উদয় হইয়াছে। সুতরাং অনেকেই সাবধান হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন কি ইতিপূর্বে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকগণ জেহাদ ফাণ্ডে চাঁদা দিবার জন্য যেরূপ উৎসাহ সহকারে নিজেদের সখের মূল্যবান গহনাদি খুলিয়া দিয়াছেন, বর্তমানে তাঁহাদের সেই উৎসাহেও ভাটার লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। বলা-বাহুল্য সকলেই যে অন্তরের স্বাভাবিক আকাংখায় চালিত হইয়া জেহাদ ফাণ্ডে চাঁদা যোগাইয়াছে তাহা নহে, বিপ্লবী প্রচারকগণ জেহাদের নামে প্রচারণা চালাইয়া যেরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে কোন মুসলমানের পক্ষে কোন না কোন প্রকারে জেহাদে সাহায্য না করিয়া সম্মান বাঁচাইয়া সমাজে টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে শাস্তির ভয় উপস্থিত হওয়ায় অনেকেই দায় মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা পাইতেছে। তত্রাচ একান্ত উৎসাহী গোঁড়াগণ এখনও জোরের সহিত জেহাদী উদ্যম চালাইয়া যাইতেছে।

এই অবস্থার মধ্যে পড়িয়া ধনবান বিলাসী আরাম-প্রিয় লোকদিগের সম্মুখে সঙ্কটজনক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এতাবৎকাল পর্যন্ত তাহারা মাত্র চাঁদা স্বরূপে জেহাদ ফাণ্ডে কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া ধর্মের নিকট ঈমান ও সমাজের নিকট মুখ রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে চাঁদা দিতে গেলেও ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। যে বিপুল শক্তিশালী মুজাহিদীন দল এতদিন তাহাদের পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, দমননীতির সম্মুখে পড়িয়া তাহাদিগকেও ক্রমান্বয়ে হীনবল হইয়া পড়িতে হইতেছে। সুতরাং জেহাদের দায়িত্ব এড়াইয়া ঈমান রক্ষা করা যায় কিনা উহার অনুসন্ধানে অনেককেই তৎপর হইতে দেখা যাইতেছে। সে চেষ্টার ফলও দেখা দিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে এই মর্মে একখানি ফতোয়া প্রচারিত হইয়াছে যে, ভারতীয় মুসলমানগণ মুসলমান স্বরূপে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিতে বাধ্য নহে। কয়েকবৎসর পূর্বে এই মর্মের আরও কয়েকখানি ফতোয়া প্রচারিত হইয়াছিল। এমন কি পবিত্র মক্কা-ধামের জনৈক মুফতীকেও এই মর্মের একখানি ফতোয়া দিতে সম্মত করা গিয়াছে যে, শরিয়তের বিধি মোতাবেক ভারতীয় মুসলমানগণ মহারাণী ভিক্টো-রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে বাধ্য নহে।

আমরা প্রকৃত অবস্থার সহিত পরিচিত হইবার জন্য যথেষ্ট অনুসন্ধানের পর যে তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা হইতেছে এইযে, কোরআন হই-তেই মুসলমানগণ এই জেহাদের প্রেরণা লাভ করিয়াছে। কোরআন পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিতেছে যে, সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই মুসলমানের আবির্ভাব হইয়াছে। জগতের জাতি নিশ্চয় হয় ইসলামের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবে অন্যথায় তাহাদিগকে মুসলমানের তরবারির সম্মুখে মাথা পাতিয়া দিতে হইবে। কিন্তু কোরআন তো বর্ত্তমান কালের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ হয় নাই (!) বরং দুর্দ্ধর্ষ এবং রণোন্মাদ আরবজাতির সম্মুখে উহা উপস্থিত হইয়াছিল এবং প্রথমভাগে নবদীক্ষিত মুসলমানদিগকে নানা-ভাবে নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছিল, পরে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিয়া তাঁহারা যখন শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা বিজয়ী রূপে চতুর্দ্দিকে অভিযান চালাইয়া বিস্তৃত এলাকায় নিজেদের প্রভুত্ব

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। [অনুবাদকের পক্ষেলেখকের প্রত্যেকটি উক্তি অবিকল ভাবে অনুবাদ না করিয়া উপায় নাই, সুতরাং স্যার হাণ্টার এস্থলে কোরআন সম্বন্ধে যে সমস্ত ভ্রান্ত মন্তব্য করিয়াছেন, সেই সকল কোফরির নকল কোফর পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেনা মনে করিয়া আমাকেও উহার অবিকল অনুবাদ উপস্থিত করিতে হইল। কিন্তু তাঁহার উক্তি ঠিক নহে এবং আমিও ঐ বিষয় তাঁহার সহিত এক মত নহি, অনুবাদক]। পরবর্ত্তীকালের প্রভাব প্রতিপত্তিশালী উলামাবৃন্দ এই সমস্ত বিধিব্যবস্থা সমূহকে সংস্কারপূর্ব্বক এক সর্ব্বব্যাপক বিধিব্যবস্থায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন কিন্তু উহাতেও জেহাদ বিধি বর্জ্জিত হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ পয়গম্বরের হাদীসে জেহাদ সম্বন্ধে যে সমস্ত নির্ঘণ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সমস্তকে পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ব্যতীত যথাযথ ভাবে উপস্থিত না করিয়া কাহারও পক্ষে ফেকা শাস্ত্র (ব্যবহারিক শাস্ত্র) রচনা করা সম্ভবপর হয়নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শারিয়তের অন্যতম প্রামাণ্য ফেকাহ গ্রন্থ "হেদায়া"র নামোল্লেখ করিতেছি। উক্ত পুস্তকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে তাহা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এবং ভারতীয় উলামাবৃন্দের মধ্যে উক্ত পুস্তক বহুলভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং অতীত দিন গুলিতে যে সমস্ত বিতর্কমূলক ব্যবস্থার দরুণ মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইয়াছে সেই সমস্ত বিধিব্যবস্থার মূল কোরআনের নহে, উহা কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ফেকাহ শাস্ত্রের ব্যবস্থা।

যাহা হউক আমাদের পক্ষে তো বটেই, পক্ষান্তরে মুসলমানদের পক্ষেও আশার কথা এইযে, বর্ত্তমানে যে ফতোয়া লাভ করা গিয়াছে তাহাতে মুসলমানদিগের জন্য প্রভু ভক্তির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যদি এই ফতোয়া প্রভুভক্তির অনুকূলে না হইয়া বিদ্রোহের অনুকূলে সম্পাদিত হইত, তাহা হইলে আমাদিগকে যে পূর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইত, সে বিষয়ে কোনপ্রকার অতিশয়োক্তির আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন করেনা। জেহাদের প্রশ্ন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, একপ্রকার সেই ব্যবস্থা উপস্থিত করিলে ভারতে আমাদের রাজত্ব কিরূপ ভয়াবহ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে তাহা উপলব্ধি করিতে বেগ পাওয়ার কথা নহে। উলামাবৃন্দ রাজশক্তির বিরুদ্ধে জেহাদের প্রশ্ন উপস্থিত করিলে তাহার ফলে যে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হইতে পারে পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের পক্ষে সে কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত হইবেনা।

পরাক্রান্ত সম্রাট জালালুদ্দিন আকবরের কতিপয় অনৈসলামিক আচরণের অজুহাতে জৌনপুরের উলামাবৃন্দ তাঁহার বিরুদ্ধে জেহাদের ফতোয়া প্রচার করার ফলে সম্রাটের সিংহাসন কিরূপ ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইয়া টলটলায়মান হইয়াছিল ইতিহাস হইতে তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলায় সিপাহী দলের যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল উহার মূলেও ছিল উলামাবৃন্দের ফতোয়া (১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ) বলাবাহুল্য সেই বিদ্রোহের ফলে বাংলায় কতিপয় ব্যক্তি সেই বাবদ জায়গীর পাইয়া কর আদায়কারীর সামান্য অবস্থা হইতে জমিদার পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছিল। (১৮৫৭ সালে বাংলায় সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে অনেক ভাগ্যান্বেষী ইংরেজের সহায়তা করিয়া রাজা ও নওয়াব এবং ভূম্যাধিকারীর মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল—অনুবাদক)।

ইউরোপবাসীগণও ফতোয়ার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত আছেন। তুরস্কের সোলতানগণ যখনই অষ্ট্রীয়ার সীমান্ত সংলগ্ন বুলগেরিয়া, গ্রীস অথবা অন্য কোন প্রদেশের বিদ্রোহী প্রজাদিগকে সায়েস্তা করিবার জন্য অভিযান চালাইয়াছেন তখনই তাঁহাদিগকে স্বীয় সৈনিকবৃন্দের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে এই প্রকার ফতোয়ার আশ্রয় লইতে দেখা গিয়াছে। সেই সকল ফতোয়ায় জলন্ত ভাষায় কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধর্ম্মীয় নির্দ্দেশ এবং সে জন্য যে সকল পুরস্কার পাওয়া যাইবে তাহা উল্লিখিত হইয়া থাকে। খ্রীষ্টানগণও অতীতে এই প্রকার ধর্ম্মীয় ফতোয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ক্রুশেড যুদ্ধ সমূহে এই শ্রেণীর ফতোয়া ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং ইহার শেষ ভাগে গিয়া খ্রীষ্টান জগতের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের নামে এই

প্রকার ধর্ম্মীয় ফতোয়ার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছিল। কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলমানের উৎসাহ উদ্যম বৃদ্ধির জন্য মুসলমান দেশসমূহে ধর্ম্মীয় বিধির অনুশাসন অনুযায়ী এই প্রকার ফতোয়ার আশ্রয় লইতে দেখা যায়। ১৮৬৭ সালে যে সময়ে আমি কনষ্টান্টিনোপলে অবস্থান করিতেছিলাম, সেই সময় এই সকল ইসলামী আইনকানুনের সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ আমার হইয়াছিল। অল্পদিনের কথা, তুরস্কের মহামান্য সোলতান এবং মিশরের খেদিভকে যুক্তভাবে এই প্রকার ফতোয়ার সম্মুখীন হইয়া রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। এক্ষেত্রে সোলতানের বিরুদ্ধে একদল ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী ধর্ম্মবুদ্ধি চালিত মুসলমান প্রজা এই অজুহাত দেখাইয়া ফতোয়াজারি পূর্ব্বক বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল যে, "মুসলমানের খলিফা বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী সোলতানের চালচলন শরিয়ত বিরুদ্ধ এবং তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ফতোয়ার ক্ষেত্রে শরিয়তি ব্যবস্থার স্থলে অন্য ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া যে অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্মের অনুসন্ধান মোতাবেক সোলতানকে সিংহাসনচ্যুত করা আমাদের পক্ষে ফরজ হইয়াছে।" সুতরাং ইহা আমাদের পক্ষে শুভলক্ষণ বলিতে হইবে যে, যে জৌনপুরবাসী উলামার ফতোয়া এক সময়ে সম্রাট আকবরের সিংহাসন কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল, সেই জৌনপুর বর্ত্তমানে এমন একজন মহান উলামা যোগাইতে সমর্থ হইয়াছে, যিনি ফতোয়া দ্বারা দৃঢ়তা সহকারে ভারতীয় মুসলমানদিগকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। [মৌলবী কারামত আলী ১৮৭০ সালের ২৩শে নবেম্বর তারিখে কলিকাতা মহামেডান লিটারেরী সোসাইটিতে যে বক্তৃতা করেন উহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।]

[মওলানা কারামত আলী জৌনপুরী ছিলেন হজরত সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) এর একজন অন্যতম শিষ্য। সৈয়দ সাহেব তাঁহাকে জেহাদের প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন এবং ১৮২৬ হইতে ১৮৬৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি ঢাকা, ফরিদপুর, রংপুর, নোয়াখালি প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের জেলা সমূহে প্রচার কার্য্য চালাইয়া অসংখ্য রংরুট ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া মুজাহিদ ঘাঁটিতে প্রেরণ করেন। তিনি কোন্ বৎসর কত লোক ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন ইতিহাসে তাহাও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু অবশেষে কোন এক রহস্যজনক কারণে ১৮৭০ সালের ২৩শে নবেম্বর বুধবারে কলিকাতা মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি নামক ইংরেজ সমর্থক সমিতির সম্মুখে তিনি ইংরেজের অনুকূলে বক্তৃতা প্রদান করেন। কেবল বক্তৃতা নহে, তিনি বৃটিশরাজ্যের অনুকূলে একখানি ফতোয়াও প্রস্তুত করেন এবং তাঁহার সেই ফতোয়া তাঁহার নিজস্ব সীলমোহর অঙ্কিত অবস্থায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে রক্ষিত আছে—অনুবাদক।)

(তখন হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন ওয়াহাবীদের শায়েস্তা করার পবিত্র কার্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। —তর্জুমান সম্পাদক।)

এতৎ সংশ্লিষ্ট ভারতীয় মুসলমান সমাজের শিয়া সুন্নি দুইটি প্রধান সম্প্রদায় বিগত কয়েক মাসের আলাপ আলোচনা ছাড়া যে নির্ঘণ্টে উপনীত হইয়াছেন আমি তাহা এস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

শিয়াগণ ভারতীয় মুসলমান সমাজের মোট সংখ্যায় শতকরা দশজন হইবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু সামাজিক ও আর্থিক দিকদিয়া তাঁহারা একটি বিশিষ্ট স্থানাধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের অভ্যাসানুযায়ী গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রশ্নে সম্পূর্ণতঃ একটি নূতন পন্থাবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে জেহাদের প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছুদিন হইল ফারসীভাষায় একখানি পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে। [১৭৭১ সালের প্রথম ভাগে কলিকাতার মুনশী আমীর আলী এই পুস্তিকা রচনা করেন] যদিও এই পুস্তিকার বিশেষ কোন মূল্য নাই তবুও যেহেতু শিয়া সম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত ও প্রতিষ্ঠাবান আলেম অন্যান্য শিয়া উলামাদের মতামত লইয়া উহা রচনা করিয়াছেন, সেই হেতু উহা লইয়া আলোচনা করা আবশ্যক হইয়াছে। বিশেষতঃ জেহাদের আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতা লইয়া বিগত চারি বৎসর কাল বঙ্গদেশের নানাস্থানে যে সমস্ত বিতর্ক দেখা দিয়াছে, এই পুস্তিকাখানি উহার উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিয়াই উহা লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। (ক্রমশঃ)

Contents

সংগীত চর্চা

(বিচার ও আলোচনা)

(৯)

আবুল ফর্জ ইছফিহানী ও তদীয় কিতাবুল আগানী

(ঘ) তথাকথিত প্রগতিবাদী গীতবাদ্যের সমর্থক মুফ্‌তীগণের বড় অথরিটি হইতেছেন আবুলফর্জ ইছফিহানী এবং তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কিতাবুল আগানী গ্রন্থ। ইছফিহানী এই দলের নিকট কেন যে প্রামাণ্য ও শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া উঠিয়াছেন তাহা অনুমান করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, আগানী পুস্তকের সমুদয় বর্ণনা নিয়মিত ছনদ সহকারে প্রদত্ত হইয়াছে এবং হাফিয ইবনেহজর তাঁহার উক্তি প্রমাণ স্বরূপ স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

আমাদের বক্তব্য

ছনদ সহকারে কোন গ্রন্থ লিখিত হইলেই যে তাহা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে এবং ছনদ পরীক্ষা করিয়া দেখার আবশ্যক হইবেনা, হাদীছ শাস্ত্রবিদ বিদ্বানগণের মধ্যে কেহই এরূপ কথা বলেন নাই। চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত গল্প, কাব্য, সাহিত্য, তফছীর, ফিক্‌হ, তাছাওউফ প্রভৃতির সমুদয় গ্রন্থই ছনদ সহকারে লিপিবদ্ধ হইত। কল্‌বী ও ওয়াকেদীও তাঁহাদের সমুদয় কথা ছনদ সহকারে বলিয়া গিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাছের নামেও এক প্রকাণ্ড তফছীর ছনদ সহকারে সংকলিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের বর্ণনাগুলিকে গীতবাদ্যের মুফ্‌তীগণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে রাযী হইবেন কি? ইবনেহজর আছকালানী আগানী গ্রন্থকে কি ভাবে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন এবং উহার সাহায্যে তিনি কি সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন, গীতবাদ্যের সমর্থকগণ তাহা ফত্‌হুলবারীর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিবার কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন কি? বুখারী তাঁহার ছহীহ গ্রন্থে সন্তানের প্রতি দয়া অধ্যায়ে মা আয়েশার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, একদা জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আগমন করিয়া বলিল, عن عائشة قالت جاء اعرابى الى النبى صلے الله عليه وسلم فقال : تقبلون الصبيان فما نقبلهم ! فقال : او املك اذا نزع الله من قلبك الرحمة ؟

আপনারা সন্তানদিগকে চুম্বনদান করিয়া থাকেন কি? আমরা কিন্তু তাহাদিগকে চুম্বন দেই না। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যখন আল্লাহ তোমার হৃদয় হইতে দয়াকে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়াছেন তখন তুমি কেমন করিয়া চুম্বন দান করিবে?

হাফিয ইবনেহজর এই প্রসংগে লিখিয়াছেন যে, হাদীছে যে গ্রাম্য ব্যক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহার নাম আক্‌রা বিনে হাবিছ তমীমী হইতে পারে, কারণ পূর্ববর্তী আবুহোরায়রার হাদীছে তাঁহার কথাই উল্লিখিত আছে কিন্তু তাঁহার পরিবর্তে এই লোকটির নাম কয়েছ বিনে আছিম তমীমী ছঅদী হওয়াও চিচিত্র নয়। কারণ আবুল ফর্জ ইছফিহানী আগানী গ্রন্থে যে উধৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহা দ্বারা এইরূপ অনুমিত হয়। ইমাম আবু-ইয়োলা তাঁহার মুছনদে এই হাদীছটি যেভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে উক্ত ব্যক্তির নাম আয়নিয়া বিনে হিছ্‌ন বিনে হুযয়ফা ফযারী বলিয়া অনুমিত হয়। আবু ইয়োলার ছনদের পুরুষগণ বিশ্বস্ত। *

প্রিয় পাঠক পাঠিকা, আপনারা দেখিতে পাইলেন, ইবনেহজরের নিকট আবুলফর্জ ইছফিহানী কতদূর বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য। আগানী যে, একখানা বিরাট উৎকৃষ্ট গীতি কাব্য, আরাবী কবিতা, গান, ছন্দ ও সুর এবং ললিত কলার এনসাইক্লোপেডিয়া বিশেষ, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই কিন্তু উহার ছনদ ও রেওয়ায়তগুলি আজও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। কারণ এই সকল রেওয়ায়তের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিদ্বান ও ফকীহ্‌ 'হিল্লৎ' ও 'হুরমতে'র ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই আর স্বয়ং ইছফিহানীও নির্ভরযোগ্য পুরুষ নহেন। তাঁহার সম্পর্কে কতিপয় বিশ্বস্ত হাদীছ শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত ও

* ফত্‌হুলবারী (২৪) ৫৩৬ পৃঃ; (আনছারী, দিল্লী)।

ঐতিহাসিকের উক্তি নিম্নে উধৃত করা হইতেছে—

হাফিয যহবী তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

ইছফিহানী শিয়া। বহু উদ্ভট কথা রেওয়ায়তের ছনদের— নিয়মে 'হাদ্দাছানা' ও 'আখবারানা' বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। এইরূপ উদ্ভট উক্তি সমূহের সংখ্যা এত অধিক যে, শেষ পর্যন্ত বিদ্বানগণ তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যাবাদিতার অভিযোগ আরোপ করিয়াছেন। *

شيعى، يأتى باعاجيب بحدثنا واخبرنا، فكتب مالا يوصف كثرة حتى لقد اتهم -

হাফিয খতীব বাগদাদী লিখিয়াছেন, আবু আবদুল্লাহ হোছাইন বিনে মোহাম্মদ বিনে তবা তবা আলাব্বী বলিয়াছেন, আমি আবুল হোছাইন মোহাম্মদ বিনুল হোছাইনকে বলিতে শুনিয়াছি, আবুল ফর্জ ইছফিহানী সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যাবাদী। তিনি অন্যান্য পুস্তক হইতে বহু কথা চুরি করিয়া নিজের রেওয়ায়ত বলিয়া চালাইয়া দিতেন। †

حدثنى ابوعبد الله الحسن بن محمد بن طبا طبا العلوى سمعت ابالحسن محمد بن الحسين يقول : كان ابوالفرج الاصفهانى اكذب الناس - كان يستسرق شيئا كثيرا من الصحف ثم تكون رواياته كلها منها -

ঐতিহাসিক ইবনেখল্লকান লিখিয়াছেন—ইছফিহানী মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার স্মৃতিশক্তি— হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কাযী তন্নুখী বলেন যে, যে সকল শিয়ার সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, আবুল ফর্জ ইছফিহানী তাঁহাদের অন্যতম। ‡

وكان قد خلط قبل ان يموت قال التنوخى : و من المتشيعين الذين شاهدناهم : ابوالفرج الاصفهانى !

বিদ্বানগণের অবিদিত নাই যে, মুষ্টিমেয় ছাহাবা ব্যতীত অধিকাংশ ছাহাবাকে শিয়াগণ মুছলমান বলিয়াই স্বীকার করেননা এবং তাঁহাদের অধিকাংশ আহলে ছুন্নত বিদ্বান বিশেষতঃ ছাহাবা, তাবেয়ীন ও ইমাম এবং ফকীহগণের অলীক দুর্নাম রটনা করিয়া কালাতিপাত করিয়াছেন। ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ সম্পর্কে এহেন বিদ্আতী ব্যক্তির সাক্ষ্যের কি মূল্য থাকিতে পারে? আগানীর প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করিতে হইলে সর্বাগ্রে ইছফিহানীর বিশ্বস্ততা ও নিরপেক্ষতা প্রতিপন্ন করিতে হইবে অতঃপর— হাদীছ শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে আগানী গ্রন্থের ছনদ ও মতন, রেওয়ায়ত ও দিরায়তের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করিতে হইবে।

ফলকথা—আবুল ফর্জ ইছফিহানী (২৮৪—৩৫৬ হিঃ) উমাইয়া বংশীয় আরাবী সাহিত্যের অন্যতম ইমাম ছিলেন। তিনি ইতিহাস, গোত্র পরিচয়, অভিধান এবং সংগীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন, তদানীন্তন সম্রাটদের দরবারে কবি, গায়ক ও পারিষদরূপে গণ্য হইতেন। শরীঅতের হালাল ও হারাম সম্পর্কিত বিষয় সম্বন্ধে এ হেন আবুল ফর্জের সাক্ষ্যের বিশেষ কোন মূল্য নাই।

(ঙ) ইছ্ফিহানীর বরাত দিয়া যে কয়জন স্ত্রী-পুরুষের সংগীত চর্চা করার কথা গীতবাদ্যের সমর্থকগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন তন্মধ্যে কয়েকজন ছাহাবাগণের অন্তরভুক্ত। ছাহাবগণের ব্যক্তিগত আচরণ শরীঅতের পর্যায়ভুক্ত না হইলেও ইঁহাদের কথাই আমরা প্রথমে আলোচনা করিব।

আবদুল্লাহ বিনে জা'ফর

ইঁহার সংগীত চর্চা করার কথা ইছফিহানী ছাড়া হাফিয ইব্নে আবদুলবরও উল্লেখ করিয়াছেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) মহাপ্রয়াণ কালে ইবনে জা'ফর মাত্র দশ বৎসরের বালক ছিলেন। তাঁহার সংগীত চর্চা সম্বন্ধে ইমাম ইবনে জওযী লিখিয়াছেন, তিনি নিজের বালিকা ক্রীতদাসীদের নিকট হইতে সংগীত শ্রবণ করিতেন। * আল্লামা ছৈয়েদ ছিদ্দীক হাছান বলিয়াছেন, ইবনে জা'ফরের সংগীতের

انما كان يسمع انشاد جواريه -

* মিযানুল ই'তিদাল (২) ২২৩ পৃঃ।
† মিযানুল ই'তিদাল (২) ২২৩ পৃঃ।
‡ তারীখ ইবনে খল্লকান (১) ৩৩৫ পৃঃ।

* নকতুল ইল্‌ম।

Contents

وکثرت تغنی عبدالله بن جعفر اگر ثابت شود' درمحاسن او نباشد' غایت آنکه وے آں را مباح می دانسته باشد ۔

প্রতি আসক্তি যদি প্রমাণিতও হয়, ইহা তাঁহার প্রশংসনীয় কার্যের অন্তরভুক্ত বিবেচিত হইবেনা। বেশীর বেশী ইহার সাহায্যে এইটুকুই প্রমাণিত হইতে পারে যে, আবদুল্লাহ বিনে জা'ফর হয়তো সংগীতচর্চা করাকে মুবাহ্ মনে করিতেন। †

এ সম্পর্কে আল্লামা ও মুজাদ্দিদ মওলানা মোহাম্মদ ইছমাঈল শহীদ দেহলভীর একটি মূল্যবান উক্তি উধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলামনা :—

اقتداء صحابه وتابعین و تبع تابعین رضوان الله علیهم اجمعین دراموریکه از بعضے ایشان بطریق ندرت صادرشده وبحد رواج وتعامل بلانکیر نرسیده و دلیل از کتاب وسنت وقیاس صحیح منقول از مجتهدین برآں قائم نگردیده مثل استمداد از اهل قبورکه از اعرابی در زمان امیر المؤمنین عمر فاروق منقول است ومثل زیارت قبور درحق نساء منقول از حضرت عائشه وحکم بحلت متعه وجواز مسح رجلین در وضومنقول از ابن عباس ونواختن عود از عبدالله بن جعفر........ همه از قبیل بدعات حقیقیه ست اگر فاعلش ان را از قبیل ملحق بالسنه شمرده اقتدائے ایشان می نماید واین از قبیل بدعات حکمیه است اگر از ممنوعات شرعیه نباشد ۔

ছাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবএ তাবেয়ীন কর্তৃক যে সকল কার্য ব্যক্তিগত ভাবে কদাচিৎ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং ঐ সকল কার্য মুছলিম জনগণ কর্তৃক ব্যাপক ও সর্বসম্মত ভাবে অবলম্বিত হয়নাই এবং কোরআন, হাদীছ ও বিশুদ্ধ কিয়াছের সাহায্যে মুজতাহিদ বিদ্বানগণ উহা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, যথা—কবরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা—এই কার্য হযরত উমরের খিলাফতে জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, অথবা নারীদের পক্ষে কবর যিয়ারতের ব্যাপার — জননী আয়েশার দ্বারা এই কার্য আচরিত হইয়াছিল এবং যথা— ঠিকা বিবাহ ও ওযুতে পদযুগল ধৌত করার পরিবর্তে 'মছাহ' করার কার্য—— ইহার অনুসরণকারী আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ ছিলেন অথবা যেরূপ আবদুল্লাহ বিনে জা'ফর কর্তৃক বাঁশী বাজাইবার ব্যাপার— যদি কেহ ছুন্নতের পর্যায়ভুক্ত মনে করিয়া এই সকল কার্যে উক্ত ছাহাবাগণের অনুসরণ করে, তাহাহইলে এই কার্যগুলি প্রকৃত বিদ্আতের (বিদ্আতে-হকীকী) অন্তরভুক্ত হইবে আর যেসকল কার্য শরীঅত কর্তৃক নিষিদ্ধ নয়, যদি কেহ সেগুলি কার্যে তাঁহাদের অনুসরণ করে তাহাহইলে উহা বিদ্আতে হুকমীর পর্যায়ভুক্ত হইবে। †

হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ—সাধারণ ভাবে ইঁহার সংগীত চর্চা করার কথা প্রতিপন্ন করা দুঃসাধ্য। কারণ (i) 'লহ্ওল হাদীছ' ও 'ছামেদুন' সম্পর্কিত আয়তসমূহের তিনিই সংগীত বলিয়া ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন— দেখুন ইমাম বুখারীর আদবুল মুফ্রদ, ১১৫ পৃঃ ও তফছীর ইবনে কছীর (৯) ৩০৯ পৃঃ। (ii) গীতবাদ্য যে বাতিল ও দুষ্কার্য এ বিষয়ে ইবনে আব্বাছের ফতওয়া মওজুদ রহিয়াছে। জনৈক ব্যক্তির জিজ্ঞাসার উত্তরে ইবনে আব্বাছ তাহাকে বলিয়াছিলেন, দেখ—কিয়ামতে যখন সত্য ও মিথ্যার (হক ও বাতিল) আবির্ভাব হইবে তখন গীতবাদ্যকে কোন্ শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হইবে?

قال ابن عباس : ارایت الحق والباطل اذا جاء یوم القیامة فاین یکون الغناء؟ فقال : مع الباطل ! قال : اذهب' فقد افتیت نفسك !

লোকটি বলিলেন,— বাতিলের শ্রেণীতে। ইবনে আব্বাছ বলিলেন, যাও! তোমার বিবেকেই সঠিক ফতওয়া দান করিয়াছে। ‡

এক্ষণে যদি ইবনে আব্বাছ সংগীত শ্রবণ করিয়া থাকেন তাহাহইলে তিনি স্বীয় রেওয়ায়ত ও ফত-

† হিদায়তুছ্ছায়েল।

† ইযাহুল হক, ৫৩ পৃঃ। ‡ ইগাছাতুল লহ্ফান ২৭৭ পৃঃ।

ওয়ার বিরুদ্ধে কার্য করিয়াছেন। অতএব ইবনে-আব্বাছের সংগীত চর্চার কথা হয় অপ্রমাণিত আর যদি প্রতিপক্ষ বিশ্বস্ত ছনদ সহকারে প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহাহইলে ইহাকে তাঁহার ব্যক্তিগত কার্য বলিয়া গণ্য করা হইবে আর পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রেওয়ায়তকারীর কোন আচরণ তাহার রেওয়ায়তের বিপরীত দৃষ্টিগোচর হইলে রেওয়ায়তই অগ্রগণ্য হইবে, তাহার আচরণকে দলীল রূপে সমুপস্থিত করা চলিবেনা। কারণ রেওয়ায়তের বিপরীত আচরণ সংঘটিত হওয়ার হেতুবাদ রেওয়ায়তের দোষ ছাড়াও অনেক কিছু থাকিতে পারে।

উমর বিনে আবদুল আযীয—তাবেয়ী কুলভূষণ আমীরুল মুমিনীন খলীফা উমর বিনে আবদুল আযীযের সংগীত চর্চা করার কথা আমাদের প্রতিপক্ষগণ আগানীর বরাতে উল্লেখ করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দিবালোকে যাঁহারা স্বপ্ন দেখেন তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদন করার কোন ব্যবস্থাই আমাদের হাতে নাই। ইছলামের ইতিহাসের প্রত্যেক পাঠক ইহা অবগত আছেন যে, উমাইয়া খলীফাগণের সন্তানসন্ততিরা কিরূপ উচ্ছৃংখল আর বিলাস পরায়ণ ছিলেন। ইয়াযীদ বিনে মআবীয়াকে এই দলের পুরোভাগে স্থান দেওয়া হইয়াছে, উমর বিনে আবদুল আযীযের অবস্থারও খিলাফতের সিংহাসনে সমারূঢ় হইবার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্রদেশের শাসনকর্তারূপে যতদিন তিনি কার্য করিয়াছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহার বিলাসব্যসন ও উদ্ধত আচরণ উমাইয়া বংশের অন্যান্য রাজপুত্রদের মতই ছিল। এই সকল রাজপুত্রগণের জীবনকাহিনীকে শরীঅতের প্রমাণরূপে উপস্থিত করা একান্ত অর্বাচীনতার পরিচায়ক! অবশ্য এই উমর বিনে আবদুল আযীযই যখন খিলাফতের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অবস্থার মধ্যে আমূল বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল। তিনি কোরআন ও ছুন্নাহর ভিত্তিতে খিলাফতে-রাশিদার শাসনতন্ত্র ইছলাম রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আদর্শ খলীফারূপে তিনি গীতবাদ্য সম্বন্ধে যে ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন, সংগীত চর্চাকারীগণের মুক্ততীয়া তাহা যেরূপ বেমালুমভাবে হজম করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা বড়ই বিস্ময়কর! উমর বিনে আবদুল আযীয ان بدء هاسن الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن ! বলেন, সংগীতের সূচনা হইয়াছে শয়তানের নিকট হইতে আর উহার পরিণতি হইতেছে আল্লাহর ক্রোধ। †

অতএব হযরত উমর বিনে আবদুল আযীযের সংগীত চর্চার প্রকৃত স্বরূপ অভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকা স্বয়ং বিচার করুন।

ছুকায়না বিনতে হুছাইন—ইনি হযরত আলী মুর্তযার পৌত্রী ছিলেন, আরবের সৌখীন ও বিলাসিনী নারীগণের অন্যতমা, পরমা সুন্দরী ও সুপ্রসিদ্ধা কবি ছিলেন। ১১৭ হিজরীতে মদীনায় মৃত্যু মুখে পতিত হন। বিনা ওলীতে ইবরাহীম বিনে আবদুররহমানের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিলেন বলিয়া খলীফা আবদুল মালিকের আদেশক্রমে এই বিবাহ ভাংগিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ‡ উহা ছুকায়নার পঞ্চম বিবাহ ছিল। ¶

আয়েশা বিনতে তলহা—ইঁহার অবস্থাও তথৈবচ। হযরত আবুবকর ছিদ্দীকের পৌত্র আবদুল্লাহর সহিত পরিণীতা হইবার পর—মছ্আব বিনে জুবয়র এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা মোহর প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। § নানা কারণে এই আলোচনা আমরা বর্ধিত করিতে চাই না। কুশাগ্রবুদ্ধিসম্পন্ন আমীর মআবীয়া ও তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণের কূটনৈতিক চক্রান্তে তখন মদীনাবাসীরা বিশেষতঃ আহলে বায়েতগণ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করা সুখদায়ক নয়।

(৩৯৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

† ইবনুল জওযীর ছিরতে উমর বিনে আবদুল আযীয ২৫৭ পৃঃ; ইগাছাতুল লহফান ২৮৫, নকতুল ইলম ৩৪৩ পৃঃ।

‡ বুখারী, তারীখে ছগীর, ১০০ পৃঃ।

¶ ইবনে খল্লকান (১) ২১১ পৃঃ।

§ ইবনে কুতয়বা—কিতাবুল মআরিফ

Contents

মহাপ্রলয় বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে

(২)

কিন্তু বসুন্ধরা কয়েকবারই ধুমকেতুর পুচ্ছ নিরাপদে অতিক্রম করেছে। এরকম ব্যাপার সর্বশেষে ঘটেছিল ১৮৬১ সালের ৩০শে জুন তারীখে। তাই বৈজ্ঞানিকরা এখন মনে করছেন ধুমকেতুর লেজকে ভয় করার কারণ নেই। ওদের সংঘর্ষে ধরিত্রীর পরমায়ু শেষ হওয়ার আশংকা খুবই কম। অবশ্য যদি কোন তারার মাথা গুঁড়ো হয়ে যায় তাহলে মহাবিধ্বস্তি অনিবার্য।

চন্দ্রভীতি

একটা নতুন আবিষ্কার হচ্ছে যে, আমাদের 'দিবস' গুলো ক্রমে ক্রমে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। একলাখ কুড়ি হাজার বছরে এক সেকেণ্ড হিসেবে বর্ধিত হচ্ছে, জোয়ার ভাটার প্রতিরোধই নাকি এর বড় কারণ আর জোয়ার ভাটা নিয়ন্ত্রিত হয় চাঁদের সাহায্যে। জোয়ার ভাটার লহর আর গতিগুলো হয়ে থাকে পশ্চিমমুখী আর ধরিত্রী ঘুরছেন পূর্বমুখী হয়ে। এই বিরোধের ফলে জোয়ার ভাটার প্রতিরোধ বসুন্ধরার আবর্তনে ব্রেকের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আর তার গতি হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে চলেছে, এরই ফলে দিবসের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাচ্ছে। জোয়ার ভাটার প্রতিরোধের দ্বিতীয় প্রতিফল স্বরূপ চাঁদেরগতি মন্থর হওয়ায় বসুন্ধরা থেকে চাঁদ ক্রমশঃ দূরে সরে পড়ছে। এই দূরত্ব বর্তমানে প্রতি-শতাব্দী হিসেবে পাঁচ ফুটের কম নয়। ফলে চাঁদের গতি-কক্ষ অধিকতর বিস্তৃত হয়ে পড়েছে আর চান্দ্রমাসগুলো অলক্ষিতে বড় হয়ে চলেছে। চন্দ্র যখন পৃথিবী থেকে মাত্র ন'হাজার মাইলের দূরত্বে ছিল তখন আমাদের দিনগুলো ছিল ৪'৮ ঘণ্টার। এর অর্থ হল চান্দ্রমাস আর দিবসগুলো ছিল তখন সমান সমান। আজ দিনগুলো হয়েছে চব্বিশ ঘণ্টার, আর চান্দ্রমাসগুলো হয়েছে সাড়েসাতাশ দিনের আর চন্দ্র ও বসুন্ধরার মধ্যবর্তী দূরত্ব হয়েছে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শ' ৪০ মাইল। গোড়ার দিনগুলো দ্রুতবেগে বড় হচ্ছিল, ক্রমে আস্তে আস্তে ছোট হতে লেগেছে। জ্যোতির্বিদদের কল্পনা যে,' পাঁচশ' কোটি খৃষ্টাব্দে জোয়ারভাটার প্রতিরোধ নিবন্ধন বসুন্ধরার গতি কমতে কমতে আর চাঁদের দূরত্ব বাড়তে বাড়তে দিন আর মাসের দৈর্ঘ সমান হয়ে যাবে। তখন দিবস আর চান্দ্রমাস আমাদের বর্তমান ৪৭ দিনের সমান হবে আর চাঁদ পৃথিবী থেকে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল দূরে চলে যাবে। তখনও যদি সূর্যের আলো অবশিষ্ট থেকে যায় তাহলে তখন দিবসগুলো হবে আমাদের— লম্বলম্বা আতপতাপদগ্ধ আর যামিনীগুলো হিম হবে বরফের সুদীর্ঘ হিম রাত্রি।

চান্দ্রমাস আর বসুন্ধরার দিন সমান সমান হওয়ার অর্থ এইযে, চাঁদ আর পৃথিবীর ভ্রাম্যমাণ গতি হবে সমান্তরাল। চাঁদ সব সময় তখন পৃথিবীর একদিকে দাঁড়িয়েই জ্যোৎস্না

(৩৯৬ পৃষ্ঠার পর)

মোটের উপর কথা এই যে, ছাহাবী বা তাবেয়ী-গণের ব্যক্তিগত কোন আচরণ দ্বারা 'হিল্লৎ' ও 'হুরমতে'র কোন প্রশ্নেরই মীমাংসা করা চলিতে পারেনা। কারণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত আচরণ শর্‌য়ী দলীলের অন্তরভুক্ত নয়। কোরআন ও ছুন্নাহর পর ছাহাবাগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত শর্‌য়ী দলীলের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা সমুদয় ছাহাবাকেই শ্রদ্ধা করিতে আদিষ্ট হইয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারো কোরআন ও ছুন্নাহ বিরোধী আচরণকে শরীঅত রূপে গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হই নাই।

কোরআন আমাদিগকে এই প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছে— প্রভু হে, আপনি আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন এবং আমাদের যে সকল ভ্রাতা ঈমানের পথে আমাদিগকে পূর্বেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং যাঁহারা বিশ্বাসপরায়ণ তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কুটিলতা আপনি আমাদের হৃদয়ে প্রদান করিবেননা।

ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان' ولا تجعل فى قلوبنا غلاللذين آمنوا !

(ক্রমশঃ)

দান করতে থাকবে, তখনও যদি বসুন্ধরার পিঠ থেকে মানবকুল নির্মূল হয়ে না যায়, তাহলে তারা হাওয়াই গাড়ীতে চড়ে দীর্ঘ সফর করে মাঝে মাঝে চন্দ্রজগত ভ্রমণ করে আসবে। তখনও চাঁদের জোয়ারভাটার ঢেউ যে দুনিয়ার বুকে খেলবেনা তা' নয়, কিন্তু সে ঢেউগুলোর তখন কোন মূল্যই থাকবেনা। অবশ্য সূর্যের জোয়ারভাটা তখন পৃথিবীর গতির জন্যে বড়ই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে। ক্রমশঃ কমতে কমতে চাঁদের চাইতেও ওর গতি মন্থর হয়ে পড়বে। ফলে চান্দ্র জোয়ারভাটা পুনরায় প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে। কারণ পৃথিবী আর চন্দ্রের ভ্রমণগতির পার্থক্যের ফলে চাঁদের অবস্থা আবার পরিবর্তিত হতে আরম্ভ হবে। চাঁদেরগতি বেড়ে যাওয়ায় আর পৃথিবীর গতি হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় চাঁদ পশ্চিম গগন থেকে উদিত হতে থাকবে এরপর চান্দ্র জোয়ারভাটার প্রতিক্রিয়া হবে সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন চাঁদ পৃথিবীর দিকে পুনরায় আকর্ষিত হতে থাকবে আর শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের এলাকায় প্রবেশ করায় তার বিধ্বস্তি ঘটবে।

চাঁদ তার দূরত্বের শেষসীমা পর্যন্ত পৌছুতে ৫০০ কোটি বছর লেগে যাবে বলে জ্যোতির্বিদরা হিসেব করেছেন! কিন্তু প্রত্যাবর্তন করতে যে আর ক'হাজার কোটি বছর লাগবে তাঁরা তা' এখনও অনুমান করতে সক্ষম হননি। কিন্তু চাঁদের এই প্রত্যাবর্তনই জীবন-কোষের পক্ষে হবে চির মৃত্যুর অমোঘ বাণ। তাঁরা এও কল্পনা করতে ছাড়েননি যে, এই মহা বিধ্বস্তির সময়ে সমুদ্রগুলো যদি টিকে থাকে তাহলে এই মহাবিধ্বস্তির প্রভাব থেকে শুধু অল্প সংখক মাছ হয়তো রক্ষা পেতে পারে আর বিবর্তনবাদের নিয়ম অনুসারে আবার প্রাণীজগতের এই মাছগুলো থেকে পুনর্বিকাশ ঘটতে পারে।

স্বনামখ্যাত জ্যোতির্বিদ জ্যাকরিজ (*Jeggreys*) অনুমান করেন যে, যখন চাঁদ পৃথিবী থেকে দু'হাজার মাইলের দূরত্বে প্রত্যাবর্তন করবে তখন ওর সম্প্রসারণ ঘটবে আর অন্ততঃ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তখন নিশ্চয়ই চাঁদ ফেটে গিয়ে দুই বাহুতে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এই বিভক্ত বাহুগুলো যখন অধিকতর নিকটবর্তী হবে তখন আবার ফাটবে। এইভাবে ফাটতে ফাটতে অগণিত কণিকার এক চন্দ্রহার পৃথিবীকে বেষ্টন করে ফেলবে, ঠিক যেমন আজ শনিগ্রহের চারপাশে এরূপ একটা হার আমরা নিরীক্ষণ—করে থাকি। এ দৃশ্য হবে বড়ই চমৎকার কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই মনোরম দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করার জন্যে মানুষের কোন চোখই তখন অবশিষ্ট থাকবেনা।

যেসকল প্রাকৃতিক কারণ চাঁদের বিধ্বস্তি ঘটাবে সেগুলো পৃথিবীর দিকেও এবারে তাদের নখ প্রসারিত করবে। তখন দুনিয়ার বুকে যদি মানুষের বসতি থাকে, তাহলে তারা শূন্যের মহাসমুদ্র অতিক্রম করার জন্যে এমন একটা জাহাজ নির্মাণ করবে যাতে সমস্ত মানব গোষ্টিকে তুলে নিয়ে বসুন্ধরাকে সালাম জানিয়ে তারা অন্য দুনিয়ায় বসবাসের ব্যবস্থা করবে। চন্দ্রগোলক নিকটতর, বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর হওয়ার দরুণ তখন পৃথিবীতে ঘনঘন প্রচণ্ড ভুকম্প আরম্ভ হবে। আগ্নেয়গিরিগুলো মুহুর্মুহু অগ্নি বমন করতে থাকবে, পাহাড়গুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে সমুদ্রপিঠের সমান হয়ে পড়বে। সমুদ্রবক্ষ থেকে নতুন নতুন ভূখণ্ডের উদ্ভব হবে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় চাঁদের জোয়ার ভাটাগুলো পর্বত সমান উঁচু হয়ে সমস্ত ধরিত্রীকে ছয়লাব করে ফেলবে কিন্তু চাঁদ শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছানর পূর্বেই সমুদ্র বরফের মত জমাট হয়ে যাবে আর জোয়ার ভাটার খেলারও ইতি ঘটবে। চলতি হিসেব অনুসারে আজ থেকে ঠিক দু'শকোটি বছর পর সূর্যের আলোও চিরকালের মত নিভে যাবে আর চাঁদ একটা নির্দিষ্ট কক্ষে এসে স্থায়ীভাবে তার অধীনস্থ হয়ে পড়বে।

কিন্তু তবুও বৈজ্ঞানিকদের চন্দ্রভীতি পুরোপুরি ভাবেই বিদ্যমান রয়েছে।

তারকা শিশুর হাট

বৈজ্ঞানিকরা আরো একটা আশংকা পোষণ করে থাকেন। পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী মঙ্গল গ্রহের কক্ষের বাইরে একটা গোল পট্টি রয়েছে প্রায় ৩৪ কোটি মাইল চওড়া। এই পট্টিতে অসংখ তারকা শিশু কানামাছির খেলা খেলছে। খেলায় উন্মত্ত এই শিশু দলের যে কোন একটি দৌড়োতে দৌড়োতে পৃথিবীর সাথে টক্কর খেয়ে যেতে পারে।

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর লিউশ্চনর (*Leuochner*) অনুমান করেছেন যে, এদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কম নয়। মানুষ এ পর্যন্ত ওদের পাঁচ হাজারটিকে চিনে ফেলেছে। ১৬০০ শত গোলক শিশুর গতিকক্ষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, অবশিষ্টগুলো এপর্যন্ত দৃষ্টির বাইরেই আছে। আয়তনে এরা ক্ষুদ্র, যারা ওদের সব চাইতে বড় অর্থাৎ সিরস (*Ceres*), প্যাল্লাস (*Pallas*), ভেস্টা (*Vesta*) আর জুনো (*Juno*) তাদের পরিধি সাকুল্যে এক মাইল। কিন্তু ওজনে ৩০০ কোটি টন। যদি পৃথিবীর সাথে ওদের কারও টক্কর লাগে তা'হলে তার ফলাফল নির্ভর করবে পৃথিবীর যে অংশের সাথে টক্কর হবে হয় সেই অংশের অবস্থার ওপর আর না হয় যার সাথে টক্কর লাগবে তার দেহের পরিমাণ, ওজন, দৃঢ়তা ও গতির ওপর।

মহা-অগ্নিগোলক

আরো শুনুন! এই নয়নাভিরাম নভোমণ্ডলে গ্যাসের এক মহাকায় গোলক রূপী অগ্নি দৈত্য ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার মাইলের গতিতে লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্রসর হয়ে আসছে। খগোল বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন এই অগ্নিগোলক কোন অজ্ঞাত স্থান থেকে দু'শ কটি বছর যাবত এইভাবেই চলচলায়মান রয়েছে। তার যাত্রা পথে বিরাজ করছেন সূর্য। যতই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কমে আসবে সূর্যও নাকি তাকে অভিনন্দন করার জন্যে দ্রুত এগিয়ে যাবে। উভয়েরই গতির পরিমাণ তীব্রতর ও দ্রুততর হয়ে উঠবে। শেষ পর্যন্ত নাকি উভয়েই আলিংগনাপাশে আবদ্ধ হবে। এর ফলে সৌরমণ্ডলের সমুদয় ব্যবস্থা ও নিয়ম বানচাল হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, গ্রহ উপগ্রহের গতিকক্ষও বদলে যেতে পারে। বহু জগতের বিধ্বস্তি আর নূতন দুনিয়ার আবির্ভাব ঘটতে পারে। প্রাথমিক ঘটনা হবে এইযে, সূর্যের অগ্ন্যুত্তাপ অকস্মাৎ অত্যন্ত বর্ধিত হবে আর এর ফলে জীবন কোষের চরমত্ব লাভ ঘটবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের কল্পনা যে, অন্য কিছুও ঘটতে পারে, অন্য গোলকটার পক্ষে সূর্যের সাথে কোর্টশিপ ঘটিয়ে ফেলাও বিচিত্র নয় আর চন্দ্র ও বসুন্ধরার মত তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে—পড়াও খুব অসম্ভব বলে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেননা। তখন কিন্তু আমাদের বসুন্ধরার জন্যে এক সংগে দু দুটো সূর্যের যোগাড় হয়ে যাবে, কখনও বা তাঁরা এক সংগেই উদিত হবেন, কখনও বা পালাক্রমে অগ্র পশ্চাৎভাবে। কিন্তু রাত্রির অস্তিত্ব তখন সংকটজনক হয়ে পড়বে।

এও সম্ভবপর যে, সূর্য তার নিকট দিয়ে অতিক্রমকারী কোন তারকা-পথিকের সাথে কুশ্রুতি লড়তে লেগে যায়। অনুমান করা হয়েছে যে, সৃষ্টির বয়সে এ ধরণের কুশ্রুতি সূর্য নাকি এ পর্যন্ত দুহাজারবার লড়েছেন কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা হাজার হাজার বছর পূর্বেই অনুমান করা যেতে পারে। বহিরাগত কোন পথিক তারকা যদি সৌরজগতে হানা দিতে চায়, আমাদের দূরবীণগুলো আক্রমণকারীকে বহুপূর্বেই দেখে ফেলবে আর—বংশানুক্রমে এই দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হবে। যথা, আণবিক শক্তির সাহায্যে পৃথিবী থেকে হিজরত করে যাওয়া চলবে অথবা স্বয়ং পৃথিবীটাকেই বেয়ে নিয়ে দূরে সরে যেতে পারো যাবে।

যখন সূর্যের আলো নিভে যাবে

সূর্য আলো, উত্তাপ ও এনার্জির উৎস। শত লক্ষ বছর ধরে জীবন-চাঞ্চল্য, গতিবিধি ও শক্তির স্রোতস্বতীগুলো সূর্য হতেই সব দিকে প্রবহমান রয়েছে, কিন্তু সূর্যের শক্তি ও এনার্জির পরিমাণ যতই প্রচুর হোকনা কেন, সীমাহীন নয়। কোন না কোন দিবস এর ভাণ্ডার নিঃশেষিত হবেই আর উর্ধগগনের বিশাল প্রাসাদের এ প্রদীপ নিভে যাবেই, কিন্তু শেষ নির্বাণের পূর্বে একবার সূর্য সামলিয়ে উঠবে আর তার ফলে অর্ধঘণ্টার ভেতরেই পৃথিবীর অর্ধাংশ জলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত বাষ্পে পরিণত হবে, এই উত্তপ্ত বাষ্পের হিল্লোলে অবশিষ্ট দুনিয়ার সমুদয় জীবের প্রাণশক্তির পরিসমাপ্তি ঘটা বৈজ্ঞানিকদের মতে বিচিত্র নয়। তাঁরা বলেন, শেষ পর্যন্ত স্বয়ং পৃথিবী এই উত্তপ্ত বাষ্পের

ফলে এক বিরাট ধূম্রগোলকে পরিণত হবে আর এই ভাবে আস্তে আস্তে সমস্ত দুনিয়াটা বিগলিত হতে থাকবে। ইতিহাসের সাক্ষ্য রয়েছে যে, সৌরজগতে এরূপ দুর্ঘটনা পূর্বেও ঘটেছে, কয়েকবার আকস্মিক ভাবে জ্বলেওঠা গোলক আকাশমণ্ডলে প্রত্যক্ষ করা গেছে। এরকম জ্বলন্ত তারকা এখনও শূন্য মণ্ডলে পরিদৃষ্ট হয়।

বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেছেন, এই সকল তারকা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে তাপদগ্ধ অবস্থায় পতিত হওয়ার দরুণ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায়। খৃস্টপূর্ব ১৩৪, ১০৫৪ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই, ১৫৭২ খৃঃ আর ১৯০১ খৃস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারীখ গুলোয় নতুন নতুন তারকা মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে।

বিদ্বানগণ এ সম্পর্কে যে সব অনুমানের তীর নিক্ষেপ করে থাকেন সেগুলোর প্রত্যেকটি পূর্ববর্তী অনুমানের খণ্ডন ক'রে নতুন নতুন কারণ সমুপস্থিত করে থাকে। নতুন থিওরী এইযে, দুটো তারকার নৈকট্যের দরুণ আকর্ষণ ও বিকর্ষণের ফলে এনার্জি আলোক ও উত্তাপের মধ্যে দ্রুতগতিতে বর্ধিত হয়ে থাকে আর এরই ফলে অগ্ন্যুৎপাত ও প্রজ্জ্বলন ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়। আর একটি সিদ্ধান্ত এইযে, শূন্য-মণ্ডলে গ্যাস ও ধূম্রের যে সব গোলক রয়েছে কোন তারকা তার নিকটবর্তী হলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জ্বলে ওঠে। এই নিয়ম অনুসারেই আকাশ গোলকের কোন ভগ্ন অংশ পৃথিবীর নিকটবর্তী এলাকায় প্রবেশ করার সাথে সাথে ওতে ঔজ্জ্বল্য প্রতিভাত হয়। সর্বশেষ মতবাদ অনুসারে একে আণবিক প্রতিক্রিয়ার কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি তারকাকে কোন না কোন দিন এই প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হবেই। আমাদের উর্ধ জগতে প্রতি বৎসর নাকি কুড়িটির কাছাকাছি তারকা এভাবেই জ্বলে যাচ্ছে। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির প্রফেসার জর্জ গ্যাও (*George Ga'aow*) অনুমান করেছেন যে, সৃষ্টির দু'শ কোটি বছর বয়সের ভেতর ন্যূনাধিক চার হাজার কোটি তারকা উল্লিখিত প্রাকৃতিক বিস্ফোরণের সম্মুখীন হয়েছে। তিনি মনে করেন যে, সূর্যের পক্ষে এরূপ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা শত লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

কিন্তু সম্ভাব্যতা যতই অল্প হোক না কেন, যদি সত্যি সত্যি এরূপ ব্যাপার ঘটে যায় তাতে করে শুধু ধরিত্রীরই পরিসমাপ্তি ঘটবে না বরং সৌর-জগতের যে কোন স্থানে জীবন-কোষের অস্তিত্ব রয়েছে, তার অবলুপ্তি ঘটবেই। উত্তাপের তুফান অতি বিশ্রী ভাবেই দৃশ্যমান জগত গুলোকে বেষ্টিত করে ফেলবে কিন্তু এ দুর্ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার তখন কেউ থাকবেনা, অবশ্য এক সৃষ্টিকর্তা ছাড়া!

পৃথিবীর সর্বত্র যে জীবন ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয় সব জায়গাতেই সূর্য থেকে সংগৃহীত এনার্জিই তাকে কার্যকরী করে রেখেছে। এই এনার্জিই আমা-দের জীবনের উৎস। পানির শক্তি সূর্যের উত্তাপেরই অনুগৃহীত। সূর্যই একে ধূম্রের আকারে সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত ভাণ্ডারগুলোয় নিক্ষেপ করে আর উচ্চ ভূভাগ থেকে প্রবাহিত হয়ে খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রগুলোকে এ সঞ্জীবিত করতে করতে সমুদ্রের সাথে এসে মিলে যায় আবার সমুদ্র থেকে পূর্ববৎ বৃষ্টির কারখানার চক্কর অবিরত চলতে থাকে। হাওয়ার শক্তিও আমরা সূর্যের কল্যাণেই লাভ করে থাকি। কারণ সূর্যের উত্তাপই বায়ুকে সক্রিয় করে তোলে। সূর্যের উত্তাপ যদি না পাওয়া যেত, তাহলে হাওয়ার চলাচল হয়ে যেত একবারেই স্তব্ধ। এই ভাবে কয়লা, কাঠ আর তৈলের সমুদয় শক্তি সূর্যেরই অবদান। এরই আলো-কের কল্যাণে উদ্ভিদ জগত হ'তে প্রাপ্ত পানি, কার্বন ডাই অক্সাইডের সংমিশ্রণে মিষ্ট মধুর আস্বাদন করা সম্ভবপর হয়। এই জীবন উৎসের প্রভাবেই চারার সবুজ উপাদানের (*Chlorophyll*) উদ্ভব হয় আর এই সূর্যালোক থেকেই গৃহীত কার্বোহাইড্রেটস—(*Carbohydrates*) শক্তি গ্লুকোজের উপাদান নিয়ন্ত্রিত করে। গাছগুলো সূর্য থেকে যে শক্তি আহরণ—করেছিল, গাছের খড়ি যখন আমরা পুড়িয়ে থাকি তখন সেই শক্তি কাঠ থেকে বেরিয়ে যায়। জীব জগতের আহার্যের সমুদয় ব্যবস্থাও সূর্যের ওপরেই ন্যস্ত রয়েছে। (চল্‌বে)

Contents

পরপারের যাত্রী

আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের অন্যতম সহঃ সভাপতি ধর্মপ্রাণ নেতা রংপুর—হারাগাছ নিবাসী আলহাজ মোহাম্মদ জেয়ারত উল্লা ছাহেব বিগত ১২ই চৈত্র রোজ সোমবার প্রাতঃকাল ৫ ঘটিকার সময় ৮৫ বৎসর বয়সে ফিরদউসের পথে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন। জনাব হাজী ছাহেবের বিয়োগে আহলে হাদীছ জামআতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল তাহা অতিশয় মর্মন্তুদ। উত্তর বঙ্গের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী এবং বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। যে সব মহান এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির উৎসাহে ও প্রেরণায় জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনি তাঁহাদের অন্যতম। আহ্‌লে হাদীছ জামআতের জন্য তাঁহার দান অতিশয় মূল্যবান। তিনি নিজ ব্যয়ে বিভিন্ন স্থানে বহু মসজিদ কূপ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। হারাগাছের মর্মর খচিত আহ্‌লে হাদীছ পাকা মসজিদটী তাঁহার জলন্ত কীর্তির অন্যতম। অত্রাঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ তাঁহার অভাবে বিশেষ মর্মাহত। তাঁহার জানাজায় বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। আমরা মরহুমের শোকসন্তপ্ত পুত্র কন্যা এবং আত্মীয় স্বজনদিগকে আমাদের অন্তরের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আল্লাহ মরহুমকে বেহেশ্‌তের সমুন্নত বাগিচায় স্থান দান করুন। আমীন।

হারাগাছ আহ্‌লে হাদীছ জামআতের পক্ষে—

হাজী মোহাম্মদ আনিছুদ্দীন

জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার

ষষ্ঠ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যার পর জুলাই, আগষ্ট ১৯৫৫

জিলা রাজসাহী

মণিঅর্ডারে প্রাপ্ত

৪৭৪। হাজী আবদুল বুদ্দুছ, টিকরামপুর, চাপাই নওয়াবগঞ্জ, ফিৎরা ৬৲ ৪৭৫। মোঃ আইয়ুব আলী মিঞা, বুরুজ, তানোর, নিজ উশর ৭।০ জামাআতী ফিৎরা ৫৲ ৪৭৬। মোঃ বাহারুদ্দীন মিঞা, আন্ধারিয়াপাড়া, পাঁজরভাঙ্গা, এককালীন ১৩৲ ৪৭৭। মোঃ নায়েবুল্লাহ মোল্লা, কোনাবাড়িয়া, বীরকুৎসা, ফিৎরা ২৲ যাকাত ৩৲ ৪৭৮। হাজী আবদুল ওয়াহেদ, ইলসামারী, রাজারামপুর, কুরবানী ৩৷৷০ ৪৭৯। পণ্ডিত আহমদ আলী ছরদার, বইলপাড়া জামাআত, নামো শংকরবাটী, কোরবানী ৩৲ ৪৮০। মোঃ আবেদুদ্দীন, রাজশাহী জি, টি, স্কুল, নামো রাজারামপুর জামাআত হইতে কুরবানী ৫৲ ৪৮১। মুন্‌শী মোঃ নিয়ামুদ্দীন মিঞা, নন্দনালী, কোরবানী ৫৲

আদায় মাঃ মওঃ ওছমানগণী

হেড মুদাব্বিরিছ তরফ সরতাজ মাদ্রাছাহ, গাবতলী—বগুড়া

৪৮২। মোঃ আবদুল গফুর প্রামানিক, পাহাড়পুর, বান্দাইখাড়া, যাকাৎ ৫৲ ৪৮৩। মৌঃ মোঃ রামাযান আলী মোল্লা ও মোঃ নবিরুদ্দীন প্রামানিক, কালিকাপুর, ফিৎরা ৬।০ ৪৮৪। আলহাজ মোঃ ঈমানতুল্লাহ ক্ষিদ্র কালিকাপুর, কাশিমপুর, ফিৎরা ৫৲ ৪৮৫। মোঃ ঈছ মাইল কবিরাজ, আটগ্রাম, রঘুরামপুর, ফিৎরা ১৲ ৪৮৬। মুন্‌শী মোঃ নিয়ামুদ্দীন প্রামানিক, নন্দনালী ফিৎরা ২।০

Contents

আদায় মাঃ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব

৪৮৭। ধুলাউড়ী জামাআত হইতে হাজী মোহাঃ ইছহাক, চাটমোহর, ফিৎরা ৮৲ ৪৮৮। মওঃ আহমদ আলী পীরছাহেব দুয়ারী, ললিৎগঞ্জ, এককালীন ৫০৲

আদায় মাঃ মওঃ আবদুল আযিম আযিমুদ্দীন আযহারী ছাহেব, বাদুরিয়া।

৪৮৯। মৌঃ মোঃ কলিমুদ্দীন প্রামানিক, জয়পুর, জামীরা, ফিৎরা ২৲ ৪৯০। মোহাঃ পাঁচুশাহ, ইউছুফপুর, সরদহ, ফিৎরা ১৲ ৪৯১। মোঃ মণিরুদ্দীন সরকার, সিপাহীপাড়া, সরদহ, ফিৎরা ১৲ ৪৯২। মোঃ যেকের আলী সরকার, ঐ, ফিৎরা ॥০ ৪৯৩। বাদুরিয়া দক্ষিণপাড়া জামাআত, জামিরা, ফিৎরা ১৲ ৪৯৪। মোহাঃ মোযাহার আলী পণ্ডিত, জয়পুর, জামিরা ফিৎরা ২৲ ৪৯৫। মৌঃ মোঃ নঈমুদ্দীন সরকার, হরিদ্রাগাছী, জামিরা ফিৎরা ১৲ ৪৯৬। মোঃ ইমাদুদ্দীন ও অন্যান্য সাং পোঃ জামিরা ফিৎরা ১৲ ৪৯৭। হাজী মোঃ রফিক উদ্দীন, কাকলফাটী, কাজলা, যাকাৎ ১৲ ৪৯৮। বাদুরিয়া উত্তরপাড়া জামাআত, জামিরা, ফিৎরা ৫৲ ৪৯৯। মোঃ ইছলামুদ্দীন, পশন্দা, জামিরা, ফিৎরা ১৲ ৫০০। মোঃ আবদুল হাকিম ঐ, ফিৎরা ॥০

৫০১। আদায় মাঃ মওঃ সুজাউদ্দীন ছাহেব পোঃ সাং বাসুদেবপুর ৩৸০

৫০২। পূর্ব আদায় ২০৲।

ঝিনা বগুড়া—

আদায় মাঃ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী ছাহেব

৫০৩। মৌঃ ফহিমুদ্দীন আখুঞ্জী, ছয়াকুয়া, পোঃ হাটশেরপুর, কোরবানী—৫৲

আদায় মাঃ মওঃ ওছমান গণী, মুদাররিছ তরফ সরতাজ মাদ্রাছাহ, গাবতলী

৫০৪। মোঃ ওছমান গণী, নারিয়ালী, বগুড়া, এককালীন—৸০ ৫০৫। মৌঃ আবদুছছাত্তার আখন্দ, জয়ভোগা, গাবতলী, যাকাৎ—১৲ ৫০৬। সোন্দাবাড়ী ঈদগাহমাঠ, গাবতলী—৭৷৵১০ ৫০৭। মৌঃ মুছলেমুদ্দীন মণ্ডল, হামিদপুর, গাবতলী ফিৎরা—১৲ ৫০৮। মোহাঃ নছিম উদ্দীন মণ্ডল, দরপাড়া, গাবতলী যাকাৎ—২৲ ৫০৯। মোহাঃ আছব আলী ফকীর, সোন্দাবাড়ী গাবতলী ফিৎরা—১০৲ ৫১০। মৌঃ মোঃ আবদুল করিম সোন্দাবাড়ী জামে মছজিদ, গাবতলী, ফিৎরা—১৫৲ ৫১১। মোঃ আহমদ আলী ফকির, পূর্ব পদ্মপাড়া, গাবতলী ফিৎরা—৩৲ ৫১২। মোহাঃ আবদুছ ছালাম প্রামানিক, পূর্বপদ্মপাড়া, গাবতলী, ফিৎরা—২৲ ৫১৩। মৌঃ মোঃ আলমাছ উদ্দীন তরফদার, তরফ মেরু, গাবতলী, ফিৎরা—৫৲ ৫১৪। আল্‌হাজ মোঃ রহিমুদ্দীন পাইকার বাইগুনি, গাবতলী, যাকাৎ—২৲ ৫১৫। মওঃ মোঃ ওছমান গণী কালসীমাটি, মাদলা, ফিৎরা—২৲ ৫১৬। মৌঃ মোঃ গোলামুদ্দীন প্রামানিক, রবিবারিয়া, মাদলা, ফিৎরা—১৲ ৫১৭। আলহাজ মোঃ ছৈয়েদ ছুছেন মণ্ডল, চক বোচাই, গাবতলী, ফিতরা—৮৲ ৫১৮। মৌঃ মোঃ মযরতুল্লাহ মণ্ডল, দোয়ারপাড়া, গাবতলী, ফিৎরা—২৲ ৫১৯। মোঃ ফকীর মাহমুদ ফকীর, তরফ ভাইথা, গাবতলী ফিৎরা—২৲ ৫২০। মৌঃ মোঃ আকাম উদ্দিন প্রাঃ, তরফ ভাইথা, গাবতলী, ফিৎরা ৫৲ ৫২১। মৌঃ মোঃ আবদুল হামিদ আখন্দ, জয়ভোগা গাবতলী, ফিৎরা ৫৲ ৫২২। মৌঃ মোঃ আযিমুদ্দীন পোষ্ট মাষ্টার (গুড়দহ), গাবতলী, ফিৎরা ১৲ ৫২৩। মোহাঃ ছোছেন আলী মণ্ডল, মিন্দিপুর, গাবতলী ফিৎরা ৩৲ ৫২৬। মৌঃ মোঃ আকেল মাহমুদ সরকার, তরফ সরতাজ, গাবতলী, ফিৎরা ৬৲ ৫২৭। মোঃ ইছমাঈল মোল্লা, সোন্দাবাড়ী দক্ষিণপাড়া, গাবতলী ফিৎরা—২৲ ৫২৮। মোহাঃ মফিমুদ্দীন সরদার, সোন্দাবাড়ী দক্ষিণপাড়া, গাবতলী ছদকা—২৲।

মণি অর্ডারে প্রাপ্ত

৫২৯। মোঃ করিম বকশ সরকার এল, এম, এফ, জয়ভোগা; গাবতলী ফিৎরা ৫৲ ৫৩০। মোহাঃ ইউছুছ আলী সরদার, সাং পোঃ কালাই ফিৎরা—২৲ ৫৩১। আবদুল আযিয খলিফা কাদোয়া, বানিয়াপাড়া, এককালিন—৫৲ ৫৩২। মোঃ জাকারিয়া, বানিয়াপাড়া, ফিৎরা—৫৲ ৫৩৩। মাস্টার এম, আবদুল কাদের, রংরারপাড়া, সোনাতলা, কোরবানী—৩৷০ ৫৩৪। ডাঃ এম, এনায়েত ছুছায়ন থুপসারা, কালাই, কোরবানী—১৲ ৫৩৫। এস, আই; মোহাম্মদ শফিউদ্দিন সাং ও পোঃ কোলজাম কোরবানী—১৲

Contents

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এবং
পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের আবেদন।

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين *

আহ্‌লেহাদীছ পরিচিতি

'আহ্‌লেহাদীছে'র পরিচয় সম্পর্কে সর্বপ্রথম ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, 'আহ্‌লেহাদীছ' কোন মযহব বা ফির্কার নাম নয়। পৃথিবীতে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক দলগুলির সংখ্যা যতই অধিক হউক না কেন, সাবধানতার সহিত লক্ষ করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, মযহব, দল, ফির্কা অথবা পার্টির আদর্শ ও কর্মসূচী ব্যক্তি-বিশেষ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও রূপায়িত হইয়াছে এবং উদ্ভাবক ও প্রতিষ্ঠাতাকে আশ্রয় করিয়াই উক্ত ফির্কা ও মযহবের উত্তরকালে বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটিয়াছে। রাজনৈতিক ও মযহবী ফির্কাবন্দীর ইতিহাসে ব্যক্তি-বিশেষের কেন্দ্রত্ব ও প্রাধান্য এরূপ অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে যে, ফির্কা বা পার্টির অন্তরভুক্ত কোন ব্যক্তি, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও কর্মসূচীর অনুসরণের দিক দিয়া যতই অগ্রগণ্য হউক না কেন, ফির্কার ইমাম এবং পার্টির নেতার পুরাপুরি ভক্ত ও অনুগত না হওয়া পর্যন্ত তাহার নিষ্ঠা ও কর্ম-তৎপরতার কোন মূল্যই স্বীকৃত হয় না। পক্ষান্তরে আদর্শ-নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতা অপেক্ষা ফির্কাবন্দীর ইতিহাসে দলীয় নেতার আনুগত্য এবং অন্ধ অনুসরণ অর্থাৎ 'তকলীদ'কেই অধিকতর মূল্যবান স্বীকার করা হইয়াছে। কালক্রমে দলপতির ভ্রম প্রমাদগুলির ফির্কাপরস্তের দল একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকে এবং দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচীর সহিত দলপতির ব্যক্তিগত উক্তি ও আচরণের সংঘর্ষ ঘটিলে অন্ধভক্তের দল নেতার উক্তি ও আচরণকেই ঊর্ধে স্থান দান করে। ইহার শেষ পরিণতি স্বরূপ আদর্শ ও কর্মের সমুদয় নিষ্ঠা ও তৎপরতার পরিবর্তে দলীয় অহমিকতা, গোঁড়ামী ও অনুদারতাই ফির্কার সমুদয় কার্যকলাপকে অধিকার করিয়া বসে।

একথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবেনা যে, উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কোন ইমাম, দরবেশ অথবা কূটনীতি-বিশারদকে আশ্রয় ও কেন্দ্র করিয়া 'আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনে'র ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই। বিভিন্ন ফির্কার অন্তরভুক্ত মুছলমানগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) সার্বভৌম নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও কার্যতঃ উম্মতের অন্তরভুক্ত কোন না কোন ব্যক্তির নিজস্ব মতবাদ, দৃষ্টিভংগী, ব্যাখ্যা অথবা উদ্ভাবিত কর্মপন্থার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন কিন্তু আহলেহাদীছগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) একচ্ছত্র নেতৃত্ব ব্যতীত উম্মতের অন্তরভুক্ত কোন মহাপুরুষের উদ্ভাবিত আকীদা ও সিদ্ধান্তকে আহলেহাদীছগণের আকীদা এবং মযহব রূপে গ্রহণ করেন নাই। এমন কি ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্য হইতেও কোন মাননীয় পুরুষকে আহলেহাদীছগণ অভ্রান্ত ও মাছুম স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাকে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেননাই। আহলেহাদীছগণ ছাহাবা, তাবেয়ীন, মহামতি ইমাম চতুষ্টয় এবং পরবর্তী যুগের সমুদয় মহামনীষী এবং বিদ্যার্থীকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিলেও জ্ঞানের মুক্তি এবং যুক্তির স্বাধীনতাকে প্রলয়কাল পর্যন্ত সমুদয় যোগ্য এবং উপযুক্ত নর নারীর জন্য অবারিত রাখিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধিকে একমাত্র আল্লাহ এবং তদীয় রছুল (দঃ) এবং উম্মতের সমুদয় বিদ্বানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোন নেতা বা মহাপণ্ডিতের পদতলে সমর্পণ করিতে মুহূর্তের তরেও প্রস্তুত নহেন।

শুধু এইটুকুই নয়, আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মূলনীতি **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ** অনুসারে আহলেহাদীছগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্ত্রণকারী ও ব্যবস্থাপক রূপে আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং মনুষ্যশ্রেণীর মধ্য হইতে শুধু তদীয় রছুলের (দঃ) অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য। যাঁহারা উল্লিখিত নীতি সমূহ মান্য করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগকে আহ্‌লেহাদীছ রূপে গণ্য করা যেরূপ অন্যায়, তাঁহাদের আহ্‌লে-হাদীছ হইবার দাবীও তদ্রূপ অর্থহীন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা অন্যান্য দল ও ফির্কার সংগে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের নামও এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আহ্‌লেহাদীছ মতবাদ ও উহার আন্দোলনের পটভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

আহ্‌লেহাদীছ মতবাদের কতিপয় প্রধান বৈশিষ্ট

এরূপ প্রশ্ন কাহারো মনে উদিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, কোরআন ও ছুন্নাহর একচ্ছত্র আধিপত্য ও অধিনায়কত্ব প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠা করা কি শুধু আহলেহাদীছ আন্দোলনেরই বৈশিষ্ট? এই প্রশ্নের জওয়াবে আমরা সসম্মানে দৃঢ়তার সহিত এই কথাই বলিব যে, বাস্তবিকই একমাত্র আহ্‌লেহাদীছগণই কোরআন ও ছুন্নাহর বিজয় পতাকার ধারক ও বাহক! আহ্‌লেছুন্নত ফির্কাগুলির সকলেই কোরআন ও ছুন্নাহর প্রাধান্য নীতিগত ভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও তাঁহাদের নেতা ও ইমামগণের সিদ্ধান্তগুলিই কার্যতঃ তাঁহাদের কাছে প্রকৃত অনুসরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যে দলের যিনি মাননীয় ইমাম, তাঁহার কোন উক্তি ও ও সিদ্ধান্ত রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের পরিপন্থী হইলেও উক্ত ইমাম বা নেতার নামে যে দলটি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা কোরআন ও ছুন্নাহর নির্দেশের সরাসরি অনুসরণের পরিবর্তে তাঁহাদের নেতার উক্তিরই অনুসরণ করিয়া থাকেন এবং নেতার সিদ্ধান্তের প্রতিকূল হাদীছের পরোক্ষ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন এবং যেভাবেই হউক রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া স্বীয় নেতার সিদ্ধান্তের সহিত সুসমঞ্জস করিতে সচেষ্ট হইয়া থাকেন, অথচ একটি স্থানেও তাঁহারা তাঁহাদের নেতার সিদ্ধান্ত বর্জন করিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হননা। পক্ষান্তরে নেতার পরিগৃহীত কোন হাদীছ তহকীক ক্ষেত্রে দুর্বল বা অপ্রমাণিত সাব্যস্ত হইলেও তাঁহারা উহা পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর বলিষ্ঠ ও প্রামাণ্য হাদীছ গ্রহণ করিতে চাননা। অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রে নেতার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকেই ভিত্তি করিয়া তাঁহারা 'কিয়াছ' বা উপমান পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন মছ্‌আলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন।

কিন্তু আহ্‌লেহাদীছ মতবাদের বৈশিষ্ট এইযে, রছুলুল্লাহর (দঃ) সার্বভৌম অধিনায়কত্ব এবং তাঁহার হাদীছের আনুগত্য চুল পরিমাণও অতিক্রম করিয়া যাওয়া আহ্‌লেহাদীছগণের নীতি বিরুদ্ধ। কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছের মুকাবিলায় কোন মহাবিদ্বান, আইনশাস্ত্রবিদ ও শক্তিমান শাসনকর্তার উক্তি ও নির্দেশ মান্য করা আহলেহাদীছ আকীদা অনুসারে অবৈধ ও মহাপাপ। বলিষ্ঠতর হাদীছের সমকক্ষতার দুর্বল হাদীছের অনুসরণ করা আহলেহাদীছগণের রীতি বিরুদ্ধ। আমাদের এই দাবীর অকাট্য প্রমাণ এই যে, পৃথিবীর সমুদয় মযহবী ফির্কা তাঁহাদের মযহবের মছআলাগুলি বিশেষ ভাবে সংকলিত করিয়া পৃথক পৃথক ফিক্‌হ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটি দল তাঁহাদের নিজেদের দলীয় মছআলার গ্রন্থগুলিকে নিজেদের গ্রন্থরূপে এবং অপরাপর দলের মছআলার পুস্তকগুলিকে ভিন্ন মযহবের কিতাব রূপে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু রছুলুল্লাহ (দঃ) ব্যতীত আহলেহাদীছগণের যেরূপ কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সর্বাধিনায়ক বা ইমাম নাই, সেইরূপ আহ্‌লেহাদীছ বিদ্বানগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ গ্রন্থ ব্যতীত কোন বিদ্বান ও মহাপণ্ডিতের লিখিত পুস্তককে নিজেদের গ্রন্থরূপে স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের চয়ন, সংকলন, সম্পাদন, ব্যাখ্যা ও আলোচনা ব্যতীত কোন ইমাম বা নেতার সিদ্ধান্তগুলিকে সংকলিত করিয়া এবং উপমান প্রণালী

সাহায্যে সেগুলিকে ভিত্তি করিয়া নূতন নূতন মছ্আলা রচনা করার কার্যে কদাচ প্রবৃত্ত হন নাই।

আর একটি বৈশিষ্ট

এই মতবাদের আর একটি বৈশিষ্ট হইতেছে ইহার স্থিতিস্থাপকতা গুণ। বিভিন্ন ফির্কা ও দলের ন্যায় আহলেহাদীছ আন্দোলন মানব সমাজের নিত্য নূতন প্রয়োজন ও যুগধর্মের দাবীকে অস্বীকার করেনা। যুগ বিশেষের কোন মানবীয় নেতৃত্ব, প্রজ্ঞা ও সিদ্ধান্তকে চরম ও অকাট্য বলিয়া স্বীকার না করায় এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া ইহার পরিপুষ্টি সাধিত না হওয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলনে কোরআন ও ছুন্নাহকে ভিত্তি করিয়া সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যাসমূহের যুগোপযোগী সমাধানের সকল সময়েই অবকাশ রহিয়াছে। প্রচলিত মযহব সমূহের কোন একটিতেও সকল যুগের সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গতানুগতিকতা ও ফির্কাবন্দীর প্রভাব অস্বীকার না করা পর্যন্ত ইছলামকে সর্বযুগোপযোগী শক্তিশালী জীবন ব্যবস্থা রূপে প্রমাণিত করার কোন উপায় নাই। একমাত্র আহলেহাদীছ আন্দোলনই এই রোগের প্রতিষেধক।

আর একটি বৈশিষ্ট

"আল্লাহর একত্ব এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্ব" এই দুই মহা মতবাদকে ভিত্তি করিয়া মুছলিম সমাজের জাতীয় সংহতির গুরুত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অতীতে ও বর্তমানে দল, মত ও ফির্কার উগ্র প্রভাবেই মুছলিম সংহতির এই অত্যাবশ্যক মতবাদ ক্ষুণ্ন হইয়াছে। একমাত্র আহ্লেহাদীছ আন্দোলনই বিশ্বের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মুছলিমকে নবুওতে-মোহাম্মদীর এককেন্দ্রিক সাগরতীর্থে সমবেত ও পরস্পর আলিংগনাবদ্ধ হইবার আহ্বান জানাইয়াছে।

আরো একটি বৈশিষ্ট

আহলেহাদীছ আন্দোলনের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট এই যে, রাজনীতি ক্ষেত্রেও ইহা দলীয় স্বাতন্ত্র ও পার্থক্যের আহ্বায়ক নয়, ইহা কখনো পৃথক কোন রাজনৈতিক গোঠ গঠন করিতে চায়না। দেশের এবং জাতির বৃহত্তর ও মহত্তর কল্যাণের জন্য সকল প্রকার ন্যায়ানুমোদিত আন্দোলনে মুছলিম জনগণের সহিত মিলিত হইয়া সমাজের অন্য দশজনের ন্যায় কাজ করিয়া যাওয়াই ইহার পরিগৃহীত কর্মপন্থা। এই আন্দোলনের অনুসারীরা আইন-সভায় রক্ষাকবচ বা স্বতন্ত্র আসনের দাবীদার হইতে পারেনা, এমন কি দলগত ভাবে তাহারা নিজেদের স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবীও উপস্থিত করেনা। এই আন্দোলনের অনুসরণকারী গণের জন্য স্বতন্ত্র কোন কলোনী বা উপনিবেশের দাবীদার হইবার উপায় নাই। মুছলিম জনগণের সাধারণ স্বার্থই হইতেছে এই আন্দোলনের অনুসারীগণের স্বার্থ এবং জাতির পতাকাই হইতেছে ইহাদের একমাত্র পতাকা। দেশের সকল প্রকার রাজনীতিকে ইছলামী রূপ প্রদান করা এবং কোরআন ও ছুন্নাহকে ভিত্তি করিয়া সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবেশ গড়িয়া তোলাই এই আন্দোলনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য। খিলাফতে রাশিদার আদর্শে ইছলামী রাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবন সাধন আহলেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক লক্ষ।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের পটভূমিকা

ফলকথা, আহলেহাদীছ নির্দিষ্ট কোন দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুছলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই ইহার উত্থান হইয়াছে! কিন্তু কোরআন ও হাদীছের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা এবং জাতির পুনর্গঠন ও সংস্কারের কার্য এরূপ সুদূর প্রসারী ও শাখা প্রশাখা বহুল যে, আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের কর্মীগণ সকল সময় সমবেতভাবে একই নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারেননাই। বিগত উনবিংশ শতকে তাঁহাদের একদল ভারত উপমহাদেশে লেখনীর সাহায্যে কোরআন ও ছুন্নাহর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা এবং

ইছলামের দার্শনিক তত্ত্ব সম্বলিত সহস্র সহস্র গ্রন্থ ও সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও মুহাদ্দিছ নওয়াব ছাইয়েদ ছিদ্দীক হাছান খান, আল্লামা শমছুল হক আযিমাবাদী, মওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মওলানা মোহাম্মদ হোছাইন বাটালভী, মওলানা মুহীউদ্দীন লাহোরী, মওলানা বদীউয্‌যমান, মওলানা ওয়াহীদুয্‌যমান প্রভৃতি বিদ্বানের নাম এই দলের পুরোভাগে অবস্থিত। নওয়াব (রহঃ) একক-ভাবেই ক্ষুদ্র বৃহৎ পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া করিয়া গিয়াছেন। এই দলের তত্ত্বাবধানে শুহ্‌নায়ে হিন্দ, ইশাআতুচ্‌ছুন্নাহ, যিয়াউচ্‌ছুন্নাহ্‌, দিলগুদায্‌, পয়ছা আখ্‌বার ও কর্জন গেজেট প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হইয়া ভারত উপমহাদেশে সাংবাদিকতার বীজ উপ্ত করে। উর্দু সাহিত্যকে এই আহ্‌লে-হাদীছগণই ভারত উপমহাদেশে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। স্যর ছৈয়েদ আহমদ খান, নওয়াব মুহ্‌ছিনুল্‌মুল্‌ক, মওলানা হালী, ডেপুটি নযীর আহমদ, মুমিন খান শহীদ দেহলভী ও আবদুল হালীম শরর প্রভৃতির নাম উর্দু গদ্য ও কাব্য সাহিত্যে প্রলয়কাল পর্যন্ত অমর হইয়া রহিবে।

আহ্‌লেহাদীছগণের আর একটি দল তাঁহাদের সমস্ত জীবন শুধু কোরআন ও হাদীছের অধ্যাপনা কার্যেই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের অক্লান্ত সাধনার ফলেই পাক-ভারত ও বঙ্গ-আসামের ঘরে ঘরে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের পবিত্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। শয়খুলকুল আল্লামা ছৈয়েদ মোহাম্মদ নযীর হোছাইন দেহলভী, আল্লামা শয়খ হোছাইন বিনে মুহ্‌ছিন আল্‌ আনছারী, আল্লামা বশীর ছহ্‌ছওয়ানী, আল্লামা হাফিয আবদুল্লাহ গাযীপুরী প্রভৃতি এই দলের শীর্ষস্থানীয়। আহলেহাদীছগণের আর একটি দল শির্‌ক ও বিদ্‌আতের প্রতিরোধকল্পে এবং তওহীদ ও ছুন্নতের প্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনায় আকুল হইয়া কান্দাহার হইতে সিংহল পর্যন্ত এবং নেপালের তরাই হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দরবন পর্যন্ত পথে পথে ঘুড়িয়া কে কোন্ স্থানে যে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করার উপায় নাই। ছৈয়েদ হাবীবুল্লাহ কান্দাহারী ছৈয়েদ আবদুল্লাহ গজনভী, ছৈয়েদ আবদুল্লাহ ঝাউ, মওলানা ইবরাহীম নছীরাবাদী মুহাজিরে মক্কী, মওলানা খওয়াজা আহমদ নদীয়াভী, মওলানা যিল্লুররহীম মংগোলকোটি, মওলানা মনছুরুর রহমান ঢাকাভী, মওলানা মীযানুর রহমান শ্রীহট্টি ও মওলানা আবদুল হাদী ইছলামাবাদী প্রভৃতির নাম এই দলের অগ্রভাগে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আহলেহাদীছগণেরই আর একটি দল সংসারের মায়া এবং সুখশান্তির বুকে পদাঘাত করিয়া ভারত উপমহাদেশকে যুগপৎভাবে হিন্দু ও ইংরেজদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া এই দেশে খিলাফতে রাশিদার শাসন ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন কল্পে নিষ্কাশিত তলওয়ার হস্তে সক্রিয় সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। আল্লামা ইছমাইল শহীদ দেহলভী, ছাদিকপুরের মওলানা বিলায়েত আলী ও মওলানা ইনায়েত আলী ভ্রাতৃযুগল আল্লামা শাহ ইছহাক দেহলভীর জামাতা মওলানা নছীরুদ্দীন শহীদ, ২৪ পরগণার মওলানা ইবরাহীম আফতাব খান শহীদ প্রভৃতি বীর সেনানীর নাম এই দলের অধ্যক্ষরূপে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত রহিবে। ভারত উপমহাদেশকে বিজাতি, বিধর্মী ও বৈদেশিকদের কবল হইতে মুক্ত করার জন্য আহ্‌লেহাদীছগণ যে সক্রিয় সংগ্রাম অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পরিচালিত করিয়াছিলেন, ভারতের সিপাহী-যুদ্ধ ও ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনীর প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাকে তাহা রক্তরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

মোটের উপর শতাব্দীর উর্ধকাল ধরিয়া পাক ভারতের যে কোন স্থানে যে কোন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, তমদ্দুনিক ও সংস্কারমূলক আন্দোলন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির আহলে হাদীছগণ হয় কর্ণধার ও পথপ্রদর্শকরূপে নেতৃত্ব করিয়াছেন আর না হয় কোরআনের বিশ্ববিশ্রুত নীতি 'ন্যায়ের সাহচর্য ও অন্যায়ের প্রতিরোধ'—অনুসারে আহলেহাদীছগণ সেগুলির সহিত সহযোগের হস্ত মিলাইয়া আসিয়াছেন।

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের শোকাবহ পঞ্চাশ কাহিনী

অশেষ পরিতাপ ও লজ্জার সহিত একথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিজয় বৈজয়ন্তী বর্তমানে অর্ধ অবনমিত হইয়াছে, আন্দোলনের প্রত্যেকটি খাতে প্রবল ভাটা ধরিয়াছে। শুধু যে কর্মতৎপরতার দিকদিয়াই এই আন্দোলন তাহার বৈশিষ্টগুলি হারাইতে বসিয়াছে তাহাই নয়, বরং চরম দুর্ভাগ্য এইযে, ইহার মৌলিক আদর্শ ও আকীদা সম্বন্ধেও আহলেহাদীছগণ সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল আন্দোলন বা দল অনৈছলামিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা যে দলগুলি তাঁহাদের মজ্জিছের বাতি আহলেহাদীছ আন্দোলনের দীপশিখা হইতে জ্বালাইয়া লইয়াছেন, আত্মবিস্মৃতি ও গড্ডালিকা-প্রবাহের অভিশাপে পতিত হইয়া আহলেহাদীছগণ সেই সকল দলীয় আন্দোলনের খরস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। আজ আহলেহাদীছ আন্দোলন বলিতে, তাহাদের আদর্শ ও লক্ষ বুঝিতে, তাহাদের রাজনৈতিক স্থান নিরূপণ করিতে, বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের সম্মানিত দরবারে তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে যদি কেহ অগ্রসর হয়, তাহাহইলে বাস্তবিকই তাহাকে হতাশ হইতে হইবে। যে আন্দোলন এই দেশে নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছিল, শিরক, বিদআত ও বিজাতীয় দাসত্বের লৌহশৃংখলে আবদ্ধ অসহায় মুছলিম সমাজের দিকদিশারীরূপে যে আন্দোলন তাঁহাদিগকে মুক্তি, ঋদ্ধি ও হিদায়তের পথ প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহার এই অশুভ পরিণতি দেখিয়া কোন্ হৃদয় শোকে মুহ্যমান হইবেনা? কিন্তু ইহার জন্য বিলাপ করার পরিবর্তে সর্বাগ্রে আমাদিগকে এই দুর্বিষহ অবস্থার প্রকৃত নিদান অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ সত্যকথা এইযে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের বর্তমান শোকাবহ পরিণতি সম্পর্কে বিলাপকারীর সংখ্যাও অতিশয় নগণ্য!

দার্শনিক মহাকবি ইকবালের ভাষায় বলা যাইতে পারে:

واے ناکامی متاع کاروان جاتا رہا ! کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

হায় দুর্ভাগ্য! কাফিলার সম্পদ সমস্তই লুট হইয়া গেল,
আর সাথে সাথে কাফিলার মন হইতে সর্বনাশের অনুভূতির বিলুপ্ত হইল!

রোগের নিদান নির্ণয়

গভীর ভাবে লক্ষ করিলে একটি বিষয় ধরা পড়িয়া যায় যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের সকল প্রকার সমারোহ, উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতার ভিতর আন্দোলনের অধিনায়ক ও কর্মীগণ একটি অত্যন্ত যরুরী বিষয়কে গোড়াগুড়ি হইতেই উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইছলামী জীবনের অপরিহার্য রূপ হইতেছে তাহার **জামাআতী জীবন**। মুছলিম বিবর্জিত কোন ভূখণ্ডে তিনজন অথবা ততোধিক মুছলমান যদি বসবাস করিতে বাধ্য হন, তাহাহইলে তাঁহাদিগকে জামাআত গঠন করিয়াই জীবনযাপন করিতে হইবে। বিচ্ছিন্ন, বিশৃংখল ও পরস্পর সম্পর্ক নিরপেক্ষ জীবনকে জাহিলী জীবন এবং এই অবস্থার মরণকে জাহিলীয়তের অপমৃত্যু নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। জামাআতী জীবনের রূপায়ণ, সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের প্রতীক রূপে সূচিত হইয়া থাকে। জামাআতবিহীন আন্দোলন কায়াবিহীন ছায়ার ন্যায়। জামাআতের সাংগঠনিক শক্তি ও দৃঢ়তা আন্দোলনের আদর্শ ও কর্মসূচীকে জীবন্ত ও বলবন্ত করিয়া তোলে কিন্তু আহলেহাদীছ-আন্দোলনের বেলায় আমরা কি দেখিতে পাই? বালাকোটের কারবালার পর কর্মীগণ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের অবলম্বিত কর্ম সাধনার কোন শাখা প্রশাখাকেই নিষ্প্রয়োজনীয় ও নিরর্থক বলার উপায় নাই, কিন্তু এই শাখা প্রশাখাগুলির কোন অভিন্ন মূল অথবা কাণ্ডের সহিত দুর্ভাগ্যবশতঃ যোগসাধন ঘটে নাই, যিনি যে কর্মক্ষেত্র যে স্থানে বাছিয়া লইয়াছিলেন তিনি সেই ক্ষেত্রেই সার্বভৌম প্রাধান্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, অখণ্ড ও অদ্বিতীয় জামাআতরূপে আহলেহাদীছগণ নিজেদের

কখনও কল্পনা করিতে শেখেন নাই। সমষ্টিগত ভাবে তাঁহাদের সম্মেলন, সংযোগসাধন ও আত্মকলহ নিরসনের উপায় কখনও অবলম্বিত হয় নাই। ওয়াহাবী বিদ্রোহের ধরপাকড় ও রাজনৈতিক কুচক্রী এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদলের ষড়যন্ত্র এবং কুসংস্কারপন্থী গোঁড়া মুকাল্লিদগণের সংকীর্ণ মনোবৃত্তি আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই ত্রুটির জন্য বহুলাংশ দায়ী হইলেও ত্রুটির ভয়াবহ কুফল এবং উহার সাংঘাতিক পরিণাম হইতে এই আন্দোলন রক্ষা পায় নাই।

ইহারই পরিণতি স্বরূপ উত্তর কালে আহলেহাদীছগণ দিশাহারা ও লক্ষশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। কর্মীগণ সকলেই স্ব স্ব স্থানে আত্মপ্রধান ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন মূল আন্দোলনের জীবনীশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া এক্ষণে একটি নাম মাত্র ফির্কায় পর্যবসিত হইয়াছে, শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি এমন কি সাধারণ দ্বীনদারী ক্ষেত্রেও তাহারা তাহাদের বৈশিষ্ট হারাইয়া ফেলিয়াছে। বরং বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, মূর্খতা, বিশৃংখলা, কলহপরায়ণতা এবং ধর্মীয় উচ্ছৃংখলা আহলেহাদীছগণের বৈশিষ্টরূপে গণ্য হইতে চলিয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আদর্শ ও আকীদার প্রতি ৬০ লক্ষের অধিক মুছলমান আস্থাশীল বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন কিন্তু জীবন সাধনার সকলক্ষেত্রেই তাঁহাদের অস্তিত্ব অস্পষ্ট ও আবছায়া।

দুই শতাব্দীব্যাপী আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচারসাধনা আজ যখন বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে, সহস্র সহস্র মর্দে মুমিন মুজাহিদগণের বক্ষনিঃসৃত খুনে সিক্ত জমির উপর যে ইছলামী রাষ্ট্রের বীজ বপন করা হইয়াছিল, ইছমাঈল শহীদের সেই রক্ত রাংগা বীজ যখন আজ পাকিস্তান ইছলামী প্রজাতন্ত্র নামে অংকুরিত হইতে চলিয়াছে, কোরআন ও ছুন্নাহর দূরে নিক্ষিপ্ত পতাকা আজ যখন পুনরায় দেশের জাতীয় বিজয় পতাকা রূপে গৃহীত হইতে চলিয়াছে, মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন দৃষ্টি ভংগী লইয়া আমাদের নবশিক্ষিত সমাজ যখন পৃথিবীর সমুদয় সমস্যার সমাধান কল্পে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সমাজ, রাষ্ট্র ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেক মজলিছে যখন প্রাভাতিক আযান আরম্ভ হইয়াগিয়াছে, এহেন পবিত্র ও শুভ মুহূর্তে আহলেহাদীছগণ তাঁহাদের সমুদয় গৌরব ও বৈশিষ্ট হইতে বঞ্চিত হইয়া আত্মবিস্মৃতি ও নিশ্চেষ্টতার মোহ নিদ্রায় বিভোর হইয়া রহিয়াছেন।

* * * *

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের প্রতিষ্ঠা

উল্লিখিত অবস্থা এবং আনুসংগিক সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিয়া আহলেহাদীছ আন্দোলনের ভবিষ্যত ইতিকর্তব্য নির্ধারণকল্পে বাঙলা ১৩৫৩ সালের বৈশাখ মাসে ৫, ৬ ও ৭ তারীখে রংপুর যিলার অন্তরগত হারাগাছ বন্দরে স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী মুছলিম জনগণের উৎসাহে ও পরিশ্রমে নিখিলবঙ্গ ও আসাম আহলেহাদীছ কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হয়। প্রদেশের প্রায় সকল যিলা ও মহকুমা হইতেই প্রতিনিধিগণ দলে দলে এই কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সকলেই আহলেহাদীছ আন্দোলনের বর্তমান সংকটজনক অবস্থার জন্য উৎকণ্ঠা এবং চিন্তার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে বিপুল সমারোহ, উৎসাহউদ্দীপনায় কনফারেন্সের কাজ সুসম্পন্ন হইয়াছিল তাহার ফলে সকলের মনেই নূতন আশা ও উৎসাহের আলো প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই কনফারেন্সেই সর্বপ্রথম নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর বাঙলা ১৩৫৫ সালের ২৮শে ও ২৯শে ফাল্গুন তারীখে রাজসাহী যিলা টাউনের উপকণ্ঠে নিখিল বংগ ও আসাম আহলেহাদীছ কনফারেন্সের ২য় অধিবেশন অপূর্ব শানশওকতের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে প্রায় অর্ধ লক্ষ কর্মী, শ্রোতা, প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত মেহমানগণের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সকল অঞ্চল হইতে পাঁচ শতাধিক উলামা, পীর ছাহেবান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন। উভয় কনফারেন্সেই আহলেহাদীছ আন্দোলনের যে ভাবী কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছিল তাহার অতি সামান্য অংশই এ পর্যন্ত কার্যে পরিণত করা

সম্ভবপর হইয়াছে এবং যে সকল কারণে জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের কার্যক্রমকে আশানুরূপ অগ্রণী করা সম্ভবপর হয় নাই, এক্ষণে আমরা তাহা আলোচনা করিব।

সমষ্টিগত জামাআতী জীবনের বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্ববোধে অভ্যস্ত না থাকায় এবং বর্তমানে আহ্‌লেহাদীছগণ অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বিভক্ত হইয়া পড়ায় এবং লক্ষহীন পীরতন্ত্রের ব্যবস্থা চালু থাকায় সমাজের মনোযোগ ও কর্মশক্তিকে এককেন্দ্রিগ করা সম্ভবপর হয় নাই। সমাজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দলটির স্বার্থবুদ্ধি ও রুচিবিকৃতির ফলে ইছলামী আন্দোলনের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি আকৃষ্ট হইতেছেনা। শিক্ষিত জনগণের বিচার বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করার উপযোগী প্রচুর পরিমাণে সৎসাহিত্যের প্রণয়ন ও প্রচারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয় নাই।

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের আদর্শ, লক্ষ, দৃষ্টিভংগী ও হিক্‌মতের সহিত সুপরিচিত বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত, লেখক ও প্রচারক দল কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেননা।

প্রতি বৎসর যাহাতে প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের অধিবেশনগুলি আহুত হয় আর এতদুপলক্ষে জামাআতী যোগাযোগ এবং সহানুভূতির সম্পর্ক দৃঢ়তর হইয়া উঠে এবং যোগ্যতর কর্মীগণ আন্দোলনে উপযুক্ত স্থানের অধিকারী হইতে পারেন তজ্জন্য সমাজের ধর্মীয় নেতা এবং জননেতাগণের কোনরূপ উৎসাহ নাই।

জমঈয়তকে প্রতিষ্ঠিত এবং ইছলামী দাওয়াতকে শক্তিশালী করিয়া তোলার জন্য প্রত্যেক কনফারেন্সে এবং সাধারণ সভাগুলিতে পীর ছাহেবান ও নেতৃমণ্ডলী বায়তুল মালের যে সিকি অংশ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহার মর্যাদা কিছুই রক্ষিত হয় নাই।

সর্বাপেক্ষা আপত্তিকর অবস্থা এই যে, একজন চিররুগ্ন, অক্ষম, অন্ধপ্রায় এবং অযোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের সমুদয় কার্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাকে একরূপ তাহার ব্যক্তিগত কার্য বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে।

আশার আলো

কিন্তু নৈরাশ্যের সূচীভেদ্য অন্ধকারে এবং চতুর্মুখী বাধাবিপত্তির ভিতর দিয়াও পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ বিগত ৭ বৎসর কালের মধ্যে যে সকল ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও সমাজ-হিতকর খিদমত আঞ্জাম দিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব ও মূল্য কোন দিক দিয়াই কম নয়। যাঁহার করুণা ইংগিতে এবং পবিত্র সাহচর্যের ফলে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ তাহার কর্মসাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, আমরা তাঁহার দরবারে আমাদের হৃদয়ের অকুণ্ঠ ও অবিমিশ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি আর যে সকল কর্মী ও হৃদয়বান ব্যক্তির সহযোগ ও সাহায্যে আমরা এই দুর্লংঘ পথ এ যাবত অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ জানাইতেছি।

জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সেবা

পাকিস্তানে ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার যে সংগ্রাম সম্প্রতি আংশিক ভাবে জিতিয়া লওয়া হইয়াছে, এই সংগ্রামে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, আমরা সর্বপ্রথম তাহাই উল্লেখ করিব। কারণ ইছলামী শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আহলেহাদীছ আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পাকিস্তান বিঘোষিত হইবার সংগে সংগেই অর্থাৎ ইংরাজী ১৯৪৭ সালে যখন ইছলামী শাসনতন্ত্রের কথা আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত শ্রেণীর স্বপ্নলোকেও প্রবেশ করিতে পারে নাই, মুছলিম লীগ হইতে আরম্ভ করিয়া কোন প্রতিষ্ঠানই পাকিস্তানে ইছলামী শাসন প্রবর্তনের দাবী যখন উপস্থিত করিতে সাহসী ছিলেননা, নিযামে ইছলাম ও রব্বানী মজলিছ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি যখন এই প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে নাই, ইছলামী জামাআতের কোন শাখা প্রশাখার নাম গন্ধও যখন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলনা, সেই সময়ে সর্বপ্রথম পূর্বপাক জমইয়তে আহলেহাদীছ 'ইছলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র' রচনা করিয়া ইছলামী শাসন পদ্ধতির স্বরূপ ও পাকিস্তানে উহার প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতার সহিত এই প্রদেশের জনগণকে পরিচিত করে।

অতঃপর বাংলা ১৩৫৫ সালে আহলেহাদীছ কনফারেন্সের রাজসাহী অধিবেশনে এই দাবীকে অধিকতর বলিষ্ঠ আকারে উপস্থিত করা হয় এবং ১৩৫৭ সাল হইতে জমঈয়তের মুখপত্র **তর্জুমানুল হাদীছে** পাকিস্তানে ইছলামী শাসন প্রতিষ্ঠার দাবীতে সংগ্রাম শুরু করিয়া দেওয়া হয় এবং বহু প্রবন্ধ, ইশ্‌তেহার, পুস্তক ও সভাসমিতি দ্বারা এই দাবীকে শেষ পর্যন্ত জমঈয়ত গণ দাবীতে পরিণত করিতে সমর্থ হয়। ১৩৫৯ সালে **পাকিস্তানের শাসন সংবিধান** নামে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, এরূপ ধরণের ইছলামী আদর্শের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে রচিত হয় নাই। ইছলামী শাসন ব্যবস্থাকে বানচাল করিয়া দিবার জন্য যখন ইছলাম বিরোধী দল সমূহ তাঁহাদের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করেন এবং ইছলামী প্রতিষ্ঠানগুলি অসহায় অথবা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া বসিয়াছিলেন, সেই সময় পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া বিচ্ছিন্ন ও প্রক্ষিপ্ত ইছলামী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্মিলিত ভাবে ইছলামী শাসন-ব্যবস্থার দাবী উপস্থিত করার প্রেরণা জোগায়। ইহার জন্য জমঈয়তের সভাপতিকে শারীরিক ও আর্থিক নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিতে হয়। জমঈয়তের কর্মীগণ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিভিন্ন ইছলামী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অভিন্ন ফ্রন্টে সমবেত করার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁহাদের সফল চেষ্টার রূপায়ণ স্বরূপ পাবনা টাউনে প্রাদেশিক মুছলিম লীগ, প্রাদেশিক নিযামে ইছলাম, হিযবুল্লাহ, ইছলামী জামাআত, আঞ্জুমনে মুহাজেরীন ও পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের নেতৃবর্গের সমবায়ে ন্যূনাধিক অর্ধলক্ষ প্রতিনিধি ও মুছলিম জনগণের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। এরূপ সর্বদলীয় সর্বাংগ সুন্দর ও সফল সম্মেলন বিগত অর্ধযুগের ভিতর কোন স্থানে আহ্বান করা সম্ভবপর হয় নাই।

সাহিত্যিক সেবা

বাংলা দেশে তথা পূর্ব পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কোন মুখপত্রই ছিলনা! এই তীব্র অনুভূত অভাব পূর্বপাক জমঈয়ত আহলেহাদীছ আল্লাহর ফযলে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙলা ১৩৫৭ সাল হইতে **তর্জুমানুল হাদীছ** মাসিক আকারে প্রকাশলাভ করিতেছে। প্রতিবৎসর তফছীর, হাদীছ, ফিক্‌হ, ইতিহাস, ইছলামী দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতিক বহু মূল্যবান প্রবন্ধ ভারে সমৃদ্ধ হইয়া এই মাসিকখানা ইছলামী আদর্শের মুখপত্ররূপে সমাজে পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসর দুই হাজার হইতে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতি দিয়াও অর্ধযুগের অধিককাল এই কাগজ-খানাকে টিকাইয়া রাখা হইয়াছে। উপযুক্ত লেখকগণের মনোযোগের অভাবে এই সাময়িক পত্রখানাকে আমরা এখনো আমাদের ইচ্ছামত উন্নত করিয়া তুলিতে পারি নাই।

এতদ্ব্যতীত এযাবত পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের তত্ত্বাবধানে যে সকল পুস্তক ও পুস্তিকা প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। কলেমায়ে তৈয়েবা—তওহীদ সম্পর্কে।
২। ইছলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র—রাষ্ট্রদর্শন।
৩। পাকিস্তানের শাসন সংবিধান—রাষ্ট্রদর্শন।
৪। পীরের ধ্যান—রদ্দে বিদ্‌আত।
৫। নবুওতে মোহাম্মদী—নবী জীবনের মাহাত্ম্য ও কাদিয়ানী মতবাদের খণ্ডন।
৬। তারাবীহ—ফিক্‌হ।
৭। মুছাফাহা—ফিক্‌হ।
৮। আদর্শ দীনিয়াত—ফিক্‌হ।
৯। আহলেকিবলার পিছনে নমায—ফিক্‌হ।
১০। ঈদে কুরবান—ফিক্‌হ।
১১। ছিয়ামে রামাযান—ফিক্‌হ।
১২। যুক্তনির্বাচন—রাজনীতি।
১৩। ভাবিয়া দেখা কর্তব্য—তাযাতত্ত্ব (ইংরেজী, বাংলা ও উর্দূ ভাষায় প্রচারিত)।
১৪। গণপরিষদের মাননীয় সদস্যগণের নিকট আবেদন—(উর্দূ, ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় প্রচারিত)—রাজনীতি।

১৫। শাসনতন্ত্রের খসড়া সম্পর্কে জমঈয়তের সভাপতির বিবৃতি—রাজনীতি।
১৬। ইছলামী শাসনতন্ত্রের গুরুত্ব—রাজনীতি।
১৭। সর্বদলীয় ইছলামীফ্রন্ট কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ—রাজনীতি ও সমাজনীতি।
১৮। ইছলামী রাষ্ট্রবিধানের দাবী—রাজনীতি।
১৯। ইছলামী জামাআত বনাম আহলেহাদীছ আন্দোলন—প্রচারপত্র।
২০। ইছলামী অর্থনীতির ক খ—অর্থনীতি।
২১। ধন বণ্টনের রকমারী ফর্মূলা—অর্থনীতি।

এতদ্ব্যতীত যে সকল প্রচারপত্র, বিজ্ঞাপন, লিফলেট ও ফত্‌ওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজন মুহূর্তে প্রকাশ করা হইয়াছে সেগুলির সংখ্যা নিরূপণ করা সুসাধ্য নয়। এই বিভাগে প্রকৃত পক্ষে যাহা করণীয় ছিল বা এখনো রহিয়াছে তাহার তুলনায় পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ যতটুকু করিতে পারিয়াছে তাহা আশানুরূপ না হইলেও অকিঞ্চিৎকর নয়। এখনো তফছীর, আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাস, রাছায়েল ও মাছায়েল প্রভৃতি অনেকগুলি বৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রণের অপেক্ষায় রহিয়াছে কিন্তু বহু ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া জমঈয়তে আহলেহাদীছ অগ্রসর হইতে পারিতেছেনা।

প্রচার বিভাগ

তওহীদ ও ছুন্নতের প্রচারকল্পে এবং জনগণের মধ্যে আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের তাৎপর্যকে পরিচিত ও সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ এযাবত ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছে: শিব্‌কীয়া পূজাপার্বন ও বিদ্‌আতী আমোদ প্রমোদ হইতে মুছলমানদিগকে বিরত রাখার জন্য সকল দলের উলামা ও নেতৃবৃন্দের সমবায়ে ইশ্‌তেহার ও প্রচারপত্র পরিবেশন করা এবং সম্ভবপর হইলে কোন কোন স্থানে পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়, বিভিন্ন দলের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা সমূহে যোগদান করিয়া আহ্‌লেহাদীছগণের দৃষ্টিভংগী ব্যক্ত করা এবং ন্যায়ানুমোদিত কার্য সমূহের সহিত সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করা। তৃতীয়, পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন জামাআতী অঞ্চল সমূহে প্রচার কার্য পরিচালনা করা এবং বিভিন্ন সভাসমিতির আমন্ত্রণে যোগদান করা। অর্থাভাব নিবন্ধন এপর্যন্ত স্থায়ীভাবে মাত্র তিন চারিজনের অধিক প্রচারক নিযুক্ত করা সম্ভবপর হয় নাই অথচ পূর্বপাকিস্তানের প্রত্যেক বিলার জন্য ন্যূনকল্পে একজন করিয়া প্রচারক নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক ছিল।

দারুল ইফ্‌তা

দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্বপাকিস্তানে নির্ভরযোগ্য ফত্‌ওয়ার অভাব ক্রমশঃই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ এই অভাব মোচন করার জন্য জমঈয়ত কায়েম হওয়ার পর হইতেই সচেষ্ট রহিয়াছে এবং এযাবত ক্ষুদ্র বৃহৎ দুই শতাধিক জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই জরুরী বিভাগটি পরিচালিত করার জন্য বিভিন্ন ফিক্‌হ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ একজন উপযুক্ত মুহাদ্দিছের প্রয়োজন কিন্তু অর্থাভাবের জন্য এরূপ কোন যোগ্য মুফ্‌তীকে এযাবত নিযুক্ত করা সম্ভবপর হয় নাই।

জনসেবার কার্য

জনসাধারণের আকস্মিক বিপদাপদ মুহূর্তেও পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ সাধ্যমত তাহার সেবাদান করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ইংরেজী ১৯৫৪—৫৫ সালে ব্যাপক প্লাবনের ফলে পশ্চিম ও পূর্বপাকিস্তানে যে মর্মন্তুদ অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহা কাহারো অবিদিত নাই, পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ প্রত্যেকবারেই এই সংগীন-মুহূর্তে জনগণের সেবায় আগাইয়া গিয়াছে এবং বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে পাঁচ হাজার টাকার অধিক সাহায্য বিতরণ করিয়াছে। সাহায্যের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর হইলেও সর্বসাধারণ ইচ্ছা করিলে জনসেবায় বিভাগটিকে অধিকতর প্রশস্ত ও কার্যকরী করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়।

জমঈয়তের বর্তমান মাসিক আয় ব্যয়ের মোটামুটি বিবরণ

প্রেস বিভাগে প্রেসম্যান ও কম্পোজিটরদিগকে মোটামুটি মাসিক ২৫০৲ টাকা দিতে হয়। সম্পাদকের একজন এসিস্ট্যান্ট এবং মুবাল্লিগগণের জন্য প্রতি মাসে ব্যয় হয় ৩০০৲। ম্যানেজাররূপে যিনি কার্য করেন তাঁহার বেতনও মাসিক দুইশত টাকার কাছাকাছি, এতদ্ব্যতীত প্রিন্টিং পেপার, পোস্টেজ ও স্টেশনারী প্রভৃতিতে ব্যয় হয় প্রায় সাড়ে তিনশত টাকা, ঘরভাড়া ও ইলেকট্রিক লাইট ও মেহমানদারী প্রভৃতিতে ব্যয় হয় প্রায় ১০০৲ টাকা।

ফলকথা, প্রতি মাসে ন্যূনাধিক ১২০০৲ টাকা হিসাবে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের কার্যে বাৎসরিক অন্ততঃ ১৪৫০০৲ সাড়ে চৌদ্দ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে তর্জুমানের গ্রাহকগণের নিকট হইতে বাৎসরিক ৫০০০৲ টাকার বেশী আদায় হয়না। পুস্তকাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণও ১০০০৲-১২০০৲ টাকার অধিক নয়। প্রেসের খুচরা কাজ কর্মে বাৎসরিক প্রায় ৬।৭ শত টাকা আয় হইয়া থাকে। অবশিষ্ট সমুদয় অভাব আহলেহাদীছ জামাআত কর্তৃক প্রদত্ত যাকাত, ফিত্‌রা প্রভৃতি পূরণ হয়। সভা সমিতি উপলক্ষেও মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য পাওয়া যায়।

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের আবেদন

আহলে হাদীছ আন্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে এবং যুগের অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছকে যেন তেন প্রকারেণ শুধু নামে মাত্র টিকাইয়া রাখিলে চলিবেনা, ইহাকে শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে আহলে হাদীছ আন্দোলনের অন্য কোন গণ প্রতিষ্ঠান নাই। কোরআন ও ছুন্নাহর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যাখ্যাতা তর্জুমান ব্যতীত আর একটিও সাময়িকী নাই অথচ শুধু একখানা মাসিকের সাহায্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ন্যায় সুদূর প্রসারী ও বিভাগ বহুল আন্দোলন পরিচালিত করা সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন দল ও মতবাদের সহিত সমকক্ষতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে অন্ততঃ একখানা উচ্চাংগের বাংলা সাপ্তাহিক আর সম্ভবপর হইলে একখানা মাসিক অথবা সাপ্তাহিক ইংরাজী অথবা উর্দু মুখপত্রের একান্ত আবশ্যক। আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল্যমান ও গৌরব যোগ্য লেখক দলের উপরেই নির্ভর করে। সুতরাং যাঁহারা এই আন্দোলন ও উহার আদর্শের প্রতি এখনো আস্থাহারা হন নাই তাঁহাদিগকে সংকোচ ও কুণ্ঠা এবং আত্মগোপন নীতি পরিহার করিয়া লেখনীর সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসা অবশ্য কর্তব্য।

হাদীছী আন্দোলনের সংরক্ষণকল্পে একটি উচ্চাংগের দারুল হাদীছ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অপরিহার্য ছিল। হাদীছের পঠন ও পাঠন সম্পর্কে যে দল-নিরপেক্ষ মনোবৃত্তি ও উদার দৃষ্টিভংগীর প্রয়োজন, প্রচলিত শিক্ষাগারগুলিতে তাহার অভাব পুরাপুরি ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। সত্যের অনুরোধে একথা না বলিয়া উপায় নাই যে, প্রচলিত শিক্ষায়তনগুলিতে হাদীছ শাস্ত্রের পঠন ও পাঠনের যে গতানুগতিক ও এক দেশদর্শী নীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে, আহলে হাদীছ আন্দোলনের পক্ষে তাহা অতিশয় মারাত্মক। এতদ্ব্যতীত অবিমিশ্র ইছলামী নীতি ও জীবনাদর্শের প্রচারক দল সৃষ্টি করার জন্য একটি দারুত্‌তবলীগের প্রতিষ্ঠাও একান্তভাবে আবশ্যক বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যোগ্যকর্মী এবং উপযুক্ত অর্থের অভাবে উপরিউক্ত দুইটি বিষয়ই স্বপ্নপুরীর খেয়ালে পর্যবসিত রহিয়াছে।

অর্থাভাবের জন্য যে সকল কার্য অর্ধ সমাপ্ত অথবা পুরাপুরি পরিত্যক্ত রহিয়াছে, সেগুলিকে সম্পন্ন ও সার্থক করিতে হইলে ইছলাম প্রচারের কার্যে 'আল্লাহর পথে'র জন্য এবং 'হৃদয়াকর্ষণে'র জন্য আল্লাহ এবং তদীয় রছুল (দঃ) তাঁহাদের প্রাপ্য ধনের যে অংশ বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন, উদারতা এবং বদান্যতা সহকারে পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীছকে উক্ত অর্থের সাহায্যে শক্তিমান ও প্রতিষ্ঠাবান করিয়া তোলা

সকল মুছলমানের জাতীয় কর্তব্য। হারাগাছ ও রাজশাহী উভয় কনফারেন্সেই সম্মেলনের মুক্ত অধিবেশনে জমঈয়তে আহ্লে হাদীছকে যাকাত, ফিতরা ও উশরের সিকি অংশ প্রদান করা হইবে বলিয়া সর্বসম্মতি-ক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিগত আট বৎসরের ভিতর এই জামাআতী প্রতিশ্রুতির মর্যাদা উল্লেখযোগ্য ভাবে রক্ষিত হয় নাই।

আমরা আশা করি, আহলেহাদীছ আন্দোলনের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনকে তওহীদ পন্থী এবং ছুন্নতের অনুগামীগণ কিছুতেই অস্বীকার করিবেননা। কোরআন ও ছুন্নাহর বর্তমান অর্ধ অবনমিত পতাকা যাহাতে "পাকিস্তান ইছলামী প্রজাতন্ত্রে" অনতিবিলম্বে পুনঃ উন্নতশির হইতে পারে এবং আমাদের আধ্যাত্মিক, রাষ্ট্রিক ও তমদ্দুনী জীবনে শরীঅতে ইছলামের প্রভাব আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য যাহার পক্ষে যেরূপ সম্ভবপর, সেই সাহায্যের হস্ত পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের জন্য সম্প্রসারিত করিতে কেহই পশ্চাদ্বর্তী হইবেননা। সকলেই মনে রাখিতে হইবে যে, গঠন ও পুনর্গঠনের সুযোগ জাতির অদৃষ্টাকাশে বারংবার উদিত হয়না, আজ যখন নূতন ও পুরাতন সমস্ত দল ও সমাজ নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের কার্যে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, নব জীবনের এই ছুবহেছাদিকে শুধু মুছলিম সমাজের দিক দিশারী আহলে হাদীছ আন্দোলনের ধারক ও বাহকগণই কি আত্ম বিস্মৃতি, আত্ম গুপ্তি, নিষ্ক্রিয়তা, সন্দেহ, অবহেলা ও অবসাদের ঘুমঘোরে অচৈতন্য রহিবেন ?

জমঈয়তের জন্য অর্থ দানের সময় যাহার হস্তে অর্থ প্রদান করা হইতেছে, জমঈয়তের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক তাহা উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। জমঈয়তের নিজস্ব প্রেসে মুদ্রিত ও জমঈয়তের শীলমোহর অংকিত নম্বরী রশিদ ব্যতীত কাহারো হস্তে টাকাকড়ি প্রদান করিলে পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীছ তজ্জন্য দায়ী হইবেনা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সহায় হউন এবং ইছলামের যে সেবায় আমরা আত্মনিয়োগ করিয়াছি তাহাকে সার্থক করুন এবং আমাদিগকে ও আমাদের সহকর্মী ও সাহায্যকারীদিগকে তাঁহার অভীষ্ট পথে পরিচালিত করিয়া তাঁহার দাসানুদাস দলের অন্তরভুক্ত হইবার তওফীক দান করুন—আমীন!

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সমুদয় টাকা কড়ি পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের সদর দফতরে সরাসরি ভাবে, সভাপতির নামে মনি অর্ডারযোগে প্রেরণ করিতে হইবে। নিয়মিত রশিদ পত্র গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় জমঈয়তের আদায়কারী-গণের হস্তেও দেওয়া যাইতে পারে। খুলনা ও যশোহর যিলার সাহায্য কেন্দ্রীয় জমঈয়তের রশিদ গ্রহণ করিয়া খুলনা—যশোহর যিলা জমঈয়তে আহলেহাদীছের কর্মীগণের হস্তেও প্রদান করা যাইতে পারে।

وصلى الله على سيدنا محمد امام المرسلين وعلى آله وصحبه نجوم المهتدين، وآخردعوانا
ان الحمد لله رب العالمين *

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী
আলকোরায়শী
সভাপতি, পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছ।
পোঃ ও যিলা পাবনা—পূর্ব পাকিস্তান।

৫ই রামাযানুল-মুবারক,
১৩৭৫ হিঃ।

মানুষের অপমান

—আতাউল হক

জাগে মনে ব্যথা—
মানুষের মনে আজ নাহি মানবতা!

মানুষ মানুষে আজি করিছে শাসন
শাসন-বিধান রচি';—এ শুধু লুণ্ঠন
আত্মার আত্মসম্মান! মানুষের দেশে
বিচারক কেন রবে, আশে-পাশে
রহিবে প্রহরীগণ লক্ষ্য করিবার
মানব-স্বাচ্ছন্দ্য-গতি? কেন প্রাণ তার
অঙ্কুশ-তাড়নে হয় চালিত-শাসিত
চলিবার পথে পথে? রোষ-কশায়িত
চক্ষু কেন করে প্রাণে অগ্নি বরিষণ
প্রতি পাদক্ষেপে?

জানি জানি বন্ধুগণ,
প্রয়োজন আছে বিশ্বে—মানুষের দেশে
বেত্রাঘাতে-অস্ত্রাঘাতে শাসিতে মানুষে
মুহুর্মুহুঃ! এই শাস্তি—এ-তীব্র-শাসন
প্রার্থনা করিয়া নিল বিশ্ব-নরগণ
আপন জীবনতলে! লৌহদণ্ডধারী,
নির্দ্দোষ তোমরা বন্ধু, নহ অত্যাচারী;
পৃষ্ঠ পাতি' যারা আজি লভে অত্যাচার,
দোষী তারা—তাহারাই অপমান ভার
তু'লে দিল মানুষের গর্বোন্নত শিরে,
টানিয়া নামা'ল নীচে তারা মানুষেরে!
যারা আজ মানুষেরে করে অপমান
বেত্রাঘাত তাহাদেরি যোগ্য প্রতিদান!

সৃষ্টির মুকুট-মণি মানুষের মাঝে
মানবতা-পারিজাত ম্লান হ'য়ে রাজে;
পশুত্বের পুষ্পহীন তরু কণ্টকিত
সতেজে উঠিছে বেড়ে! তাই পরিচিত
তারা শুধু বিশ্ব-বনে পশুদেরি সাথে;—
মানবতা হ'ল পঙ্গু ক্ষিপ্ত পদাঘাতে!
চিনে না মানুষ কভু আপনার হিয়া,
জানে না তাহার দাম; তাই বনে গিয়া
কণ্টকে সাজায় তা'রে—স্থান দেয় নীচে!

মানুষের প্রাণ কভু মানুষের কাছে
লভে নাই সমাদর পূর্ণ রাজোচিত;
লাঞ্ছনায়-অপমানে দেহ তার ক্ষত
হয়েছে কেবল! তাই হ'ল প্রয়োজন
অস্ত্রাঘাত-বেত্রাঘাত—আইন শাসন!

আত্মা আজ অন্ধকারে অন্ধ হ'য়ে গেছে;
পূর্ণিমার চাঁদ আজ কৃষ্ণ তার কাছে
অভিশপ্ত অভিশাপে! শাসন শৃঙ্খল
স্বচ্ছ সুষ্ঠু-মুক্ত প্রাণে শুধু অমঙ্গল
নিয়ে আসে—নিয়ে আসে ঘোর অপমান;
নির্বোধ মানব-আত্মা নহে চক্ষুষ্মান!
জাগ্রত আত্মার কাছে অপমান-ভার
হয়েছে দুঃসহ; নাহি তার প্রতিকার,
বিশ্বতলে নিষ্কৃতির নাহি কোন আশ!

ইতস্তত চেয়ে আজি হতেছি নিরাশ!
শ্রেষ্ঠ নর—শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মহাসৃষ্টি তারা
বুঝে না'ক অপমান আত্মার! পশুরা
আসুক শাসন; বনে আছে প্রয়োজন
শাসন-বিধির! সিন্ধু যদি বিষাবন
হয়, শুন বন্ধু, তবে প্রয়োজন তার
কোদাল-আঘাত! স্বর্গ-রাজ্যে ফেরেশ্‌তার
সমাজে কি প্রয়োজন শাসন বিধান?
মানুষ মানব-ধর্ম্ম, সৃজিয়া শ্মশান,
জ্বালা'ল আপন হাতে; নহিলে তাহার
বাহুল্য শাসন-বিধি, অস্ত্র, অস্ত্রাগার,
আইন, শৃঙ্খল!

নাহি কোন প্রয়োজন
অস্ত্রবলে মানুষেরে করিতে শাসন!
অস্ত্রাগার যতদিন রহিবে ধরায়
ঘোষিবে ইহারা শুধু নর-পরাজয়!
মানুষের দেশে আজ যত অস্ত্রাগার
চিহ্ন-অভিশাপ তাহা—অপমান তার!

Contents

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

পবিত্র রামাযানের সম্ভাষণ

ঠিক তের শত সপ্তাশী বৎসর পূর্বে পবিত্র রামাযানের এক উপবাসক্লিষ্ট ও সংযম স্নিগ্ধ সমৃদ্ধ রজনীতে দিশাহারা মানব জাতির দিকদিশারীরূপে 'আল কোরআন' অবতীর্ণ হইয়াছিল। রামাযান মুছলিম জাতিকে কৃচ্ছ্রসাধনা ও বৈরাগ্যের যে শিক্ষা দান করিয়াছে সেই শিক্ষায় জীবনকে অনুপ্রাণিত ও যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করিয়া তোলার পবিত্র পুরস্কাররূপে মুছলিম সমাজ তাহাদের সৌভাগ্যের স্পর্শমণিরূপে মহিমান্বিত কোরআন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। কোরআনের পূর্বে যে অন্য কোন ঐশীগ্রন্থ জগদ্বাসীর পথ প্রদর্শকরূপে অবতীর্ণ হয় নাই, একথা সত্য নয়, তওরাৎ, যবুর ও ইঞ্জিল প্রভৃতি মহিমান্বিত গ্রন্থ সমূহও চেতনালুপ্ত মানব সমাজের সম্বিৎ ফিরাইয়া আনার জন্যই ভূপৃষ্ঠে প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু সুদীর্ঘ দিবস ও রজনী অতিক্রান্ত হইবার পর উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহের ধারক ও বাহকরা সংযম, তিতিক্ষা ও 'তক্ওয়া'র যে প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে উল্লিখিত গ্রন্থরাজীর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের সেই প্রতিশ্রুতি ভংগ করিয়া ফেলেন, যে চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভংগ করার পাপে তাঁহারা লিপ্ত হইয়াছিলেন, সেগুলির প্রত্যেকটি মহিমান্বিত কোরআন ধরিয়া দিয়াছে। প্রতিশ্রুতি ভংগের অভিযোগ ইছরাঈলের বংশধরগণের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইবার পর প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে তাহাদের নিকট হইতে ঐশীগ্রন্থের ধারক ও বাহক হইবার গৌরব কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

দুনিয়ার বুকে আল্লাহর কলেমার প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং তদীয় মনোনীত 'জীবন-পদ্ধতি'র রূপায়ণের উদ্দেশ্যে আর-একটি বিরাট ও গৌরবান্বিত জাতির প্রয়োজন ছিল। যে কঠোর পরীক্ষার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হইয়া মুছলিম সমাজ নবুওতে মোহাম্মদীর সেবকরূপে 'কোরআনে আযীমে'র প্রতিষ্ঠাতার গগনস্পর্শী গৌরব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে, রামাযান সাধনা ও সংযমের সেই পরীক্ষাই বহন করিয়া আনিয়াছিল। মুছলিম সমাজকে ধরণীর বুকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহারা যে পাক কোরআনের ধারক ও বাহক হইবার যোগ্যতা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট ইছরাঈলীদের মত হারাইয়া ফেলে নাই, রামাযানের পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের অধ্যাত্ম জীবনের শোধন ও উন্নতি সাধন করিয়া সেই যোগ্যতাকে প্রতিষ্ঠাদান করিতে হইবে। রামাযান বাৎসরিক পরীক্ষারূপে বৎসরে বৎসরে দেহ ও মনকে শোধিত ও সমুন্নত করিয়া তোলার জন্য আগমন করিয়া থাকে। কোরআনের দা'ওয়াতকে পুনর্জীবিত ও পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে সম্প্রসারিত করার উদাত্ত আহ্বান লইয়াই রামাযান পুনরায় আমাদের অদৃষ্টাকাশে উদিত হইয়াছে। আত্মশুদ্ধি ও সত্য প্রচারের কঠোর সাধনায় যাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, রামাযান তাহাদের জন্য আল্লাহর করুণা, ক্ষমা ও নরকাগ্নি হইতে মুক্তির শুভ সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। ইহার কৃচ্ছ্রসাধনার পুরস্কার দান করার অধিকার আল্লাহ শুধু নিজের জন্যই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

আজ পাকিস্তানের মুছলিম জনগণ কোরআনের আদর্শ ও শিক্ষা হইতে যখন বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে শির্ক-বিদ্আত, কলহ-বিবাদ, নাস্তিকতা ও নীতিহীনতা,

উচ্ছৃংখলা ও অনাচার, অসামঞ্জস্য ও অত্যাচারের—বীজাণুগুলি ঘর বাঁধিয়া বসিয়াছে, অনৈছলামিক দৃষ্টিভংগি ও মনোভাব জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডকে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে, এই মহা সংকটজনক পর্যায়ে মুছলিম জাতিকে ইছলামের মহিমায় পুনরায় দৃপ্ত করিয়া তোলার জন্য কোরআনের জীবনাদর্শকে পাকিস্তানের বুকে সফল ও সার্থক ও কার্যকরী করিয়া তোলার জন্য পুনরায় রামাযানের ডাক আসিয়াছে। এই ডাকে সাড়া দিবে কে?

ঈদ মুবারক

আমরা তর্জুমানুল হাদীছের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষক, ভ্রাতা ও ভগ্নিদিগকে আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিত্‌রের মুবারকবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে উম্মতে মুছলিমা পূর্ববর্তী জাতিবর্গের স্থলাভিষিক্ত রূপে যে সিংহাসনে সমারূঢ় হইবার গৌরব লাভ করিয়াছিল, তাহারই উৎসব দিবস রূপে আমরা ঈদের আনন্দের অধিকারী হইয়াছি। তর্জুমানুল হাদীছ কোরআন ও ছুন্নাহর যে বিজয় বৈজয়ন্তী গগনস্পর্শী করিয়া তোলার অসাধ্য সাধনায় ব্রতী হইয়াছে, তাহার সেই যাত্রা পথের সমুদয় সহচর, সাহায্যকারী ও শুভানুধ্যায়ীর ঈদ মুবারক হউক।

ইতি কর্তব্য কি?

সম্প্রতি কিছুদিন হইতে 'তর্জুমান' সম্পাদক, যিনি পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সভাপতিও বটেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য কয়েকটি মহল হইতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিতেছেন। পক্ষান্তরে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ব্যক্তিগতভাবে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আমরা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইতেছি যে, দেশের বর্তমান বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোন্‌টিতে যোগদান করা কর্তব্য? আমরা যেরূপ কোন আমন্ত্রণই রক্ষা করিতে পারিতেছিনা, ঠিক সেইরূপ উল্লিখিত জিজ্ঞাসারও কোন সদুত্তর প্রদান করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইতেছেনা। বর্তমানে পাকিস্তানে যে সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রহিয়াছে সে গুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা, নিরীশ্বরবাদী ও ইছলামপন্থী। যাঁহারা ব্যক্তিগত মতবাদের দিক দিয়া ইছলামের প্রয়োজনকে স্বীকার করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চতুঃসীমায় উহার প্রবেশাধিকার পছন্দ করেননা, তাঁহাদিগকেও আমরা ধর্ম নিরপেক্ষ বা নিরীশ্বরবাদী দলের অন্তরভুক্ত বিবেচনা করি। এই দলগুলিকে আমরা সত্যই ইছলামের পঞ্চমবাহিনীর মধ্যে গণ্য করিয়া থাকি। কারণ তাঁহাদের ধর্ম নিরপেক্ষতা, যে কোন দিক দিয়াই বিচার করা হউকনা কেন, ইছলামী আদর্শের পরিপন্থী বরং উহার পক্ষে শত্রুতামূলক। কারণ ইছলামকে হয় তাঁহারা রাষ্ট্রিক জীবনের দিক্‌দিশারী হইবার যোগ্য মনে করেননা অথবা উহার দৃষ্টিভংগি ও আদর্শ তাঁহাদের মনঃপুত হয়না। যথা, মুছলমানসমাজ যে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতি এবং ইছলামের জাতীয়তা অমুছলিম জাতি সমূহের সংমিশ্রণে প্রস্তুত খিচুড়ী বিশেষের নাম নয়, ইছলামের এই দৃষ্টিভংগিকে হয় তাঁহারা আদৌ বিশ্বাস করেননা অথবা বিশ্বাস করিলেও নানা কারণে উক্ত নীতিকে অনুসরণযোগ্য বলিয়া মনে করেননা। সুতরাং এই দলটি প্রকৃত প্রস্তাবে ইছলাম বিরোধী-দলেরই পরিবারভুক্ত। পাকিস্তান ইছলামী প্রজাতন্ত্ররূপে বিঘোষিত হওয়ার পর এই দলগুলির ইছলাম বিরোধী কার্যকলাপ পাক সরকার এবং রাষ্ট্রের জনগণ কেমন করিয়া বরদাশ্‌ত করিবেন তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ করার বিষয়। এই দলগুলির আপ্রাণ চেষ্টা হইতেছে ইছলামের প্রভাব ও মূল্যমানকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন হইতে হালকা করিয়া ফেলা। আগামী নির্বাচনে ইহারা যদি সুযোগ ও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে পাকিস্তান ইছলামী প্রজাতন্ত্রকে পুনরায় লা-দ্বীনি রাষ্ট্ররূপে অবনমিত করিতে কোন চেষ্টারই ইহারা ত্রুটি করিবেনা। সুতরাং রাষ্ট্রজীবনে যাঁহারা ইছলামের প্রভাবকে স্বীকার করেন এবং যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে, যাঁহারা

উহাকে হেঁয়ালী ও গোঁজামিল মনে করেননা, সেই সকল মুছলমানের পক্ষে কোন অনৈছলামিক দলেই যোগদান করা অথবা এখনও টিকিয়া থাকা কোন ক্রমেই ঈমানদারী ও সদ্বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। কিন্তু মুশ্‌কিল এইযে, এইখানেই প্রশ্নের সমাধান হইতেছে না, কারণ বর্তমানে মুছলিমলীগ, নিযামে ইছলাম, জামাআতে ইছলামী, খিলাফতে রব্বানী, ইছলামপার্টি প্রভৃতি দলগুলি সকলেই ইছলামপন্থী বলিয়া দাবী করিতেছেন। সুতরাং ইছলাম বিরোধী দল বর্জন করিয়া যাঁহারা ইছলামপন্থী দলে যোগদান করিতে সমুৎসুক, তাঁহারা উল্লিখিত দল সমূহের কোন্‌টিতে যোগদান করিবেন? বর্তমানের এই সমস্যা একটি ভয়ানক মহাসংকটেরও ইংগিত দান করিতেছে। ইছলাম বিরোধী দলগুলি যতই সংখ্যাবহুল হউন না কেন এবং তাঁহাদের আদর্শে পরস্পরের সহিত আপাত দৃষ্টিতে যতই বৈষম্য অনুমিত হউক না কেন, ইহারা কোন নির্বাচনকেন্দ্রেই পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিবেননা। কিন্তু ইছলামপন্থী দলগুলির পক্ষে এরূপ কাণ্ডজ্ঞানের আশা সুদূর পরাহত। 'ইছলামী-জামাআত' সুযোগ পাইলেই মুছলিমলীগ ও নিযামে-ইছলাম প্রভৃতির সংগে অবশ্যই প্রতিযোগিতা করিবেন, মুছলিমলীগও খাতির করিবেননা আর নিযামে ইছলামের তো কথাই নাই। তাঁহারা বর্তমানেও পার্লামেন্টারী জীবনে কর্মতৎপর রহিয়াছেন। ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এইযে, ইহারা সকলেই আপনাপন 'কিলা'কে দুরস্ত ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এখন হইতেই পঁয়তারা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ফলে প্রত্যেক নির্বাচনকেন্দ্রে প্রত্যেক ইছলামপন্থী প্রার্থীকে ঘরে ও বাহিরে মুকাবিলা চালাইতে হইবে কিন্তু ইছলাম বিরোধী প্রার্থীর পক্ষে এরূপ অসুবিধার কারণ নাই। ইছলামপন্থীগণের এই অহেতুকী ভাগ বাঁটোয়ারার কারণ কি? তাঁহারা সকলেই যদি ইছলামী দৃষ্টিভংগির অনুসারী ও ইছলামী নীতি নৈতিকতা ও মূল্যমানের প্রতি আস্থাশীল হন, তাঁহারা যদি সকলেই পাকিস্তানে ইছলামকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত দেখিতে চান, তাহাহইলে তাঁহাদের এ আত্মকলহের একমাত্র কারণ নেতৃত্বের মোহ ও দলগত সুবিধা ভোগের স্পৃহা ব্যতীত আরো কিছু থাকিতে পারে কি?

যে সকল বিষয়ে ইছলামপন্থী দলগুলির অস্তিত্ব ও কার্যক্রম পৃথক পৃথক হইয়া পড়িয়াছে, সেগুলির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করার কোন উপায়ই কি নাই? দলনিরপেক্ষ ইছলাম দরদী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আমরা এই সংকটজনক অবস্থার প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

ভয়াবহ খাদ্য সংকট

আমরা বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি তাহাতে জানিতে পারিয়াছি যে, চাউলের দুর্মূল্যতা অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। শহরের বাহিরে ও গ্রামাঞ্চলের কোন কোন স্থানে রেশন চালু করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলেও অধিকাংশ স্থানেই চাউলের মূল্য এখনও মণ প্রতি ২৭৲ ২৮৲ টাকা আছে। রবিশস্যের অবস্থা ভাল না হওয়ায় খাদ্য সংকটের অবসান সম্পর্কে যে আশা পোষণ করা হইয়াছিল তাহা ফলবতী হয় নাই। অনেক স্থানে চিনা, খেঁড়াশী আর গম ও লাউ ব্যতীত জনগণ চাউলের মুখ দর্শন করিতে পারিতেছেনা। জনসাধারণ খাদ্য সংকটের এই মহাবিপদকে যেরূপ মৌনভাবে মাথা পাতিয়া লইয়াছে তাহা আমাদের আমোদ প্রিয় সরকারী কর্মচারীগণের নাচ গানের আসর গরম ও মীনাবাযার সুসজ্জিত এবং রেস্ ও জুয়ার আড্ডাগুলিকে কামিয়াব করার পক্ষে সহায়ক হইলেও সংকটের ভয়াবহতা যে কোন দিক দিয়াই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছেনা, তাহা বলাই বাহুল্য। জনতার এই তুষ্ণীম্ভাব জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে শুভ লক্ষণ নয়!

দেশের সুখ শান্তি এবং শাসন ও সুশৃংখলার ভার যাহাদের উপর রহিয়াছে, জনতার অন্তঃকরণ তাঁহাদের যোগ্যতা ও কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে নৈরাশ্যপূর্ণ হওয়ার ফলেই তাহারা এইরূপ স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইছলামী রাষ্ট্রের যেসকল শাসনকর্তা ও অধিনায়কবর্গ জনগণকে ক্ষুধার্ত রাখিয়া ভুরিভোজ ও আমোদ প্রমোদের স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে

দ্বিধাবোধ করেনা, তাহারা জনগণের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের প্রত্যাশা করিতে পারেন কি? আমরা আশা করি অনতিবিলম্বে অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারের পূর্বে খাদ্য সংকট বিদূরিত করার জন্য সকলপ্রকার সম্ভাব্য উপায় অবলম্বিত হইবে এবং খাদ্যশস্যের একটা সর্বনিম্ন দর সকল স্থানের জন্যই বাঁধিয়া দেওয়া হইবে এবং গোপন ও প্রকাশ্য স্থান সমূহ হইতে খোলাবাজারে অথবা কন্‌ট্রোলে চাউল আমদানী করা হইবে। এই সন্দর্ভ লিখিত হইবার পর আমরা অদ্যকার সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় অবগত হইলাম যে, খাদ্য সমস্যার মুকাবিলার জন্য সরকার কতকটা অবহিত হইয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তান ও বিদেশীয় রাষ্ট্র সমূহ হইতে চাউল সংগ্রহের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। বিনা মূল্যে প্রায় দুই কোটি টাকার খাদ্য শস্য বিতরিত হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। সরকারের এই শুভ বুদ্ধি উদ্রক্ত হওয়ায় আমরা কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত। কিন্তু সংকটের ব্যাপকতার তুলনায় সাহায্যের পরিমাণ যথেষ্ট নয় আর সরকারের সুব্যবস্থা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভংগির উপরেই যে পরিগৃহীত পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য।

ছাদাক্বাতুল ফিত্‌র

রামাযানের কৃচ্ছ্র সাধনায় যে সকল সংযম-বিধি প্রতিপালন করার শরীঅতে ব্যবস্থা রহিয়াছে সেগুলির ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধনকল্পে প্রত্যেক নরনারীর জন্য তাহাদের দৈনন্দিন খাদ্যশস্য হইতে আশীর ওযনের পৌনে তিন সের ফিত্‌রা দেওয়া ফরয করা হইয়াছে। ঈদুল ফিত্‌রের নমাযের জন্য ঈদগাহে বাহির হইবার পূর্বেই উল্লিখিত ফিত্‌রা বাহির করা অবশ্য কর্তব্য। বর্তমান খাদ্য সংকটে যাহারা চাউলের পরিবর্তে চিনা ও গম প্রভৃতি অন্য প্রকার আহার্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের উক্ত আহার্য হইতেই এক ছা' ফিত্‌রা প্রদান করিলে যথেষ্ট হইবে। যাঁহারা চাউল খাইতেছেন তাঁহারা মার্কেটের সর্বনিম্ন দর অথবা কন্‌ট্রোলের মূল্য অনুসারে ফিত্‌রা দিতে পারিবেন। বর্তমান কন্‌ট্রোল অনুসারে এক ছা' চাউলের মূল্য এক টাকা ছয় আনা মাত্র।

শোক প্রকাশ

যাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় ও বিশেষ আগ্রহে পূর্ব পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ কায়েম হইয়াছিল, রংপুর যিলার অন্তরগত হারাগাছ গ্রামের বিখ্যাত ব্যবসায়ী আলহাজ্ব শয়খ যিয়ারতুল্লাহ মরহুমের নাম তাঁহাদের পুরোভাগে অবস্থিত। তিনি আজীবন জমঈয়তের সহ সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া রংপুর সদর মহকুমার আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের যাবতীয় কার্যকলাপ তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হইত। দানশীলতা ও বদান্যতার দিক দিয়াও তিনি খ্যাতি সম্পন্ন ছিলেন। উচ্চ শিক্ষিত না হইলেও শুধু ব্যক্তিগত অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও বিশ্বস্ততাকে অবলম্বন করিয়া তিনি আর্থিক ও সামাজিক যে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত বর্তমান সময়ে অতিশয় বিরল। আমরা ইহা অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে, তিনি পরিপক্ক বয়সে তাঁহার স্ত্রী, সন্তান সন্ততি ও দেশবাসীকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত পথের যাত্রী হইয়াছেন....ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। ঠিক সময়ে জানিতে পারিলে এবং শারিরীক অবস্থা প্রতিকূল না হইলে তর্জুমানের দ্বীন সম্পাদক মরহুম হাজী ছাহেবের জানাযায় শরীক হইত কিন্তু তাহা সম্ভবপর না হইলেও জমঈয়তের দফতর সন্নিহিত জামে মছজিদে জুমআর বিরাট জামাআতে তাঁহার গায়েব জানাযা পড়া হইয়াছে। আমরা মরহুম হাজী ছাহেবের মগফেরত ও শান্তিলাভের জন্য আল্লাহর কাছে অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহার বিয়োগ বিধুরা সহধর্মিণীকে বিশেষ করিয়া এবং তাঁহার সন্তান সন্ততিদিগকে আমাদের অকপট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার পুত্রগণ যাহাতে পিতার যথার্থ স্থলাভিষিক্ত রূপে ইছলামের ও জামাআতের সেবায় আত্ম নিয়োগ করিতে পারেন আল্লাহর কাছে তাঁহাদের জন্য সে তওফিক যাচ্ঞা করিতেছি।